উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সাইপ্রাস হয়ে কানাডা সফরে প্রধানমন্ত্রী ৯

হামলা জারি রেখেছে দুই দেশ

রবিবার সকাল থেকে ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। জবাবে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন 'বৃষ্টি' করেছে ইরান। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৭°	২৬°	২৬°

প্রযোজককে অপহরণ করে টাকা আদায় পূজার ৭

শিলিগুড়ি ১ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 16 June 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 29

তিন বিপর্যয়

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই রবিবার দেশ শুধু বিপর্যয়ই দেখল দিনভর।

মথুরা

- মথুরার ঘনবসতিপূর্ণ কাচ্চি সড়ক এলাকায় তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে, অনেকে ধসে পড়া বাড়ির নীচে চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা, উদ্ধার চলছে
- একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে

পুনে

- পুনের ইন্দ্রায়ণী নদীর সেতু ভেঙে অনেকে জলে পড়ে যান
- সরকারিভাবে ৪ জনের মৃত্যুর খবর স্বীকার করা হয়েছে, আহত ৩০ জন, ৬ জন আশঙ্কাজনক

রুদ্রপ্রয়াগ

- উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী যাওয়ার পথে আরিয়ান এভিয়েশনের কপ্টার ভেঙে পাইলট সহ সাতজনের মৃত্যু
- ২ মে কেদারনাথের দরজা খোলার পর এই নিয়ে পঞ্চমবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তীর্থযাত্রীবোঝাই হেলিকপ্টার

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে আরও রহস্য

খোদ মেয়রের ওয়ার্ডেই ফ্ল্যাট

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার জোগাড়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক অবৈধভাবে ভারতীয় ভোটার, আধার কার্ড তৈরি করেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে এল শানের যাবতীয় কুকীর্তি। শিলিগুড়ি থানার অদূরে খোদ মেয়র গৌতম দেবের ওয়ার্ডেই 'ভারতীয়' হিসাবে ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করছিল ওই বাংলাদেশি তরুণ। শুধু ভোটার বা আধার নয়, ইতিমধ্যেই প্যান কার্ডও তৈরি করে ফেলেছে সে।

নকল ভারতীয়

- ওয়ার্ড অফিস থেকে কার্যত ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে ফ্ল্যাটটি
- বছর চারেক আগেই শান ফ্ল্যাট কিনেছে। চুক্তিপত্রে লেনদেন হলেও এখনও রেজিস্ট্রেশন হয়নি
- শিলিগুড়ি থানার অদূরে বাংলাদেশি ছাত্র এত কুকীর্তি করলেও তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি পুলিশ

তবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকায় শানের ফ্ল্যাট আপাতত তালাবন্ধ অবস্থাতেই রয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশি শান্ত, শান ভৌমিক নামে ভারতীয় আধার কার্ড তৈরি করেছে (কার্ড নম্বর : 2842-3683-5257)। ব্যাংক, পরিবহণ দপ্তর, ফ্ল্যাট কেনার চুক্তিপত্র সবখানেই ওই আধার কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জমা হওয়া শানের প্যান কার্ডও পাওয়া গিয়েছে (কার্ড নম্বর- EQYPB 8300Q)।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অফিস থেকে কার্যত ঢিল ছোড়া

এরপর দশের পাতায়

জল খেতে গিয়ে পুলিশের জালে

নিউজ ব্যুরো

১৫ জুন : ময়নাগুড়ির বৌলবাড়িতে এটিএম লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল তিনজনকে। গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সাফল্য পেল পুলিশ। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা সমেত দুজনকে আটক করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের টিম। রবিবার সকালে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ সামশের খান বিহারের বাসিন্দা। অপরজন আসলুপ খান। তার বাড়ি হরিয়ানায়। আসলুপ দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন কর্মী। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ওই দুজনকে ধরার পরেও পুলিশি অভিযান চলছিল। অবশেষে এদিন বিকেলে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম ইরফান খান। সে রাজস্থানের আলওয়াল জেলার বাসিন্দা। তাকে রাতেই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশের। সোমবার ইরফানকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হবে।

এটিএম কাণ্ডে উদ্ধার সাড়ে ১৫ লক্ষ

বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে, জানিয়েছেন শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) রাকেশ সিং। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের বক্তব্য, 'বাকিদের খোঁজে জঙ্গলের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় এখনও তল্লাশি চলছে।

এরপর দশের পাতায়

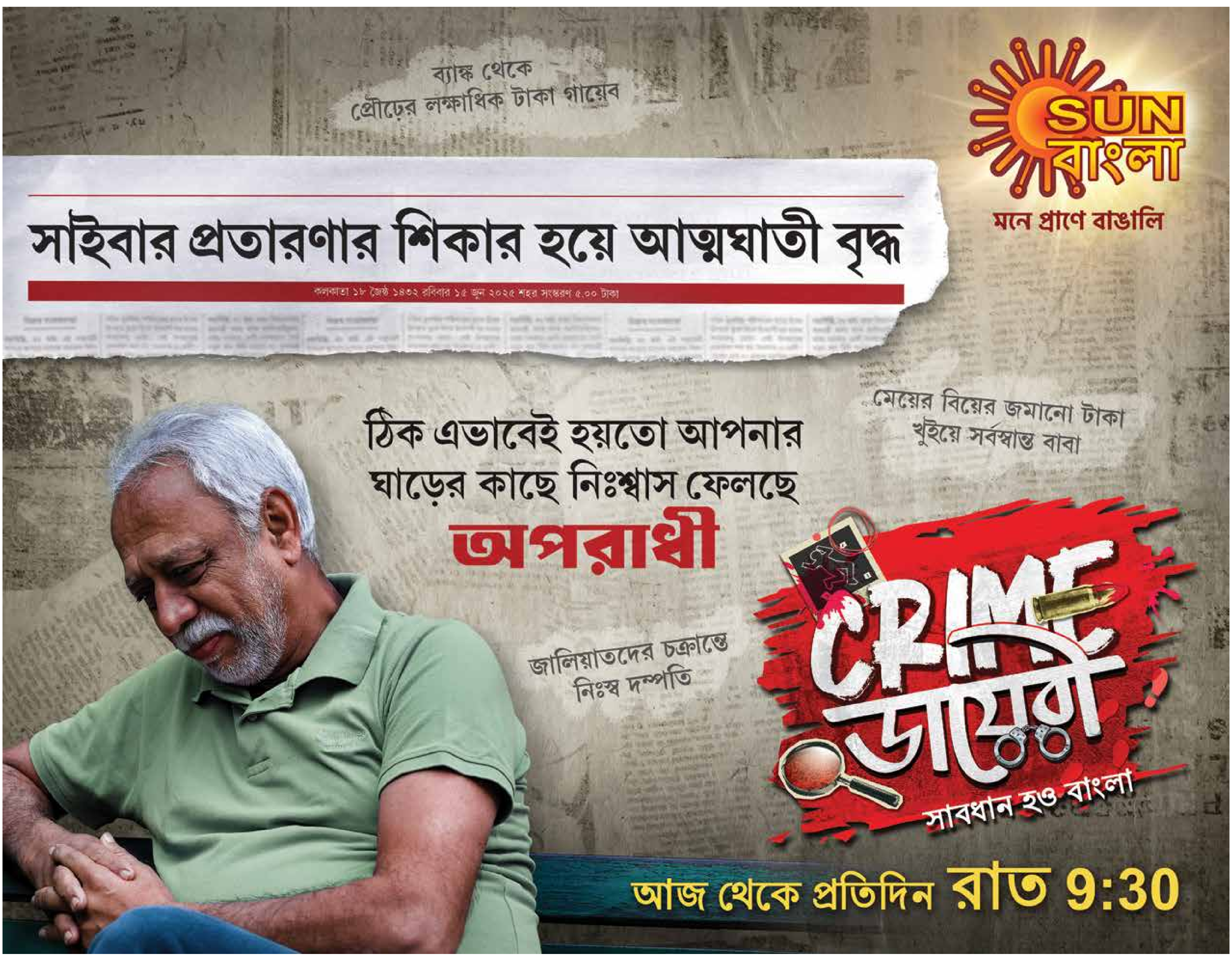

Mankind's
HealthOK™
MULTIVITAMIN TABLETS
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ন
Mankind
Serving Life
ক্লান্তিকে করো দূর
থাকো 24-ঘন্টা
এক্টিভ এনার্জী তে ভরপুর
স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি ইনগ্রিডিয়েন্ট ভিত্তিক। এই প্রোডাক্ট যে কোনও রোগের জন্য ডায়াগোনোসিস, চিকিৎসা বা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নয়।
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ন
ন্যাচরল জিনসিং X টরিন পাওয়ার
এনার্জী বজায় রাখতে সাহায্য করে
19 জরুরি ভিটামিন্স ও মিনের‍্যাল্‌স
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
1 প্রতিদিন খাবারের পর ট্যাবলেট
Mankind's
HealthOK™
12 Vitamins 7 Minerals
• Helps Maintain Energy
• For Overall Health
• Helps Build Immunity
Natural Ginseng
Taurine
Zinc
Vitamin D
Vitamin C
10 Tablets
NUTRACEUTICAL FOR MEN
Mankind
আজই ট্রাই করুন
আপনার নিকটস্থ কেমিস্ট স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
কল করুন টোল ফ্রী নম্বর: 1800 103 4400
www.mankindhealthok.com

ধৃতদের পুলিশ হেপাজত

ভুয়ো ছবি, সই জাল করে দখল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকায় জমির কারবারকে কেন্দ্র করে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। সম্প্রতি প্রধাননগরের দেবীডাঙ্গায় জমির কারবারকে ঘিরে গুলি চালানোর অভিযোগও সামনে এসেছে। এবার একই এলাকায় সই জাল করে ও অন্য ছবি দিয়ে এক মহিলা ও তাঁর ছেলের জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সই জাল করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও নিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়ার পর সেই সাড়ে একুশ কাঠা জমি নিজের স্ত্রীকেই বিক্রি করে দেয় জমির কারবারি। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই জমির কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে ভুয়ো সই করার অভিযোগেও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ওই দুই ব্যক্তিকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

গোটা ঘটনায় ফের একবার এডিএসআর অফিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, ‘জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখছি, একই নামের ভুয়ো মালিক সাজিয়ে জাল স্বাক্ষর করে জমি হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, রেজিস্ট্রির সময় জমির আসল মালিকের হাতের ছাপ ও বায়োমেট্রিক যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে না কেন?’ এডিএসআর-২ বলেন, ‘সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের কোনও বায়োমেট্রিক নেই। আমরাও সেটা চাইছি। কারণ কাগজপত্র দেখার বদলে বায়োমেট্রিকে ভেরিফিকেশন অনেকটাই সহজ।’

জমির কারবারিরা অন্য পন্থাও ব্যবহার করছে। সম্প্রতি এক চিকিৎসক মাটিগাড়ায় ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে এমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছেন। মাটিগাড়া থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে ওই চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনি ফ্ল্যাটের খোঁজ করছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই ব্যক্তির একটি অফিসও নাকি রয়েছে। অভিযোগ, সেই ব্যক্তি একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলার একটি ফ্ল্যাট দেখায়। তারপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সে আলাপ করায়। অভিযোগ, পরিচয় করিয়ে দেওয়া সেই ব্যক্তি নিজেকে ওই ফ্ল্যাটের মালিক হিসেবে পরিচয় দেয়। ওই চিকিৎসকের অভিযোগ,

সাড়ে একুশ কাঠা জমি হাতিয়ে নিয়েছে মাফিয়ারা

সই জাল করে ও অন্য ছবি বসিয়ে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নেয় জমির কারবারি

ঘটনায় জমির কারবারি সহ দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে

প্রশ্ন, রেজিস্ট্রির সময় জমির আসল মালিকের হাতের ছাপ ও বায়োমেট্রিক যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে না কেন?

রেজিস্ট্রেশন সহ সব মিলিয়ে ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চুক্তি হয়। সেই মতো চুক্তির টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়। চলতি মাসের ৮ তারিখ ডিড করার জন্য এডিএসআর অফিসে যায় ওই চিকিৎসকের পরিবার। সারাদিন অপেক্ষা করার পরেও ওই দুই ব্যক্তি না আসায় ওই চিকিৎসক বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। ওই চিকিৎসকের অভিযোগ,‘পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ফ্ল্যাট মালিক হিসেবে পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি আসলে ওই ফ্ল্যাটের মালিকই নয়। ভুয়ো ফ্ল্যাট মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর থেকেই ওই দুজন উধাও।’ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

ধর্ষণে অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় বারো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর করল উত্তেজিত জনতা। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত শনিবার সকালে গ্রেপ্তার হলেও ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ে, সে নাকি তখনও ধরা পড়েনি।

এরপরই তালাবন্ধ থাকা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। যদিও ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়নি এখনও পর্যন্ত। ধৃত নুরুল ইসলামকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অভিযুক্তের বাড়ির উলটোপাশে অভিযোগকারীর বাড়ি। শুক্রবার রাতে অভিযোগ দায়েরের পর বছর পঞ্চান্নর ব্যক্তিটি চম্পট দেয়। বাড়িতে তখন তার স্ত্রী ও ছেলে ছিলেন। পরদিন সকালে গ্রেপ্তারির খবর পেয়ে তাঁরা চলে যান মাথাভাঙ্গায়। এদিকে, ধর্ষণের অভিযোগ জানাজানি হওয়ার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। গভীর রাতে তাঁরা ফাঁকা বাড়িতে চড়াও হন। দরজা ভেঙে ভেতরে থাকা আসবাবপত্র, খাট ভেঙে তছনছ করেন। অন্য সামগ্রী ফেলে দেওয়া হয় বাইরে। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

সীমান্তে ধৃত অনুপ্রবেশকারী

খড়িবাড়ি, ১৫ জুন : ভারত-নেপাল সীমান্তের আন্তারামজোত এলাকা থেকে রবিবার ফের এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করল এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। ধৃতের নাম হরিশ্চন্দ্র রায়। সে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার মেহেরপুরের বাসিন্দা। চলতি মাসে এই নিয়ে দুইজন বাংলাদেশি নাগরিককে খড়িবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হল।

ধৃত হরিশ্চন্দ্র এক মাস আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে বলে পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে। নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে সে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। বুড়াগঞ্জের চর্নাজোতে রাজমিস্ত্রির কাজ করত। ধৃতের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং বাংলাদেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। কিন্তু তার কাছে পাসপোর্ট, ভিসা ছিল না। অনুপ্রবেশকারীকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেন জওয়ানরা। তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

লজঝড়ে গাড়িতে ডাকাত ধরে কামাল

রাহুল মজুমদার

গজলডোবা, ১৫ জুন : শিবরাম চক্রবর্তী একবার একটা গাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, ওর হর্ন ছাড়া আর সবই বাজে। গজলডোবা ফাঁড়ির গাড়িটি সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়। লজঝড়ে সেই গাড়িতে নতুন করে রংয়ের প্রলেপ পড়েছে কয়েকদিন আগে।

তাই দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঝাঁ চকচকে গাড়ি। ১৫ বছরেরও বেশি পুরোনো সেই গাড়ির টায়ারের অবস্থা খুবই খারাপ। গাড়ি চললে বনেটে ঝনঝন শব্দ হয়। চালু করতে গেলে চালককে আগে বেশ কিছুক্ষণ চাবি ঘুরিয়ে চেষ্টা করতে হয়। কখনো-কখনো আবার ধাক্কাও দিতে হয়। সেই লজঝড়ে টহলদারি ভ্যান শিলিগুড়ি পুলিশের মান বাঁচিয়ে এখন হিরো।

এই গাড়ি নিয়েই ময়নাগুড়িতে এটিএম ডাকাতি কাণ্ডে অভিযুক্তদের বিলাসবহুল গাড়িকে পিছুধাওয়া করেছিলেন গজলডোবা ফাঁড়ির সাব-ইনস্পেকটর কমল সরকার।

চর্চিত পুলিশের গাড়িটি।

যে কারণে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। গাড়ির পরিস্থিতি খারাপ থাকায় পুলিশকে কিছুটা পেছনে পড়ে যেতে হয়েছিল। তবে গাড়ি ভালো থাকলে

চলতি কা নাম

- ১৫ বছরেরও বেশি পুরোনো সেই গাড়ি
- টায়ারের অবস্থা খারাপ
- বনেটে ঝনঝন শব্দ হয়
- চালু করতে গেলে চালককে আগে বেশ কিছুক্ষণ চাবি ঘুরিয়ে চেষ্টা করতে হয়
- কখনো-কখনো আবার ধাক্কাও দিতে হয়

জঙ্গলে ঢোকার আগেই অভিযুক্তরা ধরা পড়ে যেত বলে মনে করছেন পুলিশকর্মীরা। অপরাধীদের ধরতে পুলিশের হাতে ভালো গাড়ি থাকা যে কতটা জরুরি, তা এদিনের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কোনও থানা বা ফাঁড়িতেই পর্যাপ্ত গাড়ি নেই। টহলদারি ভ্যানগুলির পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, কোনওটির বনেটে জং ধরে গিয়েছে। কোনওটির আবার ইঞ্জিন মাঝেই মাঝেই বসে যাচ্ছে। কোনও কোনও গাড়িকে আবার চালু করতে গেলে রীতিমতো কসরত করতে হয়। ধাক্কা দিতে হয়। এমন পক্ষীরাজে চেপেই শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

তবে পুরোনো, লজঝড়ে হলেও সেগুলির কর্মক্ষমতা যে এখনও ফুরিয়ে যায়নি তা প্রমাণ করল গজলডোবা ফাঁড়ির ভ্যান। মাঝরাতে কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন পেয়ে সেই ভ্যান নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এবং শিলিগুড়ি পুলিশের সীমানায় পাহারা দিচ্ছিলেন গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। পাশ দিয়ে হঠাৎ করে ঝড়ের গতিতে একটি সাদা রঙের বিলাসবহুল গাড়ি বেরিয়ে যায়। ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা। গাড়ির সেই গতি দেখেই পুলিশকর্মীরা বুঝে যান, এই সেই গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে টহলদারি ভ্যান নিয়ে ছোটেন তাঁরা।

চালককে বলে দেওয়া হয় হুটার বাজিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালাতে হবে। সেইমতো ওই ভ্যানের চালক সাদা গাড়ির পিছু নেয়।

পুলিশের গাড়ি দেখে ভয় পেয়ে একসময় সোজা জঙ্গলের রাস্তায় চলে যায় দুষ্কৃতীদের গাড়ি। রাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ায় গাড়ি ফেলেই জঙ্গলের পথে রওনা দেয় দুষ্কৃতীরা। অভিযুক্তরা যখন গাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছিল, তখন পুলিশের গাড়িটি ১০০ মিটার দূরে ছিল। পুলিশ পৌঁছাতে পৌঁছাতে অভিযুক্তরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ধরা পড়ে যায় তারা। আর পুলিশের এই সাফল্যে এখন জয়জয়কার সেই পুরোনো গাড়ির।

মহানন্দা-বালাসনের সংগমস্থলে ফুটে উঠেছে পাহাড়। রবিবার। নৌকাঘাটে সূত্রধরের তোলা ছবি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

নকশালবাড়ি, ১৫ জুন : পানিঘাটা রাস্তার কদমা মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক তরুণ। গুরুতর জখম আরও এক তরুণ। মৃতের নাম শিবা ওরাওঁ (২৭)। তিনি নকশালবাড়ি রকমজোত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। জখম অমিত ওরাওঁ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাড়িটির খোঁজ মেলেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : শিলিগুড়ি সিটি অটো অপারেটরস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে ১৩ জনের একটি নতুন কমিটি গঠিত হল। রবিবার দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর সভাকক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রসূন দাশগুপ্তকে সভাপতি, দীপক দেবনাথ ও বিলাস ঘোষ রায়কে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে।

গ্রামীণ রাস্তায় ডাম্পার দৌরাত্ম্যে লাগাম নেই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রবিবার দুপুরে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল বালিবোঝাই একটি ডাম্পার। কয়েক মিনিটের ব্যবধান। ফের আরও একটি ডাম্পার বেপরোয়া গতিতে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। দিনদুপুরে ডাকাতি নয় ঠিকই, নিয়মভঙ্গ তো বটে। গ্রামীণ রাস্তায় বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার ঢুকবে না, স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে প্রশাসনের। এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বারবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অভিযোগ, হয়তো কোনও অজানা কারণে ছবিটা বদলাচ্ছে না বা বদলানোর সদিচ্ছা জাগছে না সংশ্লিষ্ট মহলের। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে দিয়ে দিনভর এমন প্রচুর সংখ্যক ডাম্পার চলাচল করে, এসব কারও নজর এড়ানোর কথা নয়। তাহলে কেন প্রশাসন চুপ? পদক্ষেপ করতে পিছুটান কীসের? উত্তর খোঁজেন দফারফা হয়ে যাওয়া রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী গ্রামবাসী।

কথা হল স্থানীয় অশোক দাসের সঙ্গে। বললেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের আগে হোক বা পরে, এলাকার রাস্তায় সকাল থেকে বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার দাপিয়ে বেড়ায়। রাতে সংখ্যাটি কয়েকগুণ বাড়ে।’

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের মুখে আজব দাবি। মহম্মদ সাহিদের কথায়, ‘পুলিশ-প্রশাসনকে আমরা কিছু বলিনি। এসব তো আমাদের দেখার দায়িত্ব নয়। পুলিশ, বিএলএলআরও দেখবেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রশাসনকে সজাগ থাকতে বলেছেন, তখন আমাদের আর বাড়তি কী বলার রয়েছে?’ প্রধানের যুক্তি, ‘আমরা ডাম্পার আটকালে আবার বলা হবে, ঝামেলা করছি।’ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলেরই কামিনী বর্মন একধাপ এগিয়ে দাবি করলেন, ‘ডাম্পার আটকালে বিরোধীরা বলবে, আমরা টাকা নেওয়ার জন্য এমন করছি।’

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মনের কটাক্ষ, ‘মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, কিছুই দলের নীচুতলার কর্মীরা শোনেন না। তিনি এক কথা বললে, বাস্তবে দেখা যায় হচ্ছে উলটো। আমি এই ইস্যুতে একাধিকবার বিধানসভায় বলেছি। মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি লিখেছি। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে দিয়ে অবাধে ডাম্পার ছোটে।’

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, মাটিগাড়া দিয়ে বয়ে যাওয়া বালাসন নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে বোঝাই করা হয় ডাম্পারে। গ্রামীণ রাস্তা ব্যবহার করে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দিয়ে সুকনা হয়ে জাতীয় সড়কে ওঠে সেসব। পুলিশের নজরকে ফাঁকি দিতেই জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পথ ব্যবহার করেন চালকরা। পাঁচকেলগুড়ি, মোটাজোত, হিমুল ও নিমাইজোতের একটি করে রাস্তা এবং বানিয়াখাড়ি-ত্রিপালিজোতের দুটি রাস্তায় অবাধে চলে ডাম্পার।

গ্রামবাসীর দাবি, ভেতরের বিভিন্ন এলাকায় বালি-পাথর ফেলার পাশাপাশি এদিক দিয়ে অন্য গ্রামে যায় ডাম্পারগুলো। স্থানীয় অজিত বর্মনের কথায়, ‘রাস্তার বিভিন্ন অংশ চওড়ায় কম। মাঝেমধ্যে সেখানে দুটো ডাম্পার মুখোমুখি হয়। তখন আর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না আর যে গতিতে চলাফেরা করে, তাতে দুর্ঘটনার শঙ্কা ভীষণ।’

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বালিবোঝাই ডাম্পার।

ডাম্পারের দৌরাত্ম্যের জেরে রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, অভিযোগ গ্রামবাসী অমর রায়ের। কাকে কী বললে সুরাহা মিলবে, জানেন না অমররা। পুলিশকর্তা প্রতিবারের মতোই আশ্বাসবাণী শোনালেন। শিলিগুড়ির ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বললেন, ‘গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে যদি ভারী গাড়ি যায়, তবে পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।’

বাড়ি বানিয়ে ভারতে সাত বাংলাদেশি

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ জুন : আবার বাংলাদেশিদের নিয়ে বিতর্ক। আবার অবৈধ উপায়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন থাকার অভিযোগ। এবার ঘটনাস্থল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ন্তীরহাট।

সেখানে সুমন্ত রায় নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন সনাতন নমদাস। সুমন্তর পরিবারের সাত সদস্য গত আট-নয় বছর ধরে থাকছেন এখানে। পিতা গণেশ রায়ের সঙ্গে আছেন স্ত্রী লতা, শ্যালক পলাশ, খুড়তুতো ভাই দেবদুলাল। সুমন্ত-লতার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। যথারীতি শংসাপত্র সহ সব নথিই অসৎ উপায়ে তৈরি করার অভিযোগ উঠছে। রবিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, জয়ন্তীর হাট মোড় সংলগ্ন বাজারে স্থায়ী ওষুধ ও মুদিখানার দোকান রয়েছে সুমন্তর। এলাকায় সুমন্তকে অনেকেই ডাকেন বাংলাদেশি ডাক্তার বলে। হাতুড়ে ডাক্তারি করেন বলে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, সুমন্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসার কথা। তাঁর আরও দাবি, তিনি ভারতে নাগরিক হয়ে থাকতে চান। প্রশাসন তাঁকে এখানে নাগরিকত্ব দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিক, এমনই দাবি এই পরিবারের।

গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। ব্লকের বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন সুমন্ত। অর্ণব বলেছেন, সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, সুমন্তর বাড়িতে নিয়মিত আসেন বাংলাদেশিরা। তাঁদের নথিপত্র বানাতে সাহায্য করেন সুমন্ত। এই অভিযোগ তিনি মানতে নারাজ।

বাজারে পা ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৫ জুন : কথায় বলে, ‘ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না’। এই প্রবাদটির বাস্তব রূপ দেখল শীতলকুচি। যে ব্লকে তৃণমূলের বাহুবলী নেতাদের দাপটে টুঁ শব্দটি করতে পারে না বিরোধীরা, সেখানে দিনেদুপুরে বাজারের মাঝখানে এক বিরোধী দলের নেতার সামনে হাঁটু গেড়ে, তাঁর পা ধরে ক্ষমা চাইলেন তৃণমূল নেতার তিন ভাই। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি বাজারে।

এদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা আবু বক্কর সিদ্দিকের পা ধরে ক্ষমা চাইতে দেখা গেল তৃণমূল নেতা সায়ের মিয়াঁর তিন ভাইকে। সায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজদুর সংগঠনের ব্লক সভাপতিও বটে। এদিন তাঁর ভাই জিয়ারুল মিয়াঁ এবং খুড়তুতো ভাই সৈয়ব মিয়াঁ ও যশো মিয়াঁ আবু বক্করের পা ধরে ক্ষমা চেয়েছেন তাঁদের পুরোনো কৃতকর্মের জন্য। এদিন ক্ষমাপ্রার্থনার সময় উপস্থিত বাসিন্দাদের মোবাইলে ছবি না তোলার অনুরোধ করেন তাঁরা।

হঠাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা কেন? এর পিছনে লম্বা কাহিনী রয়েছে। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে গোলেনাওহাটি গ্রামে আবু বক্কর তাঁর স্ত্রীকে বামফ্রন্টের প্রার্থী করেছিলেন। তাতে তৃণমূল নেতার ভাইরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হন। সেসময় একদিন শীতলকুচি বাজারে এসেছিলেন আবু বক্কর। তাঁকে আটকে মারধর করে পা ভেঙে দেওয়া হয়। সেই

শীতলকুচিতে ভিন্ন রূপ তৃণমূলের বাহুবলীদের

ঘটনায় মামলা দায়ের হয় শীতলকুচি থানায়। মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। তারপর গত প্রায় ১২ বছরে শীতলকুচিতে রাজনৈতিক উত্থানপতন হয়েছে অনেক। এসবের মধ্যে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য আবু বক্করের ওপর চাপ দেওয়া হয়। আবু নতিস্বীকার করেননি।

কারণ তাঁর দল ক্ষমতায় না থাকলেও ব্যক্তিগত প্রভাব কমেনি আবু বক্করের। তাঁর দুই ছেলে রাজ্য পুলিশে চাকরিরত। তাঁকে অন্তত হুমকি দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করানো যাবে না, সেটা বুঝেছে তৃণমূল। সেজন্য এই রাস্তা বেছে নিয়েছেন নেতার ভাইরা। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তৃণমূল নেতার ভাইরা আবু বক্করকে মামলাটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আবুর জবাব ছিল, শীতলকুচি বাজারে প্রকাশ্যে তাঁকে মারধর করে পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে। তাই যেখানে তাঁকে মারধর করা হয়েছে, সেখানেই অভিযুক্তরা ক্ষমা চাইলে তিনি বিষয়টি ভেবে দেখবেন। আর আবুর এই শর্তে রাজি হয়ে যান জিয়ারুলরা। রবিবার হাঁটু গেড়ে আবু বক্করের পা ধরে ক্ষমা চান তিন ভাই।

আবু বলছেন, ‘অভিযুক্তরা তাদের ভুলে অনুতপ্ত হয়েছে। আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আদালতে শুনানির পরবর্তী তারিখে মামলা মিটিয়ে নেওয়ার আবেদন জানাব।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 52L 37234 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "একসময় আমি ভালো ভবিষ্যতের জন্য অনেক কঠোর পরিশ্রম করতাম কিন্তু ডিয়ার লটারির টিকিট সেই সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার উপলব্ধি স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমি সর্বদা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার এবং এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য।"

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা কবিতা মন্ডল - কে 22.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মাদকের ঠেক ভাঙল নারীবাহিনী

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৫ জুন : মাদকের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রীতিমতো ‘অ্যাকশনে’ নামলেন গ্রামের মহিলারা। লাঠিসোঁটা নিয়ে মাদকের ঠেক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন প্রমীলাবাহিনী। মাদক সেবনকারীদের আটক করে উত্তমমধ্যম দেওয়া হল। অন্যদিকে, মাদক কারবারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবিতে রবিবার জোড়াই মোড়-বৌবাজার সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভেও শামিল হন মহিলারা।

তাঁদের রণংদেহি মূর্তি দেখে বাড়ি ছেড়ে পালাল মাদক কারবারিরাও। বাড়িতে মাদকের কারবার চালানোর অভিযোগে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য রফিকুল মিয়াঁর সঙ্গে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। গোটা ঘটনায় অসম ঘেঁষা বক্সিরহাটের বালাকুঠি, বৌবাজার এলাকায় সংগঠিত হওয়া মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ অভিযানে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মহিলাদের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসন সবাই এ ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে আছে। তাই মাদকের নেশা থেকে

মাদক কারবারের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে পথে প্রমীলাবাহিনী। রবিবার।

পরিজনদের রক্ষায় হাতা-খুন্তির বদলে তাঁরা লাঠি ও ঝাড়ু হাতে তুলে নিলেন।

এক বাসিন্দা মমতাজ বেগমের কথায়, ‘বাড়িতেই মাদক কেনাবেচার কারবার চালাচ্ছে স্থানীয় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রফিকুল। প্রতিবাদ করায় উলটে আমাদেরই দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। আমরা চাই অভিযুক্তের শাস্তি হোক।’ যদিও মাদক বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করে রফিকুলের বক্তব্য, ‘পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে মারধর করা হয়েছে। এনিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানাব।’ তিনি বর্তমানে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। এদিকে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে তাদের সঙ্গে বচসায় জড়ান গ্রামবাসীরা। পুলিশের তরফে পদক্ষেপের আশ্বাস মেলায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, ‘চলতি মাসে মাদক কারবার চালানোর অভিযোগে ওই এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিনও এলাকায় পুলিশ গিয়েছিল। বালাকুঠি এলাকাতেও পুলিশের অভিযান চলছে।’ নেশার টাকা জোগাতে ছেলেরা ঘরের আসবাবপত্রও বিক্রি করে দিচ্ছে। নেশার ঘোরে বৌ, মাকে মারধর করছে বলে জানালেন আরেক বাসিন্দা জাহিরণ বিবি।

ঝরনার প্রাণ ফেরাতে 'প্রাণধারা'

উদ্যোগ কালিম্পং প্রশাসনের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জুন : উষ্ণায়ন, ভূমিধস সহ নানা কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঝরনা। এর ফলে জলসংকট ক্রমশ বাড়ছে পার্বত্য এলাকায়। ঝরনাগুলির পুনরুজ্জীবনে এবার পাইলট প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। প্রকল্পটির নাম 'প্রাণধারা'। জেলার সমস্ত ঝরনাকে পুরোনো রূপে ফিরিয়ে আনাই এর লক্ষ্য। সম্প্রতি এই প্রকল্পে গরুবাথান ব্লকের দেবীধারা নামে একটি ঝরনার পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়েছে। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রসারী নামে একটি সংস্থা। ঝরনা এবং জীবন ও জীবিকার ওপর এর প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে সংস্থাটি।

এবিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'ঝরনার জলের উৎস শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে উষ্ণায়ন, ভূমিকম্প, ধস, বৃক্ষচ্ছেদন সহ নানা কারণ রয়েছে। সেসব চিহ্নিত করে ঝরনার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে এই প্রকল্প। একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজটি হবে।' তিনি জানান, এর আগে পাহাড়ের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে ঝরনা সংরক্ষণে দিশা দেখিয়েছেন। কয়েকটি স্থানে তা সফলও হয়েছে। এবার জেলাজুড়ে প্রকল্পের কাজ চলবে। এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরকেও কাজে লাগানো হবে।

প্রসারীর দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার টিম লিডার রাজকুমার দাস বলেন, 'এর আগে ঝরনা পুনরুজ্জীবনের মডেল জেলার একাংশে সফল হয়েছে। সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে এই প্রকল্প যে গোটা জেলাকে নতুন দিশা দেখাবে, এনিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

ঠিক কী হবে প্রাণধারায়? প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ঠিক কতগুলি ঝরনা রয়েছে তা নিয়ে একটি সরকারি সমীক্ষা চলছে। তবে আপাতত পেডং, কালিম্পং-২ (লাভা), কালিম্পং-১ ও গরুবাথান এই ৪ ব্লকের ৩০০টি ঝরনার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ওই ঝরনাগুলি কোন এলাকা থেকে প্রাকৃতিকভাবে 'রিচার্জ' বা পুষ্ট হয়, তা হাইড্রো জিওলজিক্যাল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রসারীর কর্তারা জানাচ্ছেন, ২০টি 'রিচার্জ জোন' চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই জোনের মাধ্যমে বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং ঝরনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এখন প্রশ্ন, শুকোতে বসা বা চঞ্চলতা কমে যাওয়া ঝরনায় প্রবাহ স্বাভাবিক হবে কীভাবে? এজন্য কয়েকটি উপায় বাতলেছেন কর্তারা। প্রথমত, যদি কোনও রিচার্জ জোন বৃক্ষচ্ছেদন, নির্মাণ বা ভূমিধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা উন্মুক্ত করে দেওয়া। এতে বৃষ্টির জল সহজে ভূগর্ভে প্রবেশ করতে পারবে। তবে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে বৃক্ষরোপণের ওপর। চলতি মাসে প্রায় ৫০ হাজার গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মূলত পানিসাস, চিলৌনি, লাপচাতে, উটিসের মতো গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া লাগানো হবে ভেটিভার ঘাস। জল সংরক্ষণে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে বন দপ্তরের কালিম্পং ডিভিশন। প্রাণ ধারা প্রকল্পের মাধ্যমে শুকোতে থাকা ঝরনাগুলি প্রাণ ফিরে পাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০২২ সালে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে পেডং ব্লকের কাসিয়ংয়ের ১৯টি ঝোরার পুরোনো রূপ ফেরানো হয়েছিল। আবার ডুকুবে একটি ঝরনা ১৫ বছর আগে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছিল। সেটিতে এখন বছরভর জল থাকছে।

মাছ ধরতে নদীতে জাল। শিলিগুড়ির মহানন্দায়। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

হলদিবাড়ির ৩ তারা

হলদিবাড়ি, ১৫ জুন : ক্রীড়াজগতে ফের হলদিবাড়ির নাম উজ্জ্বল হল। কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়াম ও সল্টলেকের সাই গ্রাউন্ডে গত শনিবার ও রবিবার ৭৩তম রাজ্য মিটে কৃতিত্ব দেখিয়েছে হলদিবাড়ির তিনজন। এদের মধ্যে মাছ বিক্রেতার মেয়ে প্রিয়া বিশ্বাস অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের বিভাগে লংজাম্পে সোনা জিতেছেন। হলদিবাড়ির এই উঠতি প্রতিভাবান অ্যাথলিট পেন্টাথলন ইভেন্টেও ব্রোঞ্জপদক জিতেছে।

প্রিয়ার পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের বিভাগে লংজাম্পে রুপোর পদক জিতেছে হলদিবাড়ির শচীন রায়। অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের হাইজাম্পে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জের পদক জিতেছে হলদিবাড়ির আরেক অ্যাথলিট নয়নদীপ রায়। হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়া। বাবা গোপাল বিশ্বাস পেশায় ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা।বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার কোচিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল প্রিয়া। কোচিং সেন্টারের তরফে প্রসেনজিৎ দত্ত ও বিপ্লবচন্দ্র রায় জানান, গত কয়েক বছর ধরে এই কোচিং ক্যাম্পের অ্যাথলিটরা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করেছে।

অ্যালেনের ভালো ফল

নিউজ ব্যুরো

১৫ জুন : ২০২৫-এর নিট-ইউজিতে চোখধাঁধানো ফল করেছেন অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারা। প্রতিষ্ঠানের ৪ পড়ুয়া সেরা ১০ ও এবং ৩৯ জন পড়ুয়া সেরা ১০০-তে স্থান করে নিয়েছেন। অ্যালেনের মৃণাল ঝা সর্বভারতীয় স্তরে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছেন। মেয়েদের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় হয়েছেন আশি সিং।

অ্যালেনের সিইও নীতিন কুকরেজা জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের ৪ ছাত্র সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মৃণাল ঝা'র অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ৪। কেশব মিত্তল ও ভব্য চিরাগ ঝা-র অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক যথাক্রমে ৭ ও ৮। এছাড়া দশম স্থান অধিকার করেছেন প্রতিষ্ঠানের আরেক পড়ুয়া আরভ আগরওয়াল। অ্যালেনের আশি সিংয়ের সর্বভারতীয় র‍্যাংক ১২। মেয়েদের মধ্যে দেশে তিনি দ্বিতীয়। সিইও আরও বলেন, 'অ্যালেন সর্বোচ্চ মানে বিশ্বাস করে।'

সন্দীপের নাচের স্টেপ 'চুরি'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বক্স অফিসে সফল 'হাউসফুল ৫'। সিনেমার গানগুলোও সুপারহিট। দর্শকদের মনে সাড়া ফেলে দেওয়া থ্রিলার-কমেডি বলিউড সিনেমাটিই এখন আবার বিতর্কের কেন্দ্রে। তবে ওই সিনেমার একটি গানে নাচের ভঙ্গিমা চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন জনপ্রিয় ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর সন্দীপ ব্রাহ্মণ। তিনি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। অভিযোগ, 'লাল পরি' গানে তাঁর অনুমতি না নিয়ে সন্দীপের 'সিগনেচার মুভ' নকল করা হয়েছে।

নাচের সুবাদে সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয় সন্দীপ। ইনস্টাগ্রামে ২৫ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার্স রয়েছে তাঁর। বাড়ি শিলিগুড়ির চম্পাসারির মিলন মোড়ে। 'রোমানিয়া গট ট্যালেন্ট-২০২৩'-এ চ্যাম্পিয়নও হন বছর পঁচিশের এই তরুণ। সেখানেও নিজের সিগনেচার মুভ দেখিয়ে বিচারকদের মন জয় করেছিলেন তিনি। বলিউডের শ্রদ্ধা কাপুর ও বরুণ ধাওয়ানের মতো তারকারা সন্দীপের সেই নাচের তালে সানন্দে শামিল হন। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন সিটি সেন্টার, বিধান মার্কেট, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নাচের

রিল তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করেন তিনি। তাঁর নাচের প্রশংসা করেন অনেকেই।

'লাল পরি' গানে একটি সিগনেচার মুভ রয়েছে। সেখানে অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের টুপি ও শরীরকে একসঙ্গে ঘোরাতে দেখা যায়। প্রায় এক মাস আগে ইউটিউবে মুক্তি পায় 'লাল পরি' গানটি। ইতিমধ্যেই সেই গানের ভিডিও দেখেছেন ১১ কোটি মানুষ। ওই গানের নাচে কোরিওগ্রাফি করেছেন রেমো ডিসুজা। নাচতে দেখা গিয়েছে অক্ষয়কুমার, অভিষেক বচ্চন, রীতেশ দেশমুখের মতো তারকাদের।

নিজের সিগনেচার মুভের প্রসঙ্গে সন্দীপ বলেন, 'মাইকেল জ্যাকসনের ভিডিও দেখে এ ধরনের পপিং ডান্স শিখেছি। তারপর নিজেই একটি সিগনেচার মুভ তৈরি করি।' তাঁর কথায়, 'গানটি রিলিজ করার পর আমার অনুরাগীরা চুরির বিষয়টি আমাকে জানান। কপিরাইট থাকা সত্ত্বেও কেন এমন করা হল জানি না।'

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও সরব হয়েছেন সন্দীপ। যদিও 'হাউসফুল ৫' সিনেমার পরিচালক তরুণ মনসুখানি বলেন, 'এই সিগনেচার মুভ যে সন্দীপ বলে কারও তা আমাদের জানা ছিল না। জানলে আমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।'

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং. WB64-35206 নাম ভুল থাকায় গত 23.05.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bhim Dey Sarkar এবং Vim Dey Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নবাবগঞ্জ বালাসী, দেওয়ানহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115971)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10.06.25 সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Bhupendra Chandra Debnath এবং Bhupendra Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Mrinal Debnath, পেষ্টারঝাড়, পুণ্ডিবাড়ি। (C/115970)

●

আমি Bikash Kumar Banthia, S/o. Late. Jhanwar Lal Banthia, পোঃ ফালাকাটা, জেলা - আলিপুরদুয়ার Affidavit No. 115/25 - 07.01.2025 বলে সংশোধিত করিয়া Bikash Banthia হইলাম। (B/S)

●

আমি Pankaj Pal (পুরাতন নাম), পিতা Dulal Chandra Paul, ঠিকানা - পানবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পিন - 735219, গত 15.05.2025 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং. 8198) দ্বারা Pankaj Paul (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pankaj Paul (নতুন নাম) ও Pankaj Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি। (S/C)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

●

1 bigha land for sale near Naxalbari College. (M) 70028-93302. (B/B)

কর্মখালি

নিউজ পোর্টালে একাধিক রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান, সিনিয়ার সাব-এডিটর, ভিডিও এডিটর চাই। ন্যূনতম স্নাতক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাইনে। মেল করুন 24 June, 2025-এর মধ্যে amudaryamedia@gmail.com, হোয়াটস অ্যাপ - 98324-94941. (C/116817)

●

SIP Abacus Hakimpara looking for Centre Manager. Female Graduate, good communication skill (English, Bengali & Hindi) with computer knowledge (MS Office & Internet) is essential. 1 to 2 years experience in office management should send their bio data @9830310794. Shortlisted candidates will call for the interview. Sunday is a working day (9 am to 7 pmো), others day 11 am to 8 pm. Thursday is a holiday. Salary Rs. 12,000/- to Rs. 15,000/- PM. Freshers shouldn't send their bio data. No call will be entertained.

আপাতত ধাক্কা ব্যবসায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৫ জুন : বর্ষার তিন মাস জঙ্গল বন্ধের নিয়ম তো বহুদিনের। আর এই সময়কালে ডুয়ার্সের পর্যটননির্ভর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে, সেই সমস্যা বহুদিনের। এই সমস্যা মেটাতে বাফার জোনগুলিতে বর্ষার ৩ মাস পর্যটন চালু রাখার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠেছে। কিন্তু লাভ হয়নি।

সোমবার থেকে তিন মাসের জন্য জলদাপাড়া সহ সমস্ত জাতীয় উদ্যানে ভ্রমণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার চালু হবে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে। দীর্ঘ এই তিন মাস বন্ধ থাকবে হাতি সাফারি থেকে শুরু করে কার সাফারি। বন্ধ থাকবে জাতীয় উদ্যানের ভেতর থাকা বন দপ্তরের লজগুলিও।

এই সময় যে কেবল পর্যটন ব্যবসায়ীদের উপার্জন বন্ধ থাকে, তা কিন্তু নয়। সমস্যায় পড়েন জঙ্গল লাগোয়া মাদারিহাটের অন্য ব্যবসায়ীরাও। যেমন কথা হচ্ছিল মাদারিহাটের মুরগির মাংস বিক্রেতা তাপস সাহার সঙ্গে। বর্ষার এই তিন মাস তাঁর উপার্জন কমে যায় বলে জানালেন। কেন? কারণ পর্যটকরা এলে তো হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতেও বিক্রি বেশি হয়। সেই সুবাদে মুরগির মাংসের বিক্রি বাড়ে। তাপসের কথায়, 'জঙ্গল খোলা থাকলে প্রতিদিন প্রায় ২০০ কেজি মুরগির মাংস বিক্রি হয়। আর এই ৩ মাস দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ কেজি বিক্রি হয়।' মাদারিহাটের মাছ বিক্রেতা পবন শা একই কথা শোনালেন। জঙ্গল খোলা থাকলে প্রতিদিন গড়ে ১০০ কেজি মাছ বিক্রি

হয় তাঁর। আর এই তিন মাস সেই তুলনায় চারভাগের একভাগ বিক্রি হয়। পবনের মতোই দুরবস্থা বাকি ১৫ থেকে ১৬ জন মাছ বিক্রেতারও। সবজি বিক্রেতা অভিজিৎ সাহা বিষয়টি স্পষ্ট করলেন। বললেন, 'শুধুমাত্র পর্যটন ব্যবসায়ী নয়, আমাদের সকলের ব্যবসা মূলত এখানকার হোটেল ও লজগুলির ওপর নির্ভরশীল। পর্যটক না এলে আমাদের ব্যবসাতেও তার প্রভাব পড়ে।'

তাই তাঁরাও বিকল্প পর্যটনের কথাই বলছেন। তবে বিকল্প পর্যটন নিয়ে আবার পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবির সঙ্গে বন দপ্তরের আধিকারিকদের কথা মিলছে না। জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস জানালেন, কয়েক বছর আগে বন দপ্তরের সঙ্গে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের একটা মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিংয়েই এই বিকল্প পর্যটন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। জঙ্গল বন্ধ থাকার এই ৩ মাস জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার ব্যবস্থা করা হোক, এমন দাবি তাঁরা জানিয়েছিলেন সেসময়। সঞ্জয়ের মতো পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, ওই বৈঠকে তৎকালীন বনকর্তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন, এলাকা চিহ্নিত করে বাফার জোনগুলিতে জঙ্গল বন্ধের তিন মাস সাফারির গাড়ি চালু করা হবে। যদিও তা আর হয়নি।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় আধিকারিক পারভিন কাশোয়ান অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি যতদিন ধরে জলদাপাড়ায় রয়েছেন, বিকল্প পর্যটন নিয়ে এমন কোনও আলোচনা হয়নি। আর তিনি আসার আগে এমন আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি শোনেননি।

মেদলা নজরমিনারে পর্যটকদের ভিড়।

তিন মাসের জন্য বন্ধ জঙ্গল

লাটাগুড়ি ও চালসা, ১৫ জুন : উত্তরবঙ্গের সমস্ত জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেল। আগামী তিন মাস পর্যটকরা উত্তরবঙ্গের কোনও জাতীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।

প্রতিবছর ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্যপ্রাণীদের প্রজননের মরশুম চলে বলে তিন মাস পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে জঙ্গলে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার মহানন্দা অভয়ারণ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য সহ গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তর্গত নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে আগামী তিন মাস পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারবেন না। রাজ্যের প্রতিটি জঙ্গলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ।

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'জুন থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত সময় বর্ষাকাল, বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ঋতু। তাই এই সময় যাতে বন্যপ্রাণীদের কোনওরকম অসুবিধা না হয়, তাই বহিরাগতদের জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে প্রতিবছরই।'

তাছাড়া জঙ্গলের ভেতরের রাস্তাগুলি কাঁচা থাকায় এই বর্ষার সময় যানবাহন চলাচল করলে আরও খারাপ হবে। তাই সেই বিষয়টাও মাথায় রাখা হয়। রবিবার জঙ্গল বন্ধ হওয়ার আগের শেষ দিনে গরুমারা ও চাপড়ামারির পাশাপাশি লাটাগুড়ির জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

আজ টিভিতে

ক্রাইম ডায়েরি রাত ৯.৩০ **সান বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ ত্রয়ী, রাত ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, ১.০০ অগ্নিযুদ্ধ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৩.৫০ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৬.৩০ গুরু, রাত ১০.০০ কেলোর কীর্তি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বদনাম, দুপুর ২.০০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৪.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ৮.৩০ হৃদয়হরণ বিএ পাশ, ১০.৩০ অঞ্জলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বালুচরী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রণক্ষেত্র

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০০ হমরাজ, দুপুর ১.৩০ পাতিয়ালা হাউস, বিকেল ৪.০০ আইশা, সন্ধে ৬.১৫ কলঙ্ক, রাত ৯.০০ নীরজা, ১১.০০ অকসর

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১.৫১ থাগস, বিকেল ৩.৫৬ রথনম, বিকেল ৫.৫৯ জাগুয়ার, রাত ৮.০০ ভোলাশংকর, ১০.১৬ দ্য গ্রেট ভীরা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ২.৫০ ভামাকালাপম, বিকেল ৫.৩২ দবং-টু, রাত ৮.০০ মিস্টার জু কিপার, ১০.১০ অখণ্ড

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩২ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৪.৪৭ আচার্য, সন্ধে ৭.৩০ জওয়ান, রাত ১০.৫৩ ফুকরে রিটার্নস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪৭ ভিকি ডোনার, বিকেল ৩.৫৭ ঘুমর, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ সলাম ভেঙ্কি, ১১.১৯ বদলাপুর

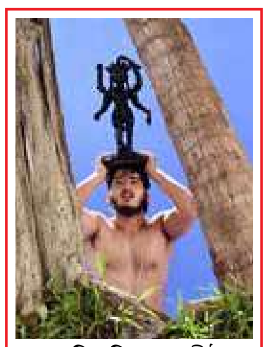

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০

নতুন ধারাবাহিক
দুটি আকাশ আটে

আনন্দী রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

ভারতীয় উপজাতি সমবায় বিপণন উন্নয়ন ফেডারেশন লিমিটেড (ট্রাইফেড)
(উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার)
মুখ্য কার্যালয় ঃ এনএসআইসি বিজনেস পার্ক, এনএসআইসি এস্টেট, ওখলা ফেজ-III, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নতুন দিল্লি-১১০০২০
ওয়েবসাইট ঃ- https://trifed.tribal.gov.in, ইমেল ঃ- tfdmktdiv@gmail.com
ট্রাইফেড TRIFED

ফ্র্যাঞ্চাইজির সুযোগ

ট্রাইবস ইন্ডিয়া হল ভারতীয় উপজাতি সমবায় বিপণন উন্নয়ন ফেডারেশন লিমিটেডের (ট্রাইফেড) দ্বারা প্রচারিত উপজাতীয় হস্তশিল্পের একটি জনপ্রিয় ব্যান্ড, যা ভারত সরকারের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করা একটি সংস্থা। অনন্য হস্তনির্মিত সামগ্রীগুলি সরাসরি উপজাতীয় শিল্পী এবং দল কারিগরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং 'ট্রাইসব ইন্ডিয়ার' নামে দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত আমাদের শোরুমগুলির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। এই সামগ্রীগুলির মধ্যে উপজাতীয় হস্তশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ধাতব কাজ, মৃৎশিল্প, চিত্রকর্ম, গহনা, ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র যেমন, রেশম, তুলা এবং পশম এমনকি বেত এবং বাঁশের তৈরি প্রাকৃতিক পণ্যও অন্তর্ভুক্ত।

এর প্রসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ট্রাইফেড তাদের উপজাতীয় হস্তশিল্পের সামগ্রী বিক্রির জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে ইচ্ছুক অংশীদারদের খুঁজছে। আগ্রহী পক্ষগুলি আমাদের ওয়েবসাইট - https://trifed.tribal.gov.in থেকে এই বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা এর বিকল্প হিসেবে, আগ্রহী পক্ষগুলি ট্রাইফেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে উপরে উল্লিখিত ইমেলের মাধ্যমে অথবা যে কোনও একটি কর্মদিবসে আমাদের কার্যালয়ে সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধে ৬:০০ টার মধ্যে আবেদনপত্র এবং নির্দেশিকা সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন করতে পারবেন।

cbc43104/12/0006/2526 জিএম (আই/সি-মার্কেটিং)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ন্যায্য পাওনা আদায় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : লাগামছাড়া বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। লটারিতে প্রাপ্তির আশা না করাই ভালো। মিথুন : পারিবারিক কোনও কাজে সুনাম পাবেন। পুরোনো বাড়ি কিনে লাভবান হতে পারেন। কর্কট : খুব মেপে কথা বলুন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। প্রেমে শুভ। সিংহ : কাউকে ভালো কথা বলতে গিয়েও অপমানিত হতে পারেন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে জটিল কোনও কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কর্মপ্রার্থীদের শুভ যোগ। তুলা : আপনার রাগের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। ব্যবসায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। বৃশ্চিক : রক্তচাপের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। ধনু : পথেঘাটে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নইলে সমস্যা বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মকর : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কোনও অবাক করা খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : কোনও দামি জিনিস সামলানোর দায়িত্ব নেবেন না। লটারি থেকে অর্থপ্রাপ্তি। মীন : ব্যক্তিগত কোনও আলোচনা বন্ধু মহলে করবেন না। ব্যবসার কারণে বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ জুন, ২০২৫, ১ আহার, সংবৎ ৫ আষাঢ় বদি, ১৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২১। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ১।২৮। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৩৭। বৈধৃতিযোগ দিবা ১০।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ১।২৮ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৪৫ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১১।৩৭ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে – দোষ নাই। যোগিনী – দক্ষিণে, দিবা ১।২৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি – ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ২।৫৯ গতে ৪।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি – ১০।১৯ গতে ১১।৩৮ মধ্যে। যাত্রা – শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ৯।৫২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১।২৮ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ (ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ), রাত্রি ১১।৩৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম – দিবা ১২।২৩ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।২৩ গতে ১।২৮ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৫ গতে ১০।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৩ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ২।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – রাত্রি ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হিলকার্ট রোডে ঝেঁপে বৃষ্টি। মাথা ঢাকতে ব্যস্ত চালক। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

দামে তেতে উঠছে শীতলপাটি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শীতলপাটিকে বাংলার মাটির সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন : চন্দনেরই গন্ধভরা,/ শীতল করা, ক্লান্তি-হরা/ যেখানে তার অঙ্গ রাখি/ সেখানটিতেই শীতল পাটি। তবে কবির কল্পনা আর বাস্তব তো একরকম হয় না। সূর্যের প্রচণ্ড চোখরাঙানিতে তেতেপুড়ে একটু স্বস্তি পেতে রবিবার এসএফ রোডে একট গাছের নীচে বসে কথা বলছিলেন দুই মহিলা। একজন বললেন, 'যা গরম পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ি'। অন্য মহিলা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন 'তা এখন পাবি কোথায়। ঘরে মনে হয় খুব রয়েছে শীতলপাটি। এই গরমে এসব বলে আরও মাথা গরম করাস না'।

গরম সহ্য করতে না পেরে রাগের বশে এমন কথা বলে ফেললেও কথাটি যে আসলে ভুল কিছু নয় তা বোঝা যায় শিলিগুড়ি শহরের বাজার খুঁজে দেখলেই। একমাত্র দশকর্মা ভাণ্ডার ছাড়া আর কোথাও দেখা মিলল না শীতলপাটির। বহু খুঁজলে হয়তো বড়জোর এক-দুটো দোকানে মিলতে পারে। আর দশকর্মা ভাণ্ডারে যে শীতলপাটিগুলো রয়েছে সেগুলোর মূলত চাহিদা থাকে বিয়ের আগে পাটিপত্রের অনুষ্ঠানের সময়।

চাহিদা শুধু **বিয়ের মরশুমে**

এখন শিলিগুড়ির বাজারে বড় শীতলপাটির দাম প্রায় ৯০০ থেকে ১২০০ টাকা

মাঝারি পাটির দাম রয়েছে ৬৫০-৭০০ টাকা

ছোট পাটির দাম ৫৫০-৬০০ টাকা

মূলত বিয়ের মরশুমে শীতলপাটির চাহিদা খানিকটা থাকলেও অন্য সময় বিক্রি কম

তবে একসময় গরম পড়তেই খোঁজ চলত শীতলপাটির। তখন এসি, কুলারের চল ছিল না। বেতে বোনা শীতলপাটি আর তালপাতার পাখার হাওয়া আরাম দিত শরীরকে। বেত দিয়ে তৈরি শীতলপাটি বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অঙ্গ। গ্রামের দিকে এখনও কিছু জায়গায় শীতলপাটির চল থাকলেও শিলিগুড়ির মানুষের কাছে তার প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়েছে।

স্মৃতিচারণ করে দেশবন্ধুপাড়ার সুমিত্রা গোপ বলছিলেন, 'হাতে বুনে পাটি তৈরি করতে দেখেছি। আমার মা নিজেই তৈরি করতেন। জলপাইগুড়ি জেলায় আমার দিদাবাড়ি ছিল। সেখানে গেলেই দিদার সঙ্গে মা নিজেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প করে করে বুনত। কয়েকদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যেত শীতলপাটি। সেই পাটি ফেরার সময় বাড়িতে নিয়ে আসতাম। ভীষণ গরম যখন পড়ত তখন পাটির ওপর ভেজা কাপড় পেতে শুয়ে পড়তাম। ফ্যানের দরকারই পড়ত না। এখন দিদাবাড়িও নেই আর বাজারেও সেসব পাওয়া যায় না।'

মিলনপল্লি এলাকায় আশা দত্ত বলছিলেন, 'শুধু শোয়ার জন্য নয়, ছেলেবেলায় গল্প করতে হলে বা খেলতে হলেও শীতলপাটি বিছিয়ে নিতাম। তবে এখন সেসব ইতিহাস। ১০ বছর আগে মেয়ের বিয়ের সময় মেয়ে-জামাইকে দিতে শেষবার কিনেছিলাম শীতলপাটি। মানুষের এখন ধীরে ধীরে প্রয়োজন ফুরিয়েছে শীতলপাটির। আর যাঁরা কিনতে চান তাঁরা দাম শুনেই ফিরে আসেন। এখন তো শীতলপাটির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে।'

থানা মোড় এলাকায় দশকর্মার সামগ্রীর দোকান রয়েছে কিশোর গুপ্তার। তিনি বলছিলেন, 'এখন সাধারণ দোকানগুলোতে শীতলপাটি পাওয়া যায় না। আমরা রাখি কারণ পাটিপত্রের জন্য অনেকে কিনে নিয়ে যায়। বিয়েতে মেয়ে-জামাইকে দেওয়ার জন্য শীতলপাটি নেয় অনেকে। তাছাড়া ঘরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেউ আর শীতলপাটি কেনে না।' তিনি বলেন, 'এখন দামও অনেক বেড়ে গিয়েছে। বড় শীতলপাটির দাম প্রায় ৯০০ থেকে ১২০০ টাকা, মাঝারি পাটির দাম রয়েছে ৬৫০-৭০০ টাকা, ছোট পাটির দাম ৫৫০-৬০০ টাকা।'

থানা মোড়েরই আরেক ব্যবসায়ী দেবাশিস দে বলেন, 'এখন তো আগের মতো গ্রামগুলিতে ঘরে ঘরে শীতলপাটি তৈরি হয় না। কারিগর যাঁরা তৈরি করেন তাঁদেরও একটা পাটি তৈরি করতে প্রায় আড়াই-তিন দিন লেগে যায়। তাঁদের মজুরি রয়েছে। সব মিলিয়ে দাম এত বেড়ে গিয়েছে যা সাধারণ মানুষ আর কিনতে চায় না। এছাড়াও ঘরে ঘরে এখন এসি, কুলার রয়েছে। দরকারও হয়তো পড়ে না।'

দেবাশিস বলছিলেন,'অনেকে ঘর সাজাতে এখন পাটি ব্যবহার করেন। তবে সেই পাটিগুলো ডুয়ার্স থেকে অনেকটা কমদামে নিয়ে আসা হয়। ওই পাটিগুলো ঘরসজ্জার জন্য তৈরি হয় বলে একটু হালকা ও দামেও কম হয়। তবে পাটি দিয়ে ঘরসজ্জার প্রচলনটা মূলত পাহাড়েই দেখা যায়।'

বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী শান্তনু সাহাও বলছিলেন, 'কোচবিহার থেকেই শীতলপাটি আসে। খুব বেশি রাখি না। ৫-৬টা তুলি, শেষ হলে আবার রাখি।'

দশকর্মার দোকান ছাড়া অনলাইনেই মিলতে পারে শীতলপাটি। তবে সেখানেও দাম ঊর্ধ্বমুখী। স্থানীয় হাটগুলোতে একসময় শীতলপাটি পাওয়া গেলেও এখন সেখানেও আর সেভাবে দেখা মেলে না। দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়ে নাম করে নিলেও দেশেই এখন অনেকে নাম ভুলতে বসেছে শীতলপাটির।

গরমে রক্তদান শিবির করতে গিয়ে নাকাল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : বেশ গরম পড়েছে। তাই রক্তদান শিবিরের জন্য রক্ত সংগ্রহের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চেয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চিঠি দিয়েছিলেন আয়োজকরা। ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই গাড়ি পাঠানোর বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছিল। কিন্তু রবিবার শিবিরের দিন কাঠফাটা গরমের মাঝে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়, পুরোনো একটি গাড়ি নিয়ে পৌঁছোলেন ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা।

এদিন শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় ২ নম্বর রাস্তায় স্থানীয় তরুণবৃন্দ দুই বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির যেহেতু অর্ডার দেওয়া আছে, তাই খুব বড় প্যান্ডেল আয়োজকরা করেননি। খুব বেশি ফ্যানও রাখা হয়নি। কিন্তু সেই গাড়ি না পেয়ে

মিলল না এসি গাড়ি

আয়োজকদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় রক্তদাতাদের জন্য বেড পাতার ব্যবস্থা করতে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় জনা পনেরোর মতো তরুণ সেসবের ব্যবস্থা করেন। দিন শেষে গরম উপেক্ষা করে ২৮ জন রক্তদান করেন।

আয়োজকদের তরফে নীলাভ্র দে বলেন, 'সরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট থাকে। তাই মেডিকেলে রক্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আমাদের আগাম জানিয়ে দিলেই হত। বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে আবেদন করলে হয়তো এত ঝক্কি পোহাতে হত না।' যদিও ব্লাড ব্যাংকের অধিকর্তা মৃদুময় দাস বলেন, 'এসি গাড়ির ব্যাটারির সমস্যা হয়েছে। সে কারণে এদিন সেটি স্টার্ট করা যায়নি। সোমবারের মধ্যে সেটি ঠিক করা হবে।'

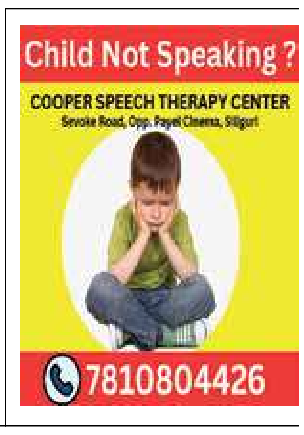

চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : আশিঘরের নরেশ মোড়ে শুরু হয়েছে চোরের উপদ্রব। পরপর চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। চোর সন্দেহে তিনজনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

শুক্রবার রাতে নরেশ মোড়ের তেলিপাড়ায় একটি বাড়ি থেকে মোবাইল এবং আরেকটি বাড়ি থেকে সাইকেল চুরি হয়েছিল। তারপর শনিবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দা লিপন পালের বাড়িতে চুরি হয় বলে অভিযোগ। লিপন জানান, তাঁদের বাড়ির ছাদে দোকানের কিছু জিনিস রাখা ছিল। সেসব চুরি হয়েছে।

সেই ঘটনার পর শনিবার রাতে চোর সন্দেহে একজনকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবিবার দুপুরেও চোর সন্দেহে দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তার তদন্ত করছে পুলিশ। বাসিন্দারা পুলিশের কাছে টহলদারির দাবি জানিয়েছেন।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রবিবার ১৫৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও আড়াই লক্ষ টাকা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল গোয়েন্দা বিভাগ (ডিডি)। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম বাপি সিংহ। সে মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

ডিডি সূত্রে খবর, এদিন রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, এক ব্যক্তি ব্রাউন সুগার নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে আসছে। এরপর চাঁদমণি এলাকায় নাকা চেকিং করার সময় সন্দেহ হওয়ায় একটি স্কুটারকে দাঁড় করায় ডিডি। এরপর ওই স্কুটারের ডিকি খুলতেই বাজারের ব্যাগে প্যাকেটে ১৫৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও আড়াই লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। এরপরই স্কুটারচালক বাপিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, অভিযুক্ত ব্রাউন সুগারের কিছুটা বিক্রি করে সেই টাকা সহ বাকিটা সে বিক্রির জন্য শহরের দিকে আসছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদক পাচারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এমনকি এর আগেও জেল খেটেছে ওই ব্যক্তি।

পথ দুর্ঘটনা

ইসলামপুর, ১৫ জুন : রবিবার রাতে ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চার চাকা গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। জখমদের স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জখম দুই বাইক আরোহীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওভারটেক করার সময় চার চাকা গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও চার চাকার গাড়ি পুলিশ আটক করেছে।

পথসভা

ইসলামপুর, ১৫ জুন : রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রবিবার ইসলামপুর পুর টার্মিনাসের সামনে পথসভা করে ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য সামি খান বলেছেন, 'আগামী ২১ থেকে ২৩ জুন বহরমপুরে রাজ্য সম্মেলন হবে। তা সফল করতেই এই পথসভা। ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকেই রাজ্য সম্মেলনকে ঘিরে কর্মসূচি চলছে।'

জেলা সভাপতির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে আড়ি

রহস্যময়ীর নামে থানায় নালিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : এক রহস্যময়ী এবং তাঁর পোস্টকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হতেই রবিবার শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলের চিফ হুইপ শংকর ঘোষ। পাশাপাশি এদিন বিধান রোডের একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি দাবি করেন, ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর একবারই দেখা হয়েছিল। এর বাইরে তিনি ওই মহিলাকে চেনেন না। পাশাপাশি মহিলা নিজেকে বিজেপি আইটি সেলের সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও যোগ করিয়েছিল বলে স্বীকার করেছেন শংকর।

তিনি দাবি করেন, গ্রুপে যোগ হওয়ার পর ওই মহিলার পদ নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় খোঁজখবর করে তিনি ওই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপর ওই মহিলাকে তিনি ব্লক করে দিয়েছেন বলে দাবি করে বলেন, '২০২২ সালের পর থেকে ওই মহিলার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই।'

শংকর ঘোষের সোশ্যাল মিডিয়ায় ২০২৩ সালে একের পর এক পোস্টে স্বর্ণালী মজুমদার নামে ওই মহিলাকে ট্যাগ করা রয়েছে। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁকে কালিমালিপ্ত করতে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ শংকরের। অন্যদিকে, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শংকর এদিন থানায় অভিযোগ জানালেও অভিযোগপত্রে অভিযুক্তের নাম একেক জায়গায় একেক রকম লিখেছেন। কোথাও লিখেছেন স্বর্ণালী মজুমদার। আবার কোথাও লিখেছেন সোনালী মজুমদার। তবে কি তিনি কাউকে বাঁচাতে চাইছেন, এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শংকরের বক্তব্য, 'আমি এসবের সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নই। নির্বাচনের আগে আমাকে বদনাম করতে কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই সমস্ত কাজ করছে। আমি বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে রাজ্য সভাপতি সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়েছি। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে এই আশা রাখছি।'

> আমি এসবের সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নই। নির্বাচনের আগে আমাকে বদনাম করতে কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই সমস্ত কাজ করছে। আমি বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে রাজ্য সভাপতি সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়েছি। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে এই আশা রাখছি।
>
> – **শংকর ঘোষ** *বিধায়ক*

অন্যদিকে, শংকর এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করলেও দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির পদাধিকারীদের তাঁর সঙ্গে দেখা যায়নি। বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়ে আমার জানা ছিল। তবে বিধায়ককে কোনও অনুমতি নিতে হয় না।' এই ঘটনা সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা পায় বিধায়ক এদিন রাতেই তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে জেলা সভাপতি অরুণ মন্ডলকে সরিয়ে দেওয়ায়।

সম্প্রতি স্বর্ণালী মজুমদার নামে এক মহিলার ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেল অ্যাকাউন্ট থেকে শিলিগুড়ির এক তরুণীর ছবি এবং শংকর ঘোষের ছবি পাশাপাশি বসিয়ে পোস্ট করা হয়। সেই পোস্টে লেখা হয় তরুণী প্রস্টিটিউশন মামলায় মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শিলিগুড়ির এক মহিলা এই র‍্যাকেট চালান এবং তিনি শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে পোস্ট করা হয়। সেই ঘটনার পর ওই মহিলা বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি দীপঙ্কর অরোরাকে জড়িয়ে একের পর এক পোস্ট করে যাচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই রবিবার শিলিগুড়ি এসে মহিলার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে শংকর দাবি করেছেন, ওই মহিলা নিজেকে আইটি সেলের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা বাড়িয়েছিল। শংকরের আরও দাবি, ওই মহিলাকে সন্দেহজনক মনে হতেই তিনি খোঁজ করে জানতে পারেন মহিলা বিজেপির কোনও পদে নেই। এরপরেই তিনি মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন।

প্রশ্ন উঠছে প্রথমেই যখন মনে হয়েছিল ওই মহিলা মিথ্যে কথা বলছেন, তখন কেন পদক্ষেপ করা হল না। কেনই বা বিষয়টি কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বকে জানানো হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যদিও শংকরের দাবি, তিনি সেই সময়েই বিজেপির রাজ্য স্তরের এক নেতাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

প্রাথমিক স্কুলে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : বাগরাকোটের জগদীশ বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক স্কুলে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ উঠল। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা জানাজানি হয়। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জানায়। এদিন সন্ধ্যায় সেই স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, ক্লাসরুমের মেঝেতে বিভিন্ন বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড স্কুল। আক্ষেপ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় জানিয়েছেন, ক্লাসঘর, মিড-ডে মিলের ঘর, এমনকি বাচ্চাদের খাওয়ার জলের ট্যাংকও নষ্ট করেছে দুষ্কৃতীরা। তবে কে বা কারা এমন করল, সে ব্যাপারে স্থানীয়রাও কিছু বলতে পারছেন না।

গরমের জন্য গত শুক্র ও শনি, দু'দিন স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছিল। সোমবার থেকে আবার ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কথায়, 'স্কুলের মিড-ডে মিল রান্না করেন যিনি তিনি এদিন সন্ধ্যায় আমাকে বাড়িতে গিয়ে জানান যে স্কুলের গেট খোলা রয়েছে। তড়িঘড়ি আমি স্কুলে এসে দেখি লন্ডভন্ড অবস্থা। গুরুত্বপূর্ণ হলিস্টিক কার্ডও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি শিলিগুড়ি থানায় জানিয়েছি।'

বিগত কয়েক বছরে বহুবার এই প্রাথমিক স্কুলটির সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কখনও স্কুলের ক্লাসঘরে মদের বোতল পড়ে থাকে, কখনও আবার সিগারেটের টুকরো পাওয়া গিয়েছে। এদিন স্কুলের এই অবস্থা দেখতে পান মিড-ডে মিলের রাঁধুনি স্থানীয় বাসিন্দা জ্যোৎস্না সরকার। বলেন, 'স্কুলের গেট খোলা এবং জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে আমি প্রধান শিক্ষিকার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তাঁকে সব জানিয়েছি।'

এব্যাপারে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'স্কুল বন্ধ থাকলে নেশার জন্য অনেক দুষ্কৃতী এখানে ঢুকে পড়ে এরকম কাজ করে। নজরদারি বাড়ানোর জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।'

স্থানীয় কাউন্সিলার তথা স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় শর্মা জানিয়েছেন, ওই স্কুলে মাঝেমধ্যেই এধরনের ঘটনা ঘটে। পুলিশকে পুরো এলাকায় নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে কে বা কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে।

সম্মাননা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে আনসিন মুভিং আর্কাইভস ফিল্ম ফেস্টিভালের উদ্বোধনী সংস্করণের। এদিন মোট ১৩টি সিনেমা দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মুনমুন সেন। রবিবারের অনুষ্ঠান থেকে ভারতীয় সিনেমায় অবদান এবং বিশিষ্ট কর্মজীবনের জন্য তাঁকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের ডাকে জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা করা হল। সভায় আগামীদিনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : শিলিগুড়ি সমব্যথী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে সূর্যনগর এলাকায় নিমের চারা রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমুদ্র বিজ্ঞানী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী। বাড়ির ছাদে নিমের বীজ থেকে চারা তৈরি করেন মাখন ঘোষ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯ সংখ্যা, সোমবার, ১ আষাঢ় ১৪৩২

ভাতায় কোন সুরাহা!

গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের ভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একটি প্রশ্ন শোরগোল ফেলে দিয়েছে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর কাছে বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, একইভাবে বাকি বেকারদের জন্য সরকার কিছু ভেবেছে কি না? বিচারপতির সেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত অ্যাডভোকেট জেনারেল বারবার আদালতে বিড়ম্বনায় পড়েন সেদিন।

হাইকোর্টের বিচারপতির সুরে আমজনতারও প্রশ্ন, রাজ্যের বেসরকারি সংস্থাগুলোতে রোজ কতজনের চাকরি চলে যাচ্ছে, তাঁরাই বা তাহলে সরকারি ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? তাঁদের কথা কি একবারও মনে হয় না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের? সংসার চালাতে সদ্য চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দিনমজুরের কাজ করতে শুরু করেছেন।

কেউ সবজি নিয়ে বসছেন হাটে। কেউ বা আট-দশ হাজার টাকার চাকরি জোগাড়ের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত ৩ এপ্রিল শীর্ষ আদালত ২০১৬ প্যানেলের ২৫,৭৫২ জনের চাকরি বাতিলে হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একজনেরও যাতে চাকরি না যায়, সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন। তারপর রাজ্যের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট অযোগ্য চিহ্নিত নন- এমন শিক্ষকদের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে কাজ করা ও বেতন পাওয়ার অধিকার দিয়েছে।

তবে এসএসসি'র নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ২০২৬-এর জানুয়ারি থেকে সেই অধিকার আর তাঁদের থাকবে না। সুপ্রিম কোর্টের পরপর দু'বারের নির্দেশে শিক্ষকদের সম্পর্কে এত কিছু বলা হলেও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্যই করা হয়নি। শিক্ষাকর্মী নিয়োগে এতটাই নাকি দুর্নীতি হয়েছিল যে তাঁদের একজনকে চাকরিতে বহাল রাখতে রাজি হয়নি সর্বোচ্চ আদালত!

অথচ শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে কেউ যোগ্য আছেন কি না, জানার উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, যতদিন না সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে, ততদিন রাজ্য সরকার গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের যথাক্রমে মাসিক ২৫,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে ভাতা দেবে। সেই ভাতা দেওয়া শুরু হলেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট যাঁদের চাকরি বাতিল করেছে, সেই শিক্ষাকর্মীদের জন্য ভাতা দেওয়ার অর্থ আদালতের অবমাননা।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাকর্মীরা এই মাসিক ভাতার বিনিময়ে রাজ্যকে কী পরিষেবা দেবেন? প্রশ্ন ছিল, এই ভাতা কতদিন চলবে? রিভিউ পিটিশনের নিষ্পত্তি পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করা হয়, তাহলে তো একটার পর একটা আরও পিটিশন জমা পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই ভাতার ছড়াছড়ি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রেনে বলাবলি হচ্ছে, ডানলপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার এত বছর পরেও রাজ্য সরকার ওই সংস্থার কর্মীদের মাসে ১০,০০০ টাকা করে ভাতা দিচ্ছে। চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে রাজ্যে সব বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, অসংখ্য বেকার, বেসরকারি সংস্থার হাজার হাজার ছাঁটাই কর্মী কী দোষ করলেন? তাঁদের কষ্টের কথা ভেবেও কি কোনও পদক্ষেপ করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর?

অর্থনীতি অবশ্য মনে করে, ভাতা-অনুদান দেওয়াটা আদৌ কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। রাজ্যে যেখানে নতুন শিল্প নেই, কলকারখানা বন্ধ, বেকারত্বের চেহারা ভয়াবহ, সেখানে জনগণের করের টাকায় বছরের পর বছর ভাতা-অনুদান দিয়ে যাওয়া নিয়ে তাই সংগত প্রশ্ন উঠে থাকে। এতে তো গরিবি ঘুচবে না। বেকারদের কর্মসংস্থানও হবে না। বেকারত্বের স্থায়ী সমাধান তো দূরের কথা। উলটে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে উঠবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করেন। সেই কর্মবিমুখতা যে আজ রাজ্যের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়, তা কে না জানেন।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

লস অ্যাঞ্জেলেস যখন বিতর্কের আগুনে

হলিউডের ছবি নয়, লস অ্যাঞ্জেলেস বিশ্বের নজরে অবৈধ অভিবাসীদের বিপ্লবের জন্য। পরিস্থিতির দুইদিক চর্চায়।

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের বাড়ির বাগানে কাজ করতে আসে যে ছেলেটি, সে মেক্সিকান। আমার ঘর পরিষ্কার করতে আসেন যে মহিলাটি, তিনি কিউবান। নাম মারিয়া। নতুন বাড়ি কেনার পর আসবাবপত্র, ফুলের টব যত্ন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল যে ছেলেটি, তার নাম ওর্তেগা। আদতে বাড়ি গুয়াতেমালায়।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যেক বছর লস অ্যাঞ্জেলেসের সব দুর্গাপুজোয় পরিশ্রমের কাজগুলো করে দেন যাঁরা, তাঁরা হয় মেক্সিকান নয়তো পুয়ের্তো রিকোর তরুণ। ওঁদের মধ্যে খুব পরিচিত একটি নাম 'হোসে'। তাই মেক্সিকান তরুণদের প্রতিশব্দ হিসেবে আমাদের মধ্যে 'হোসে' ব্যবহার করাটা এক রকম চল হয়ে গিয়েছে।

এত কথা মনে হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসের অবৈধ অভিবাসী সমস্যা নিয়ে লিখতে বসে। এখানে যে অভিনব প্রতিবাদ চলছে, তার রেশ সারা পৃথিবীতে এখন। ক'দিন আগেও কেউ ভাবতে পারেননি, এমন পরিস্থিতি হতে পারে আমেরিকার এত নামকরা শহরে। সবাই তো ভাববেন, হলিউডের শহরে আর যন্ত্রণার কী? এই প্রতিবাদীদের মধ্যে যেমন মেক্সিকানরাই সংখ্যায় বেশি, তেমনই আমাদের মতো লস অ্যাঞ্জেলেসবাসীদের প্রতিদিনের জীবনেও কিন্তু মেক্সিকানরাই সব থেকে বেশি জড়িয়ে। তাঁরা আমাদের কাজের এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ।

পরিশ্রমের কাজ ছাড়াও আরও একটি দারুণ মেক্সিকান আকর্ষণ আছে আমাদের জন্য। বাইরে গেলেই আমরা সবসময় ঘাড় ঘুরিয়ে মেক্সিকান রেস্তোরাঁ খুঁজি। ঝাল সালসা, সবুজ গুয়াকোমোলা দিয়ে এনচেলাডা, কিসেডিলা, বুরিতো, টাকো আমাদের মন জয় করে রেখেছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে মেক্সিকান খাবারের জনপ্রিয়তা এক নম্বরে। আমরা বাড়িতেও সালসা, কিসেডিলা বানাতে শিখে গিয়েছি।

এই যে প্রতিবাদ চলছে অভিবাসন নিয়ে, সেখানে প্রতিবাদীদের মধ্যে মেক্সিকান ছাড়াও আছেন 'ল্যাটিনো'রাও। যাঁরা মূলত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অথবা ক্যারিবিয়ান দ্বীপের মানুষ। তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার।

কিন্তু এর পাশাপাশি এবার অন্যদিকে তাকাই। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়?

বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের সঙ্গে গা লাগিয়ে আছে এমন একটি দেশ, যেখানে আছে চূড়ান্ত অসাম্য, হিংসা ও দারিদ্র্য। মেক্সিকোর কথাই বলছি। এ ছাড়া এল সালভাদর, কিউবা, কোস্টা রিকা, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাসের মতো ল্যাটিনো অনুন্নত দেশগুলোও খুব বেশি দূরে নয়। এসব দেশের বেশিরভাগ মানুষের পেটে খাবার নেই, চাকরির সুযোগ নেই। কিন্তু ড্রাগসের ব্যবসা, নারী পাচার ও খুনোখুনি লেগেই আছে। মারাত্মক সব ড্রাগস ডিলারদের রাজত্ব চলে সেখানে।

তাই ওর্তেগা, হোসের মতো বা আমার গার্ডেনার ফার্নান্দোর মতো হাজার হাজার মানুষ মরুভূমি, নদী, পাহাড় পেরিয়ে আমেরিকা আসে। কারণ দেশে থাকলে হয় খুন হত, নয়তো না খেয়ে মরত। ফার্নান্দো বৌকে আনতে পারেনি। ছ'মাস হল ছেলে হয়েছে। তাও দেখতে যেতে পারেনি। কেন জানতে চাওয়ায় বলল, 'আমার তোমার মতো লাইসেন্স, আইডি কিছু নেই। দেশে একবার গেলে আবার এখানে ফেরা সমস্যা হবে। একে তাকে দিয়ে বাড়িতে ডলার পাঠিয়ে দিই। সেটাই আমার কাছে অনেক।'

আসলে এরা সবাই জানে, কোনওভাবে আমেরিকায় ঢুকতে পারলেই জীবনটা চট করে অনেকটা ভালো হয়ে যায়। বিশেষ করে লস অ্যাঞ্জেলেস যখন স্যাংচুয়ারি শহর। সেটা কী? পরে আসছি সেকথায়।

এ কথা সত্যি যে, আমেরিকায় কৃষিকাজে, রাস্তা, বিল্ডিং তৈরিতে সস্তা শ্রমিকের চাহিদা অনেক। আমার এক পরিচিত কনট্রাক্টর বলেছিল, 'ডকুমেন্ট নেই, এমন ছেলেরা ছাড়া কাজ এগোয় না। তারা দিনের পর দিন সস্তায় সব করে দেয়।' এটাই অবৈধ শ্রমিকদের টেনে আনে। ওঁদের জন্যই আমরা ভারতীয়রাও বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে অথবা বাচ্চার জন্মের পর সহজেই সারাদিনের জন্য আয়া রাখতে পারি। তাই আমেরিকা কিছু সংখ্যক শ্রমিকের অবৈধ প্রবেশে বাধা দেয় না।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। যেখানে অভাব, অশিক্ষা থাকে, সেখানেই বাড়ে অপরাধ। এটা দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি। মেক্সিকো সমেত ল্যাটিনো দেশগুলো থেকে যে গরিব মানুষেরা আসে, তাদের দিয়ে বড় বড় ড্রাগস ডিলাররা আমেরিকাতে ব্যবসার প্রসার ঘটায়। নারী পাচার করে। এ ছাড়া ওরা নিজেরাও মারামারি, খুনোখুনি করে।

দুজনকে বাগান পরিষ্কার করার জন্য ডাকলে যদি তার বদলে দুশোজন বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং মারামারি করে, ড্রাগস খায়, তখন আমরা কী করব? আমরা কি সবার থাকার জন্যে আমাদের বাকি সব ঘর খুলে দেব? আমরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়িতে তালা লাগাই। আজকাল তো ক্যামেরাও বসাই। যাতে অচেনা, অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকে না পড়ে। এসি চালিয়ে দরজা, জানলা বন্ধ করার সময় কি ভাবি, বাইরে কে কে গরমে কষ্ট পাচ্ছে?

তবে দেশের ক্ষেত্রে তা নয় কেন? আমেরিকায় ইতিমধ্যেই এই অবৈধ অভিবাসীরা ড্রাগসকে অনেকটা ছড়িয়ে দিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে অপরাধের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে। সরকার খুবই চিন্তিত। প্রশ্ন করবেন, অভিবাসী সমস্যার কারণ কী? সস্তার শ্রমিকের প্রয়োজন। ল্যাটিন আমেরিকার দারিদ্র্য ও হিংস্রতা। দীর্ঘ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া ও স্যাংচুয়ারি সিটি নীতি।

এবার বলি, স্যাংচুয়ারি সিটি কী? ওই যে, আমেরিকা যেসব সস্তা অবৈধ শ্রমিকদের ঢুকতে দেয়, যাদের জন্য আমাদের মহিলাদের আর নিজে হাতে ঘরের কাজ করতে হয় না, তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় যেসব শহর, তাদের বলা হয় 'স্যাংচুয়ারি সিটি'। লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক সিটি, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো হল স্যাংচুয়ারি সিটি। যাদের ঢুকতে দেয়, তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধের অন্য নামও বলা যায়।

যেহেতু এরা অবৈধভাবে আসে, তাই এরা সব সময় শঙ্কিত থাকে। ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পায়। স্কুলেও যায় না। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। কিন্তু ভয়ে পুলিশ ডাকে না, যেহেতু এদের বৈধ কাগজপত্র নেই। ফলে অপরাধ বাড়তে থাকে, যা পুরো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। তাই এদেরও কিছু শিক্ষা, চিকিৎসা, আইনের সহায়তা দেওয়া উচিত -- এই ভাবনা থেকেই স্যাংচুয়ারি সিটির জন্ম।

স্যাংচুয়ারি সিটিতে কোনও অভিবাসী যদি ডাক্তার, স্কুল অথবা পুলিশের কাছে যায়, তবে তাকে পরিচয়পত্র দেখাতে হয় না। কেউ তাদের অভিবাসন স্ট্যাটাস জানতে চায় না। কিন্তু অপরাধ করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

অনেক ল্যাটিনো আইনানুসারে আমেরিকায় আসেন এবং পড়াশোনার পাশে নানা ধরনের চাকরি করেন। আমার অনেক সহকর্মী আছেন, যাঁরা ফিলিপিনো, মেক্সিকান, চিলিয়ান। যাঁদের জীবনযাত্রা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্য আমেরিকানদের কোনও পার্থক্য নেই।

তাহলে প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি এই বন্যার মতো অনুন্নত ও পরিচয়হীন মানুষের প্রবেশ কীভাবে সামলানো সম্ভব? মেক্সিকো, পানামা, নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি হলে সেখানকার মানুষ নিজের দেশ ছেড়ে জীবন বিপন্ন করে সীমান্ত পেরোতে চাইবে না। কৃষি ও নির্মাণের কাজে যতটা শ্রমিক দরকার, তাঁদের স্বীকৃত অস্থায়ী শ্রমিক ভিসা চালু করতে হবে। সবাই অবৈধ হয়ে আসবে কেন? কিছু আইনসংগত রাস্তা খুলে দিক সরকার।

আর দরকার প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে আরও নজরদারি বাড়ানো। আমি সান ডিয়েগোতে গিয়েছিলাম। তিজুয়ানা আর সান ডিয়েগোর সীমান্ত দেখেছি। অনেক অংশে এখনও পাহারা নেই। রাতে ফাঁক গলে সহজেই চলে আসা যায়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে যেমন কাঁটাতারের বেড়া না থাকলে হয়।

আমেরিকাতেও একই ব্যাপার। রাজ্য সরকার ও ফেডেরাল সরকারের মতবিরোধ এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখছে। রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশকে অবাধ রাখতে চায়। কিন্তু ফেডেরাল সরকার ড্রাগস, নারী পাচারের কথা ভেবে, দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কড়া নীতি প্রয়োগ করতে চায়। এই দ্বন্দ্বও পরিস্থিতিকে সাময়িক জটিল করে তুলেছে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)

আজ

১৯২৫

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনাবসান হয় ১০০ বছর আগে আজকের দিনে।

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

আলোচিত

ভারত আর পাকিস্তানকে আমি যেমন শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য করেছিলাম, ইজরায়েল-ইরানের ক্ষেত্রে তাই করতে চাই। এদের চুক্তি করতেই হবে। ভারত-পাকিস্তানের চুক্তির ক্ষেত্রে আমি আমেরিকার সঙ্গে ওদের ব্যবসার ব্যাপারটা ব্যবহার করেছিলাম। এখানেও এমন হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

বিষাক্ত সাপের মুখে চুমু। টি-শার্ট, হাফ প্যান্ট পরা ব্যক্তি হাতের বিড়িতে টান দিয়ে গলায় জড়ানো বিষাক্ত সাপের মাথাটি ধরে নিজের জিভটি বাড়িয়ে দেয়। চুমু খেতে গেলে কামড় দেয় সাপ। হাসপাতালে ভর্তি তরুণ।

ভাইরাল/২

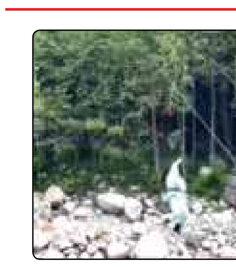

মহারাষ্ট্রের ১২ বছরের কিশোরী মা-বাবার সঙ্গে মানালি গিয়েছিল। সেখানে জিপলাইন রাইড করছিল। হঠাৎ হারনেসের দড়ি ছিঁড়ে যায়। গভীর খাদে গিয়ে পড়ে মেয়েটি। কয়েক জায়গায় আঘাত লাগলেও অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তার বাবা।

জনমন জনমত

গরম থেকে বাঁচতে গাছ লাগান

এবছর জুন মাসে শিলিগুড়ি এবং তার আশপাশের শহরে যে ভয়ংকর গরম পড়েছে সেরকম গরম বেশ কয়েক বছরের মধ্যে পড়েনি। শুধু সমতলই নয়, পার্বত্য এলাকার শহরগুলিও এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অসুবিধায় পড়েছে। বিশেষত দিনেরবেলায় উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অনেকটাই গরম অনুভূত হচ্ছে। যাইহোক, বৈজ্ঞানিকরা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে সতর্ক করে দিলেও আমরা তাঁদের কথা সেভাবে কি মানছি?

বৃক্ষরোপণের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে বৃক্ষচ্ছেদন, গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল- সর্বত্র একই ছবি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নগরায়ণের জন্য প্রকৃতি তার স্বাভাবিক ছন্দ হারাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই যদি তাদের নিজস্ব বসতবাড়ির কাছে কয়েকটি করে গাছ লাগায় তাহলে পরিবেশের উষ্ণতা সামান্য হলেও কমবে। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়কের পাশে যেখানে যেখানে সম্ভব গাছ লাগানো অবশ্যই দরকার। বিষয়টি নিয়ে সরকার এবং জনসাধারণ চিন্তাভাবনা করলে উষ্ণতার হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যাবে।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সহজ হোক খাজনা আদায়

কৃষি ও বাস্তুজমির খাজনা আদায়ের নবীকরণ পদ্ধতি এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু সেই প্রথা ভীষণ জটিল। তিন-চার দিন ধরে লেগে থাকলেও কাজ হয় না। ক্যাফেতে গিয়ে ফর্ম ভরতে হয়। অভিজ্ঞতা বলে, এসব ক্ষেত্রে সাইবার ক্যাফের মালিক বেশি টাকা ধার্য করেন।

এই অবস্থায় পদ্ধতিটি যদি আরও সহজ করা যায়, তাহলে সকলেরই উপকার হয়, সময়ও বাঁচে। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

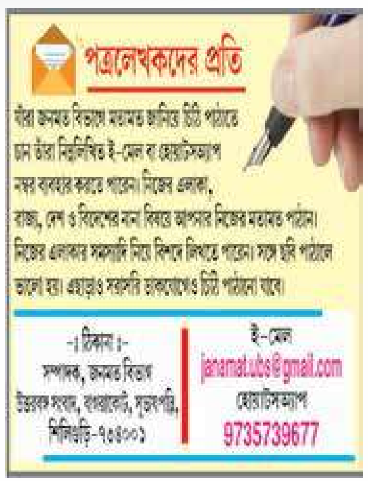

মৃত্যুর বেদনাও আজ বিনোদনের প্যাকেজ

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার রিল ও নিউজ ক্লিপে ভরপুর সোশ্যাল মিডিয়া। ছবি, গল্প লক্ষ লক্ষ ভিউজের উৎসে পরিণত।

রাহুল দাস

কে যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিদেশে? কে ফিরছিলেন স্ত্রীর অস্থি বিসর্জন দিয়ে? কে যাচ্ছিলেন সদ্য বিবাহের পরে হানিমুনে? এয়ার হোস্টেসদের শেষ সেলফি- এসব তথ্য এখন ইমোশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আর ঝাঁ চকচকে এডিটিংয়ে হয়ে উঠছে কনটেন্ট। মৃত্যুর বেদনাও যেন হয়ে উঠেছে বিনোদনের প্যাকেজ। যদিও শুরুটা হয়েছে কয়েক বছর আগেই।

কোথায় ভুল হয়েছিল? কীভাবে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত? এই প্রশ্নগুলো আজ আর মুখ্য নয়। বরং প্রচারে উঠে আসছে, 'মানুষ পুড়ল, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ পুড়ল না'-এমন চটকদার শিরোনাম। বাস্তবের ভয়াবহতাকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে আড়ম্বরপূর্ণ আস্থায়, যেন আসল দায় চাপা পড়ে যায়।

সবচেয়ে মর্মান্তিক হল, আমরা এসব রিল আর নিউজ ক্লিপে চোখ রেখে রেখে যেন নিজেরাই একটা অসুখে ভুগতে শুরু করছি। প্রতিদিন একটু একটু করে আমাদের সংবেদনশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে, মনুষ্যত্ব নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে। মৃত্যু এখন আর শুধুই এক পরিণতি নয়, তা হয়ে উঠেছে কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজির এক অনিবার্য অংশ। মৃত্যুর গল্প যত করুণ, তার বাজারমূল্য তত বেশি।

এখনকার দিনে সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য যেন মানুষের মৃত্যুই। একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষগুলোর নাম, ছবি, গল্প-সবকিছুই এখন পরিণত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ভিউজের উৎসে। সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া- সবাই যেন মরে যাওয়া শরীরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে ব্যবসা করছে। মোবাইল খুললেই

এসব দৃশ্যের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনায় মৃতদের জন্য শোক-যন্ত্রণা।

আহমেদাবাদে শুধু বিমান যাত্রীরা মারা যাননি, মারা গিয়েছেন বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার প্রচুর মানুষ এবং জীবজন্তু। অনেক লোক যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, অনেককেই আবার দেখা গিয়েছে সেলফি তুলতে ব্যস্ত, ভিডিও করতে ব্যস্ত। এগুলোই ছাড়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সময়কে, যখন বিবেকানন্দ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সমাজকে মুক্ত করে বলেছিলেন-"ধর্ম মানে শুধু রীতি নয়, তা হওয়া উচিত মানুষের মধ্যে মানবিকতার উন্মেষ।" তিনি যখন শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অফ আমেরিকা', তখন শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, সমস্ত ভারতীয় চেতনার উচ্চতা তুলে ধরেছিলেন বিশ্ববাসীর সামনে।

কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীর চারভাগের একভাগ সময় পেরিয়ে এসেও আমরা যেন সেই গোঁড়ামির বৃত্তেই ঘুরে চলেছি। ধর্মগ্রন্থ অক্ষত থাকাটা যখন শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝতে হয়-মানুষের জীবনের মূল্য, তার অনুভব, তার ভালোবাসা, তার যন্ত্রণা-সবই যেন পর্দার নীচে চাপা পড়ে গেছে। ধর্মের নামে মানবতাকে ছেঁটে ফেলে, আমরা তুলে ধরছি অলৌকিকতার বাহাদুরি।

আমরা কি তবে আবারও পিছিয়ে যাচ্ছি? বিবেকানন্দ যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, তা কি আজ মুঠোফোনের স্ক্রিনে চটকদার ক্যাপশন আর অশ্রুবিজড়িত এডিটিংয়ের ছায়ায় নিভে যাচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলো এখন আর শুধু সামাজিক প্রশ্ন নয়, এগুলো নৈতিক প্রশ্ন। আমরা কোন দিকে এখন চলেছি-সেই আত্মসমালোচনার সময় এখনই এসেছে।

(লেখক তুফানগঞ্জের বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। রামায়ণের রাক্ষসী ৪। দুধ থেকে মাখন তোলার কাঠের দণ্ড ৫। বেদ চর্চা করেন যে ব্রাহ্মণ ৭। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ ৮। নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্র ৯। সূর্য পরিবারের সদস্য ১১। কর্তাভজা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ১৩। ঘরের চাল তৈরির জন্য পোড়া মাটির ফলক ১৪। যে জিনিস পরিপাকে সাহায্য করে ১৫। নখ কাটার অস্ত্র।

উপর-নীচ : ১। বোনের শ্বশুর ২। ট্রেনের বগি ৩। যা এখনও নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয় ৬। জোড়া ফুল বা পদ্ম ফুল যা ৯। অত্যধিক আদরে গা ঘেঁষা ১০। বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার ১১। জমি মাপার কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মী ১২। কেরোসিন তেলের বাতি।

সমাধান ■ ৪১৬৬

পাশাপাশি : ১। হাতছানি ৩। কড়চা ৫। ঘটোৎকচ ৭। রসাল্ল ৯। আমলা ১১। সংকীর্তন ১৪। দায়ক ১৫। চাপাকল।

উপর-নীচ : ১। হাস্যকর ২। নিদাঘ ৩। কড়াৎ ৪। চামচ ৬। কদম ৮। সারং ১০। লাঠিয়াল ১১। সফেদা ১২। কীচক ১৩। নলিচা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সম্মানিত মলয়

মহিলাদের উদ্যোগপতি করতে ও বিভিন্ন স্তরে ভূমিকার জন্য এশিয়া বুক অফ রেকর্ডের তরফে ‘পজিটিভ বার্তা’র মলয় পীটকে ‘এশিয়া বুক অফ রেকর্ড’-এর সম্মান দেওয়া হল।

দক্ষিণে বর্ষা

অপেক্ষার অবসান। চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে ঢুকছে বর্ষা। জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার সকাল থেকেই দক্ষিণের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। চলবে আগামী কয়েকদিন।

সম্পর্কচ্ছেদ

বিবেক অগ্নিহোত্রীর ‘বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আসার পরই অভিনেতা সৌরভ দাসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে জানাল তৃণমূল। ’২১-এর বিধানসভার আগে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

বাজারে নিরাপত্তা

বড়বাজার ও পোস্তার নিরাপত্তায় ৩২টি অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসাচ্ছে লালবাজার। এর জন্য ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফাইভ মেগাপিক্সল বুলেট আইপি সম্পন্ন এই ক্যামেরা বসছে।

হব আমি বাবার মতো বড়... রবিবার আন্তর্জাতিক ফাদার্স ডে-তে নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

আবার ধমক কেষ্টকে

হোয়াটসঅ্যাপে বৈঠক ডেকে বক্সীর তোপে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুন : শনিবার দুপুরেই ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে ডেকে বীরভূম জেলা তৃণমূলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ফিরহাদ হাকিম। জেলার সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি বক্সী। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফের নিজের স্বভাবেই অনড় থাকলেন কেষ্ট। বীরভূমে তিনি যে কারও বেশি গুরুত্ব মেনে নেবেন না, তা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রাতেই বিষয়টি জানতে পেরেছেন বক্সী। তারপরই কেষ্টকে চরম ধমক দিয়ে না শোধরালে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কেষ্টর এই ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শীঘ্রই যে কেষ্টর বিরুদ্ধে দল কঠোর পদক্ষেপ করবে, তা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ২১ জুন জেলা কোর কমিটি ও ২৫ জুন জেলা কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। সেই মতো বক্সীর নির্দেশ মতো দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ওই বৈঠকের কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু জেলা সভাপতি থাকাকালীন কেষ্ট পৃথক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। ওই গ্রুপটি এখনও চালু আছে। হঠাৎই বিকালে তাঁর নিজের তৈরি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কেষ্ট বৈঠকের জন্য সকলকে আহ্বান করেন। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাল ৩টে ৮ মিনিটে নতুন গ্রুপে ওই বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ৪টে ২৮ মিনিটে অনুব্রত মণ্ডল ওই পোস্ট করেন। বৈঠক ডাকার অধিকার শুধুমাত্র জেলার চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রয়েছে বলে শনিবারই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন বক্সী। কারণ কোর কমিটির ৯ সদস্যের মধ্যে কেষ্ট একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। তাই তাঁকে সেই অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই নির্দেশকে অমান্য করে কেষ্ট এই বৈঠক ডাকায় ক্ষুব্ধ দলের জেলা নেতারাও। রাতেই বিষয়টি দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে জানান আশিসবাবু। তারপরই কেষ্টকে ফোন করেন বক্সী।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কেষ্টকে এবার পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে যাবতীয় পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। কারণ বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেষ্ট তাঁর নিজের অবস্থানেই অনড় রয়েছেন। কোনওভাবে তিনি শোধরাচ্ছেন না। তাই তাঁর ভূমিকায় চরম অসন্তোষ রয়েছে অভিষেকেরও। দল যে তাঁর মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে, তা তাঁকে শনিবার বৈঠকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন বক্সী ও ফিরহাদ। কিন্তু তারপরও তাঁর এই হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

ফের বেলাগাম

- বৈঠক ডাকতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে
- নির্দেশমতো দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বৈঠক ডাকেন আশিস
- এক ঘণ্টার মধ্যে পালটা ওই তারিখেই বৈঠক ডাকেন অনুব্রত
- এতেই ক্ষুব্ধ শীর্ষ নেতৃত্ব

আদালতে কান ধরে ওঠবস করাব, হুমকি সুকান্তর

কলকাতা, ১৫ জুন : বাঁকুড়া জেলা বিজেপি দপ্তরে ভাঙচুরের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এবং জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে বাঁকুড়া সদর থানার ওসি সুজয় টুঙ্গার নেতৃত্বে পুলিশ জেলা কার্যালয়ে তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। দলীয় ফাইল এবং কাগজপত্র তছনছ করে। খবর পেয়ে দলীয় কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছোলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে তাঁদের। শেষপর্যন্ত বেশকিছু নথি সহ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার থানা ঘেরাও এবং রাস্তা অবরোধ

নিশানায় বাঁকুড়ার ওসি ও এসপি

করে বাঁকুড়া জেলা বিজেপি। এই ঘটনা নিয়ে রবিবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। কোনওরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে যেভাবে পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং তছনছ করেছে, সেটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছাড়া কিছু নয়।’ বাঁকুড়া সদর থানার ওসি এবং জেলা এসপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত বলেন, ‘আদালতে এদের কান ধরে ওঠবস করাব।’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘অনুব্রত মণ্ডল, শেখ শাহজাহানকে যে পুলিশ ধরতে পারে না, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের ভয়ে যারা টেবিলের তলায় লুকোয়, সেই মেরুদণ্ডহীন পুলিশ শনিবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বীরত্ব দেখিয়েছে।’

মুখে কুলুপ সিপিএমের

ধর্ষণে অভিযুক্তের সঙ্গে মদ্যপান সুজন ঘনিষ্ঠ নেত্রীর

কলকাতা, ১৫ জুন : ধর্ষণে অভিযুক্তর সঙ্গে বসে মদ্যপানের মজলিসে ব্যস্ত সিপিএম নেত্রী তনুশ্রী মণ্ডল। রবিবার সমাজমাধ্যমে এই ছবি (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করতে পারেনি) রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সামনে মদের বোতল, মুখে সিগারেট ও তার পাশে ধর্ষণে অভিযুক্ত তরুণ নেতা অভিনন্দন দাশগুপ্ত। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ সিপিএম নেতৃত্ব। ওই তরুণ সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলেই দাবি করা হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

এদিন সমাজমাধ্যমে তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল ওই ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘বিধানসভায় শূন্য তবে নেশায় পূর্ণ। রাজ্যে সিপিএমের সাংগঠনিক পতনের মধ্যেই ফের বিতর্কে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য তনুশ্রী মণ্ডলের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাঁর পাশে বসা যুবনেতা অভিনন্দন দাশগুপ্ত মধ্য যাদবপুর এরিয়া কমিটির সদস্য ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। তবুও দলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি। এই পোস্টের একটাই কারণ, ধর্ষণে অভিযুক্ত একজনের সঙ্গে বসে মদ্যপান করা তাও আবার একজন মহিলা হয়ে।’ সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট সামনে আসতেই রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।

এই বিষয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। কয়েকমাস আগে দলের যুব সংগঠনের কলকাতা জেলার সভাপতি পদে যাকে বসানো হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেও নারীঘটিত একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। তার কিছুদিন পর দলের প্রাক্তন সাংসদ বংশোগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলেরই এক মহিলা কর্মীকে আপত্তিকর মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য তাঁকে বহিষ্কার করে দল। একই কারণে প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকেও বহিষ্কার করা হয়। দমদম উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল।

দলের সম্মেলনের আগে দলীয় কর্মীদের একাধিকবার সংযত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও বারবার এই ধরনের কার্যকলাপ প্রকাশ্যে আসায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

ভাইরাল সেই ছবিতে সিপিএম নেত্রী।

নবান্নের অনুমতি ছাড়া কোনও মউ স্বাক্ষর নয়

কলকাতা, ১৫ জুন : শনিবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোন বিভাগের সঙ্গে ও কী কী কারণে এই মউ স্বাক্ষরিত হচ্ছে, তা নির্দিষ্টভাবে নবান্নকে জানাতে হবে। নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর কোনও দপ্তর মউ স্বাক্ষর করতে পারবে। দপ্তরগুলিকে তাদের কাজকর্মের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আগেভাগে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে জানাতে হবে।

বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আনতেই এই পদক্ষেপ করছে নবান্ন। কারণ, বিভিন্ন দপ্তর ইচ্ছামতো মউ স্বাক্ষর করার ফলে সরকারের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওই মউ কার্যকর হচ্ছে না। এর ফলে সরকারকে তার জবাবদিহি করতে হচ্ছে। সেই জন্য নবান্ন প্রতিটি দপ্তরের সমন্বয় আনতে চাইছে। গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের ডেকে বৈঠক করেন।

বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ মুখ্যসচিবের

ওই বৈঠকেই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে অনুমোদন না পাওয়া গেলে কোনও দপ্তর মউ স্বাক্ষর করতে পারবে না। মউ স্বাক্ষরের আগে মুখ্যসচিবের কাছে বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে। মুখ্যসচিব তা খতিয়ে দেখে অনুমতি দিলেই দপ্তরগুলি সেই সংক্রান্ত মউ স্বাক্ষর করতে পারবে। তবে মউ স্বাক্ষর করার আগে তার কার্যকারিতা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। মউ স্বাক্ষর করে তা কার্যকর না হলে কোনও কাজ হবে না।

মুখ্যসচিবের ওই নির্দেশিকা বিভিন্ন দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছে। গ্যারাজ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পরিবহণ দপ্তর। কিন্তু এখনও তা কার্যকর করা যায়নি। বিষয়টি জানতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভের কথা পরিবহণমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই মউ স্বাক্ষরের আগে কার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, তাও তিনি পরিবহণমন্ত্রীর কাছে জানতে চান। তারপরই নির্দেশিকা জারি করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মমতা।

জীবনের নানা ওঠাপড়া যেন গায়ে না লাগে... রবিবার ময়দানে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কাজে গতি আনতে ‘বিশেষ চোখ’ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সরকারের সব দপ্তরের কাজে গতি স্বাভাবিক রাখতে এবার ‘বিশেষ চোখ’ নবান্নের। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই ব্যাপারে কোনও দুর্বলতা রাখতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রের খবর, সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান যাতে শাসকদলের ভোট প্রচারে ভরপুর থাকে, সেই জন্যই এবার নবান্ন’র ‘বিশেষ চোখ’কে কাজে লাগাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, ‘আর্থিকভাবে একটা চাপের মধ্যে চলছে সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দরকার সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা। সেটা না থাকলেই সরকারি অর্থের অপব্যবহার ও অপচয়ের ঝুঁকির আশঙ্কা।’ আগামী বছর ভোটের আগে সরকারের এই দিকটা স্বচ্ছ রাখতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই পদক্ষেপ, ধারণা ওই শীর্ষ আধিকারিকের।

প্রযোজককে অপহরণ, বিতর্কে অভিনেত্রী পূজা

কলকাতা, ১৫ জুন : এরকম আচমকা উলটপুরাণ হয়তো আশা করেননি কেউই। দিনকয়েক আগে যখন ভিডিও প্রকাশ করে নিজের সঙ্গে হওয়া প্রতারণার কথা জানান, তখন চারিদিকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু সেই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধেই এবার এল মারাত্মক অভিযোগ।

প্রযোজককে অপহরণ করে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্যামসুন্দর দের তরফে একটি পোস্ট সামনে আসে। সেখানে তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে দিনচারেক আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁরা সপরিবার গোয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন। দিনকয়েক থাকার পরে শ্যামসুন্দরের স্ত্রী ও মেয়ে ফিরে এলেও প্রযোজকের ফেরা হয়নি। ৩১ মে একটি ভাড়া গাড়িতে চেপে

ভিডিওতে প্রতারণার কথা।

টাকা আদায়ের জন্য নির্যাতন করেছেন অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী কুণাল ভার্মা। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রযোজক শ্যামসুন্দর দের স্ত্রী মালবিকা দে।

সমাজমাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের কিছু স্ক্রিন শট সামনে এনে তিনি জানিয়েছেন, গোয়ায় তাঁর স্বামী শ্যামসুন্দরকে অপহরণ করেছিলেন পূজা ও কুণাল। টাকা আদায়ের জন্য মারধর করা হয়। বর্তমানে তাঁকে গোয়া পুলিশ উদ্ধার করেছে। কীভাবে অপহরণ করা হয়েছে, তার বিবরণও দিয়েছেন মালবিকা। আর্থিক প্রতারণার জালে কুণাল-পূজা নয়, বরং তাঁরাই আসল কালপ্রিট এমনটাই অভিযোগ প্রকাশ্যে এল।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে আচমকাই পূজা ও কুণাল পোস্ট করে জানান, তাঁদের এক পরম বন্ধু চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সমস্ত জমানো টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ওই বন্ধুবেশী শত্রু। তাঁরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে কার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাননি উভয়েই। কিন্তু এই অভিযোগের চারদিনের মাথায় গন্তব্যে যাচ্ছিলেন প্রযোজক। সেই সময় রাস্তা আটকে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে দাঁড়ায় পূজা, কুণাল ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ পীযূষ কোঠারি। জোর করে তাঁদের গাড়িতে প্রযোজককে তুলে একটি অচেনা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। চারদিন ধরে পূজার স্বামী কুণাল ও তাঁর গুন্ডাবাহিনী তাঁকে মারধর করেছে।

৬৪ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে। টাকা না দিলে প্রাণনাশ ও মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। প্রযোজক ২৩ লক্ষ টাকা পূজার কলকাতার আপ্তসহায়ক ও কুণালের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত দিয়েছেন। তাঁর ফোন কেড়ে নিয়ে পাসওয়ার্ড ও ব্যক্তি তথ্য জেনে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রযোজক ও তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যেই গোয়া পুলিশের কাছে পূজা, কুণাল ও পীযূষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাও সমাজমাধ্যমের কাছে এনেছেন তাঁরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। প্রযোজক শ্যামসুন্দরের দাবি, তাঁর থেকে কোনও টাকা তাঁরা পান না। তবে সমগ্র বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চলচ্চিত্রমহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে।

অগ্ন্যাশয়ে সমস্যা, সংকটে অভিজিৎ

কলকাতা, ১৫ জুন : তমলুকের সাংসদ, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখনও পুরোপুরি বিপন্মুক্ত নয়। হাসপাতাল সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। সাংসদের চিকিৎসার জন্য গঠিত ৭ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড সোমবার সকালে তাঁকে পরীক্ষা করবে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হলেও পুরোপুরি বিপন্মুক্ত নন। রবিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে দেওয়া এক মেডিকেল বুলেটিনে একথা জানানো হয়েছে। তবে এদিন সাংসদ ঘনিষ্ঠ কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে, আইসিইউতে ভর্তি থাকলেও

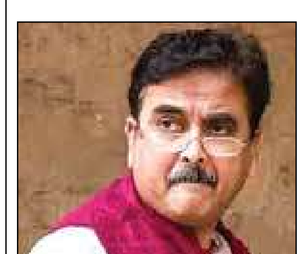

আগের থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালো। ঘনিষ্ঠদের উদ্দেশে হাত নেড়ে নিজের সুস্থতার কথা জানিয়েছেন তিনি। শনিবার পেটে ব্যথা এবং বমিভাব নিয়ে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চিকিৎসকরা মনে করছেন অভিজিৎবাবু অগ্ন্যাশয়ের (প্যানক্রিয়াটাইটিস) অসুখে ভুগছেন। তাঁকে আপাতত নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সাংসদের চিকিৎসায় ৭ সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে ইন্টারনাল মেডিসিন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ফুসফুস, হরমন, পাচকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ও শল্য চিকিৎসকরাও থাকবেন।

দিদির অভিভাবকত্ব চেয়ে হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৫ জুন : মানসিক ভারসাম্যহীন দিদির আইনি অভিভাবকত্ব চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বোন। দিদির অভিভাবকত্ব চেয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তর ও জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। তাঁর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। তাই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। যদিও রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক ও স্থানীয় স্তরের কমিটি তাঁর আবেদন বিবেচনা করে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ১৯৯৯ অনুযায়ী তা বাতিল করেছে। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, ‘অসুস্থ রোগীকে কেন মানসিক প্রতিবন্ধী বিবেচনা করা হবে না, তার পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয়নি। অসহায়তা, অক্ষমতা ও অভিভাবকহীনতা বিবেচনা করে বোনের আবেদন গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করা উচিত ছিল কমিটির।’ তাই উত্তর ২৪ পরগনার সমাজকল্যাণ আধিকারিককে পুনরায় মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করার ও প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুজোর থিমে শিশুমনে বিয়ে ভাঙার বিষাদ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জুন : ‘মেয়ের কাছে যাই কিন্তু দেখা করতে পারি না। মাঝে মাঝে ওকে দিয়েই ফোন করিয়ে খোরপোশ চাওয়ান ওর মা’, কথাগুলি বলতে বলতে ক্ষোভ ফুটে উঠল ৩৮ বছরের তপন দের গলায়। তার চেয়েও বেশি মেয়েকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে বলে যেতে থাকলেন তিনি। বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা বাড়ছে। পুরুষ অথবা মহিলা সম্পর্কের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসছেন। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে কমছে বোঝাপড়া ও স্বাবলম্বী মনোভাব। ফলে কমছে নির্ভরতা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুমন। বাড়ছে বিদ্বেষ। ভবিষ্যৎ জীবনেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী বলে মত মনোবিদদের। এই ধারণাকে সামনে রেখেই লেকটাউনের একটি পুজোর থিম ফুটে উঠছে। সেখানেই বিবাহবিচ্ছেদের বিপক্ষে গর্জে ওঠেন সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। একত্রিত হলেন ডিভোর্সিরাও। অনেকে তাঁদের শিশুকে সামনে রেখে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে বার্তা দিলেন।

ছোট ছোট শিশুদের হাতে প্ল্যাকার্ড। সেগুলিতে লেখা, ‘আমি কি দায়ী?’, ‘ডিভোর্স শৈশব নিয়ে খেলা’, ‘শিব-দুর্গার ঝগড়া হয়, সন্তানের মুখ চেয়ে ডিভোর্স নয়’, ‘কেন ডিভোর্স চাও, সন্তানকে বাঁচাও’। তাতেই শামিল হয়ে ডিভোর্সি ৩৫ বছরের শুভজিৎ প্রামাণিক বললেন, ‘এখন তো আইন মহিলাদের জন্য। নিয়ম অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদ হলেও সন্তান বাবার কাছে থাকে না। তাঁর মনে যে কী প্রভাব পড়ে সেই বোঝে।’ শ্বশুর বাড়ির দুর্ব্যবহার ও স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণে সংসার ছেড়েছেন পিয়াসা বেরা। বললেন, ‘আমার ছেলে যখন ওর বন্ধুদের বাবা-মায়ের একসঙ্গে দেখে, তখন কষ্ট পায়। কিন্তু কিছুই করার ছিল না।’

বিবাহবিচ্ছেদ এখন সামাজিক ব্যাধি, এমনটাই বললেন সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। মন্তব্য, ‘ছোটবেলায় শিশু তার বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখলে ভবিষ্যতে তার মনে বিদ্বেষ তৈরি হয়। সে বড় হওয়ার পর বিয়ের প্রতি বা কোন বিশেষ লিঙ্গের প্রতি নেতিবাচক ধ্যানধারণা তৈরি হয়। এটা উত্তরোত্তর বাড়ছে।’ এই প্রসঙ্গে একই বক্তব্য রাখলেন মনোবিদ সংগীতা ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, ‘কোনও শিশু এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বাবা না মা-কে সমর্থন করবে বুঝতে পারে না। মায়ের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি হলে পরবর্তীতে নারী সমাজের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, ধর্ষণ, অত্যাচারের মতো ঘটনা ঘটায়। অপরাধী মস্তিষ্ক তৈরি হয়। আবার কোনও শিশুকন্যার ক্ষেত্রে বড় হয়ে সংসার হলে মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষ করে নিরাপত্তাহীনতায় আজীবন ভোগে সে।’ এই পুজোর শিল্পী মানস রায় বলেন, ‘নবীন প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা বাড়ছে। তাই এই চিন্তাভাবনা থেকে এবছরের পুজো হচ্ছে। কাটআউট, আর্কিটেকচার, চিত্রকলার মাধ্যমে ডিভোর্সের বিপক্ষে বার্তা তুলে ধরা হবে। পুজোয় প্রচুর মানুষ আসেন। তাই উৎসবের আমেজে সমাজের এই ব্যধির বিপক্ষে জানতে পারবেন তাঁরা। যৌথ পরিবারের ছোঁয়া থাকবে প্রতিমায়।’

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ লেকটাউনে

বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে সচেতনতার বার্তা। বড়দের সঙ্গে খুদেরাও। -সংবাদচিত্র

হঠাৎ বৃষ্টি।। কোচবিহার শহরে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন পানিশালার নীলাঞ্জন বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পথ দুর্ঘটনায় ত্রাতা বিধায়ক

বাগডোগরা, ১৫ জুন : বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কের সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের সামনে রবিবার বাইকের ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন তিনজন। ঠিক সেই সময় নকশালবাড়ি থেকে বাগডোগরা ফিরছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি তাঁর গাড়িতে আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইকে করে মোট তিনজন বাগডোগরার দিক থেকে নকশালবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, গাড়িটি নকশালবাড়ি থেকে বাগডোগরার দিকে আসছিল। দুটি গাড়ির গতিই ছিল তীব্র। মুখোমুখি সংঘর্ষে বিকট শব্দ হয়। বাইকের তিনজনই ছিটকে পড়েন রাস্তায়। একজনের হাতের একাংশ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে আনন্দময় বলেন, 'আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি আহতরা রাস্তায় পড়ে কাঁদছেন। কোনও গাড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছিল না। আমার গাড়িতে তিনজনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে আমি বাসে করে বাগডোগরা চলে আসি।'

দুর্গার আশ্বাস

খড়িবাড়ি, ১৫ জুন : ঝড়-বৃষ্টিতে বুড়াগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে রবিবার দেখা করলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। বুধবার রাতে আচমকাই দমকা হওয়াতে লন্ডভন্ড হয়ে যায় বুড়াগঞ্জের ফুলবাড়ি, বাদলভিটা, রাঙ্গালি ও হাতিডোবা এলাকার প্রায় ৬০টি বাড়ি। ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে অনেক গাছ। হেলে গিয়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি। নষ্ট হয়েছে চাষের জমিও। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।

ডুবে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রবিবার ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে জলাশয়ে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে বছর দশেকের এক নাবালকের মৃত্যু হল। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করা হয় কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ওই নাবালকের পরিচয় জানতে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে।

স্বাস্থ্য শিবির

বাগডোগরা, ১৫ জুন : সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনায় ও লায়ন্স ক্লাবের সহায়তায় রবিবার বাউনিভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্য শিবির হল। সেখানে গ্রামের শতাধিক মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত সিংহ, অজিত বর্মন প্রমুখ।

পথসভা

চোপড়া, ১৫ জুন : রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে রবিবার চোপড়ায় প্রচার মিছিল ও পথসভা করল ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের চোপড়া দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের লালবাজারে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

অন্যদিকে, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘিডোব প্রাইমারি স্কুল মাঠে রবিবার বিজেপির বৈঠক হয়। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক ভবেশ কর বলেন, 'জেলা সভাপতির নির্দেশে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।'

অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

কাঠগড়ায় বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষক

আবাসিক তিন পড়ুয়াকে মার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রবিবার সকালে আবাসিক তিন পড়ুয়াকে বেল্ট দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল কার্সিয়াংয়ের গয়াবাড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এদিন হস্টেলের বারান্দায় এই তিন পড়ুয়াকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখে বেল্ট হাতে চড়াও হন ওই শিক্ষক। তাদের মধ্যে একজন সপ্তম শ্রেণির ও একজন দশম শ্রেণির ছাত্র ও একজন নবম শ্রেণির ছাত্রী। মার খেয়ে কারও চোখ ফুলে গিয়েছে। কারও পিঠে কালশিটে দাগ পড়ে গিয়েছে।

এই তিন পড়ুয়ার মধ্যে একজন শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের অশোকনগরের বাসিন্দা এবং বাকি দুজনের বাড়ি কলকাতায়। এই ঘটনার পর হস্টেলের পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষকে সন্ধে ৭টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ফোন করা হলেও কেউ ফোন রিসিভ করেনি। এব্যাপারে কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক তেজা দীপক বলেন, 'এই খবরটি আমি শুনেছি। তবে আমার কাছে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। এলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (দার্জিলিং পাহাড়) তরুণকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বেসরকারি স্কুল আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। তবে প্রশাসন থেকে জানালে সেব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ করে থাকি।'

ছবি : এআই

কার্সিয়াংয়ের গয়াবাড়িতে ১৯৮৮ সালে এই বেসরকারি বোর্ডিং স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সেই স্কুলে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন জায়গার শতাধিক পড়ুয়া রয়েছে। যাদের মধ্যে ৪০ জন পড়ুয়া হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। এদিন মার খাওয়ার পরেই একজনের কাছ থেকে ফোন নিয়ে বাড়িতে পুরো ঘটনা জানায় শিলিগুড়ির সেই আবাসিক ছাত্র। ছেলের কাছ থেকে এসব শোনার পরেই তড়িঘড়ি স্কুলের উদ্দেশে রওনা দেন সপ্তম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার বাবা খগেন মহন্ত। তিনি বলেন, 'ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও কোনও দোষ করলে স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের ফোন করে জানাতে পারত। কিন্তু এভাবে বেল্ট দিয়ে মেরেছে যে সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছে।' ফোনে কাঁদতে কাঁদতে স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রীটির অভিযোগ, 'স্যর রেগে গেলেই এভাবে আমাদের মারেন। আগেও স্যর একবার আমাকে চুলের মুঠি ধরে মেরেছিলেন। এবার আমি বাবা-মাকে জানিয়েছি।' আতঙ্কিত দশম শ্রেণির ছাত্রের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে সে বলে, 'এদিন তো আমাদের কথা বলতে দেখেই স্যর মারতে শুরু করেন। আমাদের কোনও কথাই স্যর শোনেননি।' ঘটনার পর থেকে হস্টেলের বাকি আবাসিকরাও আতঙ্কে রয়েছে বলে খবর।

তীব্র গরমে পুড়ছে শহর। ভিড় বাড়ছে পাখা মেরামতের দোকানে। শিলিগুড়িতে দীপেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

হামলায় অভিযুক্ত তরুণ অধরা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : যৌনপল্লিতে তরুণীর ওপর হামলায় অভিযুক্ত মহম্মদ সাহিল এখনও অধরা। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। ঘটনার পর ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কেন পুলিশ এখনও অভিযুক্তকে ধরতে পারল না, তা নিয়ে যৌনপল্লির অন্দরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এমনকি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে পুলিশ ধরতে না পারলে আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যৌনপল্লির বাসিন্দারা।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য নান্টু চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ওই তরুণ সবার উপর অত্যাচার করে। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে বিষয়টি আমরাও লক্ষ করেছি। আমরা আর দু'দিন দেখব। এরপর সকলে মিলে আলোচনা করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করব।'

এদিকে অভিযুক্ত তরুণ কোথায় গিয়েছে, তা নিয়ে রীতিমতো ধন্দে পুলিশকর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকে তরুণের মোবাইল সুইচড অফ। এই পরিস্থিতিতে সে কোথায়, সেটা ট্র্যাক করতে পারছে না পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে তরুণের দিদা সহ তার আত্মীয়ের বাড়িতে দফায় দফায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি বিহার এবং সংলগ্ন জেলাগুলোতেও তরুণের ছবি, নাম সহ প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রয়োজনে ভিনরাজ্যেও পুলিশের একটি টিম অভিযুক্তকে খুঁজতে যেতে পারে বলে খবর। এছাড়া পরিচিত কারও বাড়িতে ওই তরুণ আস্তানা গেড়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের কথায়, তরুণীর ওপর হামলা চালিয়ে যৌনপল্লি থেকে পালিয়ে যায় ওই তরুণ। তারপর শহরের সমস্ত রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। এখনও ওই জায়গাগুলোর ওপর নজর রয়েছে পুলিশের। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'এলাকার প্রতিটি থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। অভিযুক্তের সন্ধান পেলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।' ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের বক্তব্য, 'আমি পুলিশের সঙ্গে শনিবারও কথা বলেছি। সোমবার ফের গিয়ে কথা বলব। অভিযুক্তকে পাকড়াও করতেই হবে।'

ভাসল সাঁকো

ডাঙ্গাপাড়ায় দলগুঞা নদীর উপর থাকা বাঁশের সাঁকো ভেসে গিয়েছে। রবিবার।

ইসলামপুর, ১৫ জুন : টানা বৃষ্টির জেরে রবিবার ইসলামপুর থানার ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় দলগুঞা নদীর ওপরের সাঁকোটি জলের তোড়ে ভেসে গেল। এখন আরও একটি জীর্ণ সাঁকো মেরামত করে নদী পারাপারের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন এলাকাবাসী। কিন্তু ওই সাঁকোটির স্থায়িত্ব নিয়েও সংশয় রয়েছে। সাঁকো আবার ভেঙে গেলে কয়েক হাজার মানুষকে নদী পারাপার করতে ১৭ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরপথে যেতে হবে বলে আশঙ্কা। তাই ফের একবার দলগুঞা নদীতে স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি তুললেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিখরচায় জমি দিলেও সেতু নির্মাণের বিষয়ে উদাসীন প্রশাসন। গত এক বছরে দফায় দফায় প্রশাসনের কর্তারা ও শাসকদলের নেতারা ওই এলাকা পরিদর্শন করলেও স্থায়ী সেতুর জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা নুর উদ্দিন বলেন, 'গত কয়েক দশকে সেতু তৈরি হবে বলে আমাদের বহুবার প্রলোভন দেখানো হয়েছে। জমি দিয়েছি আমরা। কিন্তু সেতু তৈরি করা হচ্ছে না।' ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনতা দাস সরকার বলেন, 'আমাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিজে এসে এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। দুর্গাপুজোর আগেই স্থায়ী সেতুর কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে শুরু অবস্থান বিক্ষোভ

ভুটানের ট্রাক চলতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৫ জুন : ভুটানের ট্রাক চলতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রবিবার থেকে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করল বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় চারটি সংগঠন। এদিন আন্দোলনকারীরা ভুটানের ট্রাক না আটকালেও অবস্থান বিক্ষোভের জেরে পুলিশের উপস্থিতিতে মাত্র ২০টি ট্রাক বাংলাদেশে গিয়েছে। কিন্তু সোমবার থেকে ভুটানের একটি ট্রাকও ওপার বাংলায় যেতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

ইদের ছুটি কাটিয়ে এদিন সকাল ৮টায় বাংলাদেশের সীমান্ত খুলেছে। ভুটানের শতাধিক ট্রাক সীমান্তের রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেগুলির চাকা বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য প্রথমদিকে এগোয়নি। এদিন সকাল থেকে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের সামনে মঞ্চ বেঁধে ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন ও সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক সদস্য অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহম্মদ শাহাজাহান বলেন, 'এদিন কোনও ভুটানের ট্রাক আটকাইনি ঠিকই কিন্তু সোমবার থেকে একটিও চলতে দেব না। সেজন্য গ্রেপ্তার হতে হলেও রাজি আছি। আমাদের দাবি, ভুটানের ট্রাক বোল্ডার নিয়ে এসে সীমান্ত এলাকায় ডাম্প করবে। এরপর সেগুলি ভারতীয় ট্রাকে বাংলাদেশে যাবে।' শাহাজাহানের সংযোজন, 'ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। নয়তো বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় ট্রাক মালিক, চালক, এক্সপোর্টারদের ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে। আমরা চাই, ভুটানের ট্রাক যদি স্লটের মাধ্যমে বাংলাদেশে যায়, তবে তা দিনে যেন ৫০টির বেশি না হয়।'

ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে অবস্থান বিক্ষোভ। রবিবার।

হালহকিকত

- ইদের ছুটি কাটিয়ে এদিন সকাল ৮টায় বাংলাদেশের সীমান্ত খুলেছে
- ভুটানের শতাধিক ট্রাক সীমান্তের রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেগুলির চাকা প্রথমে বাংলাদেশের দিকে এগোয়নি
- এদিন সকাল থেকে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরের সামনে মঞ্চ বেঁধে শুরু হয়েছে অবস্থান বিক্ষোভ
- দাবি উঠেছে ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের

ভারত থেকে বোল্ডার আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরফে ইচ্ছেমতো কর চাপানোর অভিযোগ উঠেছে। সেখানে ভুটানের ট্রাকে বোল্ডার আমদানিতে সেভাবে কর চাপানো হয়নি বললেই চলে। ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জামির বাদশা বলেন, 'বাংলাদেশ আমাদের বোল্ডার অর্ডার দিচ্ছে না। উলটে নানা কর চাপাচ্ছে। ভুটান থেকে বোল্ডারবোঝাই ট্রাক ওভারলোড করে ফুলবাড়িতে আসছে। ওভারলোডিংয়ের জন্য ট্রাক মডিফাই করে ডালা বড় করা হচ্ছে। যা বন্ধে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি।' জামিরের কথায়, 'ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণ করা হলে বাংলাদেশ ভারত থেকে বোল্ডার আমদানিতে বাধ্য হবে। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে। কারণ, দালালদের একাংশ ভুটানের ট্রাককে সুবিধা পাইয়ে দিতে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন।'

জেলা সভাপতি না কোর কমিটি, জোর জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : রাজ্যজুড়ে জেলা কমিটি ঘোষণার পর এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও তৃণমূল কংগ্রেস দলের দার্জিলিং জেলা কমিটি (সমতল) সভাপতির নাম ঘোষণা করেনি। রাজ্যের সব জেলায় নতুন জেলা কমিটি তৈরি হয়ে গেলেও এখনও দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতির নাম কেন ঘোষণা করা হচ্ছে না তা নিয়ে দলের অন্দরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সামনেই ২১ জুলাই রাজ্য স্তরে বড় কর্মসূচি রয়েছে। অথচ জেলা সভাপতি না থাকায় প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকছে বলে দলের নেতা-নেত্রীরা মনে করছেন। দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহেই দার্জিলিং জেলার সাংগঠনিক ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, জেলা সভাপতি পদে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, নাকি কোর কমিটি তৈরি হবে সেটা নিয়েও কৌতূহল রয়েছে। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান (সমতল) সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'আশা করছি শীঘ্রই দল নতুন জেলা সভাপতি নিয়ে ঘোষণা করবে।'

প্রায় চার বছর তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন পাপিয়া ঘোষ। গত ১৬ মে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি জেলায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। দার্জিলিং সহ কয়েকটি জেলার সভাপতির নাম সেই তালিকায় ছিল না। সভাপতির নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে লেখা হয়েছিল। মাঝে এক মাস কেটে গিয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে জেলা সভাপতি অথবা কোর কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে এখনও নীরব রাজ্য নেতৃত্ব। এখানে জেলা চেয়ারম্যান ঘোষণা হলেও জেলা সভাপতি বা অন্য পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

শিলিগুড়িতে যেভাবে শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীদের একাধিক গোষ্ঠী গজিয়ে উঠেছে তাতে এখানে জেলা সভাপতি না করে কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়ার দাবি উঠেছে। আবার অনেকেই বলছেন, জেলা সভাপতি পদই থাকবে। চেয়ারম্যান পদ শহর থেকে দেওয়ায় সভাপতি এবারও গ্রামাঞ্চল থেকেই দেওয়া হবে। জেলা সভাপতি হিসেবে একাধিক নাম নিয়েও নিয়মিত চর্চা চলছে। কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব কোনও ঘোষণা না করায় শিলিগুড়িতে দলীয় কাজকর্মে ভাটা পড়ছে। সামনেই ২১ জুলাই দলের বড় কর্মসূচি রয়েছে। সেই কর্মসূচির প্রচার এখনও শিলিগুড়িতে শুরু হয়নি। সামনের বছর বিধানসভা ভোট। কিন্তু এই জেলায় বর্তমানে দলের কোনও কর্মসূচিই সেভাবে নেই। দ্রুত জেলা সভাপতি সহ পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি তৈরি করা প্রয়োজন বলে এখানকার নেতা-নেত্রীরা মনে করছেন। শনিবার কলকাতায় প্রতিটি জেলার জেলা সভাপতি এবং চেয়ারম্যানকে নিয়ে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বৈঠক করেছেন। সেখানে দার্জিলিং জেলা (সমতল) থেকে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালকে ডাকা হয়েছিল। সঞ্জয় দাবি করেছেন, 'বৈঠকে ২১ জুলাই নিয়েই শুধুমাত্র আলোচনা হয়েছে। দার্জিলিং জেলা সভাপতি কে হবেন, নাকি কোর কমিটি হবে সেসব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। আশা করছি দ্রুত দল এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' তৃণমূলের রাজ্য স্তরের এক নেতার বক্তব্য, চলতি সপ্তাহেই দার্জিলিং জেলা নিয়ে ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিলিগুড়িতে তৃণমূল

> বৈঠকে ২১ জুলাই নিয়েই শুধুমাত্র আলোচনা হয়েছে। দার্জিলিং জেলা সভাপতি কে হবেন, নাকি কোর কমিটি হবে সেসব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। আশা করছি দ্রুত দল এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
>
> **সঞ্জয় টিব্রুয়াল** *দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান (সমতল), তৃণমূল*

আশিঘর মোড়ে রাস্তা বেহাল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : আশিঘর মোড়ে ট্রাফিক পয়েন্টের সামনের রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় চলাফেরা করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন গাড়িচালক এবং পথচারীরা। টোটো থেকে ট্রাক, ছোট-বড় সব গাড়ি দিনভর এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে। ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বললেন, 'ওই রাস্তাটি পুরনিগমের অন্তর্গত। আমাদের কিছু করার নেই।' এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'পুরনিগমের ভিতর যতটুকু এলাকা পড়ছে সেই এলাকা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। বাকি অংশ এসজেডিএ'র মধ্যে পড়ছে। সেখানকার রাস্তার দায়িত্ব ওদের।' এসজেডিএ'র আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

বহুদিন ধরে আশিঘর মোড়ে ট্রাফিক বুথের সামনে রাস্তার বেহাল দশা। ছোট-বড় প্রচুর গর্ত থাকায় যখন-তখন ফেঁসে যাচ্ছে গাড়ির চাকা। বেসামাল হচ্ছে টোটো। ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। বড় কোনও বিপত্তির আগে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে এলাকার ব্যবসায়ীরা। টোটোচালক সুখেন রায় বললেন, 'প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। গর্তে পড়ে টোটো হেলে যায়। একবার টোটো প্রায় উলটে গিয়েছিল। যাত্রী নিয়ে উলটে পড়ার ভয়ে এদিক দিয়ে চলাচল করতে ভয় লাগে। এই রুটে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাই।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী সুমিত দাস বললেন, 'রাতে দোকানপাট বন্ধ হওয়ার পর রাস্তা আরও অন্ধকার হয়ে যায়। সেসময় দ্রুতগতিতে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে। রাস্তার যে দশা তাতে চলাচল করতে রীতিমতো ভয় করে।'

বাঘা আড়ের ১৩ ভাগ, বিবাদ মিটল থানায়

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৫ জুন : মাছ এক, দাবিদার ১৩! জটিল পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে হাজির পুলিশ। পুলিশ ভ্যানে চেপে মাছ গেল থানায়। প্রশাসনের মধ্যস্থতায় থানায় বসল মাছ ভাগের আসর। শেষপর্যন্ত ১৩ জনই পেলেন মাছের ভাগ। ১৩ ভাগ? মাছের সাইজ নিশ্চয়ই পেল্লায়। হ্যাঁ, ঠিকই, মাছের ওজন ৪৫ কেজি। রবিবার ধরা পড়েছিল চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোক নদীতে।

বিশাল সাইজের বাঘা আড় মাছ একজনের জালে ধরা পড়ে। তাতে কী! তিনি মাছের মালিকানা দাবি করতে পারলেন না। এত বড় মাছ ডাঙায় তোলা তাঁর একার সাধ্য ছিল না যে। তাই অনেকে হাত লাগান। সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে ভাগ চান সবাই। শুধু চাওয়া নয়, মাছ পেতে প্রথমে বচসা, পরে মারামারিতে গড়ায়। মাছ ধরা পড়েছিল টুনিখাড়ি এলাকার বাসিন্দা সাদ্দিক আলির জালে।

তাঁর দাবি, মাছ ডাঙায় টেনে তুলতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছয়জন। কিন্তু মওকা বুঝে দাবিদারের সংখ্যা বেড়ে হয়ে যায় ১৩। তাতেই বিপত্তি। হুলুস্থুল। অতঃপর স্থানীয়রা খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মাছটি ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় এক মাছ ব্যবসায়ীকে ডেকে মাছ কাটার ব্যবস্থা করে পুলিশই। তখনও থানার বাইরে মাছের ভাগ পাওয়ার আশায় ১৫-২০ জন অপেক্ষারত।

এই মাছের ভাগ নিয়েই যত ঝামেলা।

উৎসাহী মানুষের ভিড়ও ছিল। বিবাদের নিষ্পত্তি করতে দাবিদার ১৩ জনকেই মাছের ভাগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। স্থানীয়রা স্বীকার করছেন, পুলিশ হস্তক্ষেপ না করলে মাছের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ঝামেলা বাড়ত। তবু কি আর বিবাদ মেটে। শেষপর্যন্ত কে মাছের মুড়ো নেবে আর কে লেজ, তা নিয়েও পুলিশের সামনে হুড়োহুড়ি।

স্থানীয় বাসিন্দা এনামুল হক বলেন, 'ডোক নদীর ব্যারেজের গেট বন্ধ হলে একদিকের জল নেমে যায়। ওই সময় আশপাশের অনেকে মাছ ধরতে নদীতে নামেন। বিশাল মাছ দেখে সবাই হইচই শুরু করেন। তারপর মাছের ভাগ নিয়ে এত হইচই।'

ফ্লয়েডের পরিণতি ভারতীয়ের

সিডনি, ১৫ জুন : গলায় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। যার জেরে গুরুতর আহত হন অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী ভারতীয় গৌরব কুন্ডি। মস্তিষ্কে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। শনিবার অ্যাডিলেডের ওই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার ভিডিও তুলেছিলেন গৌরবের স্ত্রী অমৃতপাল কৌর। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর আগে আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েড নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণকে একইভাবে গলায় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। যার জেরে মৃত্যু হয় ফ্লয়েডের। এবার ২০২০ সালের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল অস্ট্রেলিয়ায়। প্রাণ গেল একজন ভারতীয়ের।

মথুরায় ভেঙে পড়ল ৬ বাড়ি

মথুরা, ১৫ জুন : রবিবার খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল উত্তরপ্রদেশের মথুরার গোবিন্দনগরে। তা থেকেই বিপত্তি। একসঙ্গে ভেঙে পড়েছে এলাকার ৬টি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছেন বেশ কয়েকজন। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। ৩ জন আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যে বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে তার প্রতিটি ২, ৩ বা ৪ তলা। অন্তত ১০-১২ জন বাড়িগুলির নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ভূষণ ভার্মা বলেন, 'ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। পুরসভার উদ্ধারকারী দল জেসিবি মেশিন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির নীচে কতজন আটকে রয়েছেন আমরা তা খতিয়ে দেখছি।'

যোগ দিবসে জনসংযোগ সূচি

কুরুক্ষেত্র, ১৫ জুন : ১১ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে জনসংযোগ কর্মসূচিতে গতি এনেছে পতঞ্জলি যোগপীঠ। এই কর্মসূচির অধীনে কুরুক্ষেত্রে যোগ ও প্রাণায়াম শেখাবেন স্বামী রামদেব। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। পতঞ্জলি যোগ সমিতির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ভাইয়া রাকেশ কুমার বলেন, 'এবার ২১ জুনের যোগ দিবস খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক হতে চলেছে। যোগ দিবসে সব রাজ্যের যোগপ্রেমী মানুষরা যোগ অনুশীলন করবেন এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন যত এগিয়ে আসছে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ততই যেন বাড়ছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে যোগাভ্যাসের কথা প্রচার করছেন।' ইসমাইলবাদের আগরওয়াল ধর্মশালা এবং খেদি শহিদান গ্রামের মন্দির চত্বরে যোগ শিক্ষার ক্লাস পরিচালনা করেছেন ভাইয়া রাকেশ কুমার। হরিয়ানার জেলা স্তরে দোকানদার, তরুণ, প্রবীণ এবং মহিলাদের মধ্যে যোগের আকর্ষণ বাড়াতে প্রচার চলছে বলে পতঞ্জলি যোগপীঠের তরফে জানানো হয়েছে।

চিন সফরে যাবেন রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বৈঠকে যোগ দিতে চলতি মাসের শেষ দিকে চিন সফরে যেতে পারেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রথম চিন সফর ঘিরে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনাথ ছাড়াও বৈঠকে যোগ দেবেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, এসসিও বৈঠকে যোগ দেওয়া ছাড়াও চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডং জুনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে পারেন রাজনাথ। তবে এ যাত্রায় পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা নেই বলেই সূত্রটির দাবি। এসসিও সদস্য দেশগুলির মধ্যে ভারত, চিন, পাকিস্তান ছাড়াও রয়েছে রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, ইরান ও বেলারুশ।

খারিজ দাসোঁর

প্যারিস, ১৫ জুন : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন নাকি ভারতের ৩টি রাফাল বিমান ধ্বংস করেছে পাক সেনা। এমনই দাবি করছে সেদেশের সংবাদমাধ্যম। সেই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ফাইটার জেটের নির্মাতা সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের সিইও এরিক ট্রাপিয়ার। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের ৩টি রাফাল ধ্বংসের যে দাবি পাকিস্তান করেছে তা পুরোপুরি ভুল।

আকাশ ও জলে বিপর্যয়

কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে বিপত্তি

দেরাদুন, ১৫ জুন : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ ড্রিমলাইনারের ভয়াবহ দুর্ঘটনার ক্ষত এখন দগদগে। তারই মধ্যে রবিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। হেলিকপ্টারে পাইলট সহ মোট ৭ জন যাত্রীয় মারা গিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে একটি ২৩ মাসের কন্যাশিশুও রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই নিয়ে গত ৬ সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চমবার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটল উত্তরাখণ্ডে। ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত চার ধাম অঞ্চলে হেলিকপ্টার পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। ৭ জুন প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে একটি কপ্টার জরুরি অবতরণ করেছিল। তাতে কেউ মারা যাননি। ৮ মে গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে একটি কপ্টার ভেঙে পড়ে পাইলট সহ মারা গিয়েছিলেন ৬ জন।

এদিন ভোর ৫টা ১৭ মিনিটে কেদারনাথ থেকে ৬ জন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে গুপ্তকাশীর উদ্দেশে রওনা দেয় হেলিকপ্টারটি। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। যে মহিলারা ওই জঙ্গলে ঘাস কাটার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাই প্রথমে দুর্ঘটনার খবর দেন। দ্রুত উদ্ধারে নামে এসডিআরএফ, পুলিশ। হেলিকপ্টারে থাকা ৭ জনেরই দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা হলেন, হেলিকপ্টারের পাইলট ক্যাপ্টেন রাজবীর সিং চৌহান, রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা তথা বদ্রীনাথ কেদারনাথ মন্দির কমিটির কর্মচারী বিক্রম সিং রাওয়াত (৪৬), উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের দুই বাসিন্দা বিনোদ নেগি (৬৬) ও তুষ্টি সিং (১৯), মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা রাজকুমার জয়সওয়াল (৪১), তাঁর স্ত্রী সারদা জয়সওয়াল (৩৫) এবং তাঁদের ২৩ মাসের শিশুকন্যা কাশী জওসওয়াল। পাইলট রাজবীর সিং চৌহান ১৫ বছরের বেশি সময় ভারতীয় সেনায় কর্মরত ছিলেন।

দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন। তাতে মুখ্যসচিব, পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তরের সচিব, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক, সিভিল অ্যাভিয়েশন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পাশাপাশি ডিজিসিএ-র প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। আগের কপ্টার দুর্ঘটনাগুলির তদন্ত যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি করছে, তার হাতে রবিবারের দুর্ঘটনার তদন্তভারও তুলে দেওয়া হয়েছে।

দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রুদ্রপ্রয়াগে।

সেতু ভেঙে নদীতে, মৃত ৪

পুনে, ১৫ জুন : দুর্ঘটনা, বিপর্যয় বন্ধই হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর রবিবার ভোরে উত্তরাখণ্ডে একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। লাগাতার মৃত্যুমিছিলের শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই রবিবার দুপুরে পুনের তালেগাঁওয়ে ইন্দ্রায়নী নদীর ওপর একটি পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে নদীতে তলিয়ে গেলেন বহু পর্যটক। ৪ জন এই ঘটনায় মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন ৩০ জনেরও বেশি পর্যটক। বর্ষার কারণে নদীর স্রোত অত্যন্ত বেশি থাকায় সেতু ভেঙে নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ভেসে যান। এখনও অনেকে নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। বেশ কিছু মোটরবাইক ও স্কুটারও ভেসে গিয়েছে নদীতে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে আহত হয়েছেন ৬ জন।

বর্ষায় নদী ও সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে এমনিতেই ভিড় জমে ওই এলাকায়। সেতুটি লোহার হলেও পুরনো এবং জীর্ণ অবস্থায় ছিল। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার সময় সেতুতে বহু পর্যটক ছিলেন। সেতুটির ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। তবে গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় লাগাতার বৃষ্টির কারণে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ইন্দ্রায়নী নদী। রবিবার ছুটির দিন হওয়ার কারণে নদীর রুদ্র রূপ দেখতে পর্যটকদের ভিড় জমেছিল ওই সেতুটিতে। তখনই ঘটে বিপর্যয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্স। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পুনের সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। ফড়নবিশের সঙ্গে কথা বলে দুর্ঘটনার খবর নেন ত্রিদেশীয় সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পুনের অভিভাবকমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার বলেন, লোহার সেতুটি পুরোনো ও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নতুন সেতু নির্মাণের জন্য ৮ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুনের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। কীভাবে সেতু বিপর্যয় ঘটল তা নিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক কারণ সামনে আসতে শুরু করেছে।

স্থানীয় এনসিপি বিধায়ক সুনীল শেলকে বলেন, '৩০ বছর আগে স্থানীয় কৃষকদের যাতায়াতের জন্য এই সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পর্যটক এবং দু-চাকার অতিরিক্ত চাপ সইতে পারেনি সেতুটি। সেই কারণেই এই বিপত্তি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জরাজীর্ণ সেতুটি চার-পাঁচবছর আগে শেষবার মেরামত করা হয়েছিল। সেতুটির খারাপ দশার কথা ভেবেই তাঁরা সেটি এড়িয়ে চলেন। কিন্তু পর্যটকরা সেতুটির বিপজ্জনক দশার দিকে নজর দেননি।

ইন্দ্রায়ণী নদীর ওপর সেতু ভাঙার পর ভেসে যাওয়া পর্যটকদের উদ্ধারকাজ চলছে। পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয়রা। পুনেতে।

একনজরে

- পুনের তালেগাঁওয়ে ইন্দ্রায়ণী নদীর ওপর পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে নদীতে তলিয়ে গেলেন বহু পর্যটক।
- মৃত ২, ৩০ জনেরও বেশি পর্যটক গুরুতর আহত
- মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে আহত হয়েছেন ৬ শ্রমিক

ভারত-পাক প্রসঙ্গ টেনে ইরান-ইজরায়েলকে বার্তা ট্রাম্পের

হামলা জারি রেখেছে দুই দেশ

তেল আভিভ ও তেহরান, ১৫ জুন : শুক্রবার থেকে একে অপরের ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল এবং ইরান। রবিবার সকাল থেকে ইরানের বিভিন্ন তৈল শোধনাগার এবং মজুত কেন্দ্রগুলির ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। জবাবে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন 'বৃষ্টি' করেছে ইরান।

তেল আভিভ ও হাইফা শহরে শতাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ২টি শহরের একাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হামলা হয়েছে উত্তর ইজরায়েলের তামরায়। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১১ জনের। আহত ৫০-এর বেশি। ইরানি হামলার তীব্রতা আঁচ করে এদিন আমেরিকার কাছে খোলাখুলি সামরিক সাহায্য চেয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'আমাদের শত্রু আপনাদেরও শত্রু। আমরা এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আজ হোক বা কাল যার মুখোমুখি আপনাদের সবাইকে হতে হবে।'

দুই দেশের সংঘর্ষের মাঝে ট্রাম্পের মুখে নতুন সমঝোতার কথা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'ইরান-ইজরায়েলের বোঝাপড়ায় আসা উচিত। আর তারা সেটা করবেও।' ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করার বিষয়টি আলোচনায় আনার পরই নরেন্দ্র মোদি-শাহবাজ শরিফ দ্রুত সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলায় অন্য সুর শোনা গিয়েছে।

রবিবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইরানের ওপর হামলায় আমেরিকার হাত নেই। তারপরেও ইরান যদি কোনও মার্কিন পরিকাঠামোকে নিশানা করে, তাহলে আমরা সব শক্তি নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। ইরানকে এমন শাস্তি দেব, যা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।'

নেতানিয়াহুর বাহিনীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল মধ্য ইরানের ইসফাহান শহরে অবস্থিত কনভারসন প্ল্যান্টটি। আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলির দীর্ঘদিনের অভিযোগ, ইসফাহানের এই কেন্দ্রে গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে ইরান। রবিবার এখানে আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলের একাধিক ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। যুদ্ধবিমান থেকেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। কাজে আসেনি ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শনিবার গভীর রাতে দক্ষিণ ইরানের বুসার প্রদেশের পারস গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র। বিশাল এলাকাজুড়ে আগুন লেগেছে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াদৌড়ি করছেন কর্মীরা। পারস হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র। সেখান থেকে দৈনিক ১ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস উত্তোলন হয়। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গ্যাসের ৬.৫ শতাংশের জোগানদার এই কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধ্বংস হয়েছে তেহরানের শহরান তেল ডিপো। ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে হাইফা তৈল শোধনাগারেও।

এদিকে ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। শনিবারের চেয়ে এদিন প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ১৪ শতাংশ বেড়ে ৭৩ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। ইজরায়েলের হামলার জেরে জ্বালানি খাতে ইরানের দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন ডলারে (২,১৫৬ কোটি টাকা) পৌঁছে গিয়েছে। রবিবারের ইজরায়েলি হামলায় অন্তত ৯১ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা।

৩ দিন ধরে চলা সংঘর্ষে দু'পক্ষের ৩৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইরান, ইজরায়েলকে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রঁ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। এদিন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু বৈঠকে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ম্যাক্রঁ। সেই প্রস্তাব খারিজ করে ইরান।

ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্রে তেহরানের তেল শোধনাগার জ্বলছে। রবিবার।

মণিপুর নিয়ে কটাক্ষ কংগ্রেসের

ফের বিদেশ সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : কানাডায় জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে রবিবার ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপারেশন সিঁদুরের পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। পাঁচদিনের এই সফরে মোদির প্রথম গন্তব্য সাইপ্রাস। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডিস। সোমবার সাইপ্রাস থেকে কানাডার কানানাস্কিসে জি৭ বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। বৈঠক সেরে বুধবার ক্রোয়েশিয়া সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯ তারিখ দেশে ফিরবেন তিনি। এদিকে মোদির এই ত্রিদেশীয় সফরকে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। মণিপুরে অশান্তি শুরুর পর এটা তাঁর ৩৫তম বিদেশ সফর বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর খোঁচা, 'মণিপুরের মানুষের ভোগান্তি অব্যাহত থাকলেও তাঁদের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই মোদির। মণিপুরের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এহেন আচরণ অত্যন্ত মর্মান্তিক।'

এদিন বেরোনোর আগে মোদি এক বার্তায় বলেন, 'সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারতকে লাগাতার সমর্থন করার জন্য বন্ধুরাষ্ট্রগুলিকে ধন্যবাদ জানাতে এবং সমস্ত প্রকার সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে সচেতন করার সুযোগ এনে দিয়েছে এই ত্রিদেশীয় সফর।' ২৩ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাসে পা রাখলেন। এবার একেবারে শেষবেলায় কানাডায় আয়োজিত জি৭ বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয় মোদিকে।

জি৭ বৈঠকে যোগদানের পাশাপাশি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গেও নমোর একান্ত বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে এবার। কানাডা সফর সেরে ক্রোয়েশিয়ায় যাবেন মোদি। ১৯৯১ সালে সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হওয়ার পর এটাই হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ক্রোয়েশিয়া সফর। মোদির মতে, এই সফরের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

সাইপ্রাসে নরেন্দ্র মোদি।

এআই উড়ানে ত্রুটি

গাজিয়াবাদ, ১৫ জুন : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান ভেঙে পড়ার ভয়াবহ ঘটনার পরে ফের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় দেড় ঘণ্টা রানওয়েতেই দাঁড়িয়ে থাকল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের আইএক্স ১৫১১ নম্বরের কলকাতাগামী বিমান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্ডন বিমানবন্দরে। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রবিবার সকাল ৯টা ২০ নাগাদ হিন্ডন থেকে রওনা দেওয়ার কথা ছিল বিমানটির। যাত্রার ঠিক আগে বিমানকর্মীদের যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়টি নজরে আসে। খবর যায় গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে। রানওয়েতেই ঘণ্টাখানেক ধরে বিমান মেরামত করা হয়। রানওয়েতে অপেক্ষা করতে থাকেন যাত্রীরা। মেরামতি শেষ হলে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য তারা দুঃখিত। কোনও যাত্রী সফর বাতিল করলে টিকিটের পুরো দাম ফিরিয়ে দেবে সংস্থা।

জরুরি অবতরণ

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জুন : কেরলের তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমান। ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিমানে জ্বালানির পরিমাণ কমে যায়। তিরুবনন্তপুরম এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানের চালক। অনুমতি মেলার পর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এফ-৩৫বি। ফাইটার জেটটি ব্রিটিশ নৌসেনার এইচএমএস প্রিন্স অফ ওয়ালস বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজে মোতায়েন ছিল। সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরে চক্কর কাটছিল বিমানটি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেটি জাহাজে ফিরতে পারেনি। রবিবার বিকাল পর্যন্ত বিমানটি তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরেই ছিল বলে জানা গিয়েছে।

রূপানি সহ ৪২ জনের দেহ শনাক্ত

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন : এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের দেহ ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির মৃতদেহও রয়েছে। চার্টার্ড বিমানে করে তাঁর মৃতদেহ আহমেদাবাদ থেকে রাজকোটে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ রমেশভাই সাংভি। এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তিনি বলেন, 'শনিবার রাত ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মৃতদেহগুলির ডিএনএ পরীক্ষার কাজ অক্লান্তভাবে করে চলেছে আমাদের টিম। এখনও পর্যন্ত মোট ৪২ জনের ডিএনএ নমুনা মিলেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃতদেহের ডিএনএ-ও মিলে গিয়েছে।'

আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার ড. রজনীশ প্যাটেল জানিয়েছেন, চূড়ান্ত সংবেদনশীলতা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে ডিএনএ নমুনা মেলানোর কাজ করা হচ্ছে। ডিএনএ নমুনা মিললে তবেই মৃতদেহ ও দেহাংশ মৃতদের নিকটাত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

তবে অতিরিক্ত সুপার এই দাবি করলেও বাস্তবে যে তা হচ্ছে না, তার ঝলকও দেখা গিয়েছে। এক মৃতের পরিবারের হাতে হাসপাতালের তরফে একটি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। তাতে ২টি মাথা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাছের মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা ও কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীলতার জবাবে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের তীব্র আপত্তির জেরে ফের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ওই ২টি মাথা। গোটা ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় হাসপাতাল চত্বরে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে দগ্ধ, ঝলসে যাওয়া মৃতদেহগুলিকে শনাক্ত করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। সমগ্র ডিএনএ নমুনা মেলানোর প্রক্রিয়া মিটতে সময় লাগে প্রায় ৭২ ঘণ্টা। এই অবস্থায় একই ব্যাগে দুটি মাথা চলে যাওয়ার ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অস্বস্তিতে পড়েছে।

হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, 'এর ফলে ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা পুনরায় করতে হবে। কারণ দুটি মাথা দুজন আলাদা মৃত ব্যক্তির। এক ব্যাগে দুটি মাথা চলে যাওয়া ঠিক হয়নি।' ডিএনএ-র নমুনা মেলানোর পরীক্ষা করতে যত সময় লাগছে ততই যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে নিকটজনকে হারানোর শোকাতুর পরিবারগুলির। ময়নাতদন্ত করার ঘরের বাইরে পরিবারের লোকজনকে বারবার শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ওই আধিকারিক বলেন, কীভাবে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে, কীভাবে সেগুলি মেলাতে হবে, তারপর মৃতদেহ বা দেহাংশ কফিনে মুড়ে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে তার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। যেহেতু দেহগুলি ঝলসে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাই মৃতদেহের পুরোটাই উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।'

এক ব্যাগে দুটি মাথা ঘিরে বিতর্ক

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরের বয়ান রেকর্ড

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন : ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ১৭ বছরের আরিয়ান আনসারির মোবাইলে তোলা ভাইরাল দৃশ্যটি। বৃহস্পতিবার একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বিমানটি ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ভেঙে পড়া এবং আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার দৃশ্য গোটা বিশ্ব দেখেছে। সেই ভিডিওটি বাড়ির ছাদ থেকে নিজের মোবাইলে তুলেছিলেন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আরিয়ান আনসারি। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মতো সেও মোবাইল ক্যামেরায় জগৎকে বন্দী করে। বৃহস্পতিবারও অভ্যাসবশে সেই কাজটিই করেছিল সে। আর সেটাই এখন দুর্ঘটনার তদন্তে অন্যতম হাতিয়ার। ইতিমধ্যে তার বয়ান রেকর্ড করেছে আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশ জানিয়েছে, আরিয়ানই ভয়াবহ দুর্ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী।

অসুস্থ উত্তরের ৪ চাকরিহারা

অনশনরত শিক্ষকদের খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই

নিউজ ব্যুরো

১৫ জুন : চরম অবহেলা ও অমনোযোগের মধ্যে অনশনকারী চাকরিহারা শিক্ষকরা অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। ১০ জন অনশনকারীর মধ্যে ৬ জনেরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। অসুস্থদের মধ্যে ৪ জনই উত্তরবঙ্গের শিক্ষক। অনশনকারীদের মধ্যে আরও কয়েকজন উত্তরবঙ্গের।

কলকাতায় বিকাশ ভবন থেকে কিছুটা দূরে হাইকোর্টের নির্দিষ্ট করে দেওয়া সেন্ট্রাল পার্কের ধর্নামঞ্চে বৃহস্পতিবার অনশন শুরু করেন ওই চাকরিহারারা। মাথার ওপর তেমন কোনও ছাউনি নেই। নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। সরকারপক্ষ তো দূরের কথা, শাসক-বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলই অনশনকারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর করছে না বলে অভিযোগ। বিধানসভার অধিবেশন চললেও কোনও দলের বিধায়ক বিষয়টির উল্লেখমাত্র করেননি।

এমন অবহেলার মধ্যে বৃষ্টি মাথায় অনশন করতে করতে তৃতীয় দিনেই একের পর এক শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শিলিগুড়ির বলরাম বিশ্বাস, বিকাশ রায় ও মানিক মজুমদারের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা এলাকার সুকুমার সোরেন। অনশনে আছেন কোচবিহারের দুই শিক্ষক কৌশিক সরকার ও কিশোরকুমার রায়ও। পাঁচ দফা দাবিতে অনশন হচ্ছে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের ডাকে।

মঞ্চের অন্যতম নেতা মেহবুব মণ্ডলের অভিযোগ, 'সরকার আমাদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্সও রাখেনি। অসুস্থ বলরাম বিশ্বাসকে আন্দোলনরত এক শিক্ষিকার গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সরকার গাড়ি পাঠিয়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে অবস্থান মঞ্চের ওপরের ত্রিপল থেকে জল পড়ছে। অথচ পুলিশ বা প্রশাসন ভ্রূক্ষেপ করছে না।'

অসুস্থ এক চাকরিহারা শিক্ষককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

> যেভাবে খিঁচুনি হচ্ছিল, তাতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। হাসপাতালে বলরামকে প্রথমে জেনারেল বেডে রাখা হলেও, পরে হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়।
> বিকাশ রায়, শিক্ষক

উত্তরবঙ্গের চারজন ছাড়াও অনশনে অসুস্থ হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের অচিন্ত্যকুমার দাস ও চিন্ময় মণ্ডল। ৫ জনকে আরজি কর মেডিকেল কলেজে ও চিন্ময়কে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্লাড সুগার লেভেল নেমে যাওয়া ও সোডিয়াম, পটাশিয়ামের অভাব হওয়ায় শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে অনশনকারীদের। এদিকে, সোমবার থেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করার নির্দেশ রয়েছে। অনশনরতরা সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি। শিলিগুড়ির যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই বলরাম বিশ্বাস খোপলাসি হিন্দি হাইস্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক। দক্ষিণবঙ্গে বাড়ি হলেও চাকরির কারণে তিনি শিলিগুড়ির প্রকাশনগরে শিবমন্দির এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন।

খিঁচুনির পাশাপাশি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা শুরু হলে পরীক্ষা করে দেখা যায়, উচ্চ রক্তচাপ আছে। তাতে অনশনরত অন্য শিক্ষকরা ভয় পেয়ে যান। অনশনে আরেক অসুস্থ শিলিগুড়ির লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক বিকাশ রায় বলেন, 'যেভাবে খিঁচুনি হচ্ছিল, তাতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। হাসপাতালে বলরামকে প্রথমে জেনারেল বেডে রাখা হলেও, পরে হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়।'

অনশন মঞ্চ থেকে টেলিফোনে কোচবিহার জেলার দিনহাটার সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের শিক্ষক কৌশিক সরকার বলেন, 'রিভিউ পিটিশনের নিষ্পত্তির আগে আমাদের পরীক্ষার জন্য আবেদন করানো যাবে না। আমরা যোগ্য শিক্ষক। আমাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বহাল করতে হবে।' অনশনে শামিল কোচবিহার জেলার সিতাই হাইস্কুলের শিক্ষক কিশোরকুমার সরকারের কথায়, 'নতুন করে যাঁদের নিয়োগ করতে চাইছে, তাঁদের পরীক্ষা নিক। কিন্তু রিভিউ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যেন পরীক্ষা না নেওয়া হয়।'

তিনি জানান, কোচবিহার জেলায় এরকম ৪০০-র বেশি শিক্ষক রয়েছেন। অনশনরত কোচবিহারের আরেক শিক্ষক ফণীভূষণ সাহা বলেন, 'আমরা সব পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাশ করে চাকরি পেয়েছি। তবু আবার কেন পরীক্ষা দিতে হবে?' অনশনে অসুস্থ দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা এলাকার সুকুমার সোরেন চাকরি করেন মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের আমতলা হাইস্কুলে।

দেশে ফেরার পর মেখলিগঞ্জ থানায়। রবিবার।

তিন ভারতীয়কে ফেরাল বিএসএফ

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ১৫ জুন : শনিবার মেখলিগঞ্জের জামালদহে কৌশিক বিওপির অন্তর্গত ১৯৩ রতনপুর সীমান্তের ১১ নম্বর গেটের কাছে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছিল ছয়জন। জিরো পয়েন্ট টপকে আসতেই তাদের বাধা দেন বিএসএফের ১৫৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। এদিকে, বিএসএফের বাধা পেয়ে বাংলাদেশে ফিরতে গেলে তাদের আটকে দেয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। তবে পরে জানা যায়, ওই ছয়জনের মধ্যে তিনজন ভারতীয়।

কোনওভাবে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে বিজিবি তাদের হেপাজতে নেয়। তথ্য পাওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে রবিবার দুপুরে তাদের ভারতীয় নাগরিকতা যাচাই করে দেশে ফিরিয়ে আনে বিএসএফ।

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'কোচবিহার জেলা পুলিশের অধীনে মেখলিগঞ্জ থানার নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে রবিবার তিনজন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে সফলভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার তাদের নিয়ে এসে হেপাজতে নেয়। পরবর্তীতে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেককেই নিজ নিজ জেলায় ফেরানো হবে।'

তবে কীভাবে এবং কেন ওই তিন ব্যক্তি বাংলাদেশে গিয়ে পৌঁছাল তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গত কয়েকমাস ধরে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশিদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। শনিবারও কয়েকজন অবৈধভাবে এপারে ঢোকার চেষ্টা করলে বাংলাদেশি সন্দেহে তাদের আটকে দেয় বিএসএফ।

কিন্তু সেই ছয়জনের মধ্যে তিনজন আদতে ভারতীয় ছিল। তাদের মধ্যে নাজিমুদ্দিন মণ্ডল ও মিনারুল শেখের বাড়ি মুর্শিদাবাদে ও অপর একজন মুস্তফা কামালের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলায়। বিজিবির পক্ষ থেকে রবিবার সেই খবর বিএসএফ-এর কাছে পাঠানো হয়।

> মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার তাদের নিয়ে এসে হেপাজতে নেয়। পরবর্তীতে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেককেই নিজ নিজ জেলায় ফেরানো হবে।
> সন্দীপ গড়াই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মাথাভাঙ্গা

তারপরই বিএসএফ সেই ভারতীয় বাসিন্দাদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেয়। রবিবার ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়।

সার্ভারের গেরোয় র‍্যাশন বিলিতে বিঘ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিংক নেই। সার্ভার ডাউন। আর এর জেরে দিনভর চড়া রোদে দাঁড়িয়ে র‍্যাশন নিতে গিয়ে নাস্তানাবুদ অবস্থা উপভোক্তাদের। শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমার গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই এভাবে মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

চা শ্রমিক থেকে শুরু করে দিনমজুর সকলেই সমস্ত কাজ ফেলে র‍্যাশন নিতে লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু সার্ভার সমস্যার জেরে অনেককেই ফিরে যেতে হচ্ছে। রবিবার মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় এমনই ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে র‍্যাশন ডিলাররাও বিরক্ত। একইভাবে ভোগান্তি বাড়ছে পাহাড়েও। দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় দুয়ারে র‍্যাশন প্রকল্প চালাতে গিয়ে সার্ভার সমস্যার জেরে উপভোক্তা এবং র‍্যাশন ডিলার উভয়েরই ভোগান্তি বাড়ছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বলেছেন, 'দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক বছর ধরে র‍্যাশন সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোটাই অনলাইনে করা হয়েছে। ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে খাদ্যপণ্য যাওয়া থেকে শুরু করে র‍্যাশন ডিলার হয়ে সাধারণ উপভোক্তার হাতে সেই পণ্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়া পুরোটাই এখন অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হচ্ছে। এদিকে, বর্তমানে পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই অনলাইন সার্ভার ঠিকভাবে কাজ করছে না। যার ফলে উপভোক্তাদের পণ্য দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন ডিলাররা। নিয়ম অনুযায়ী কোনও উপভোক্তা র‍্যাশন নিতে এলে তাঁর ডিজিটাল কার্ড মেশিনে সোয়াইপ করতে হবে। এর পরে উপভোক্তার মোবাইলে একটি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) যাবে। সেই ওটিপি সোয়াইপ মেশিনে ইনপুট করার পরেই ওই পরিবারের খাদ্যপণ্য বরাদ্দ করা যাবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য সুষ্ঠু ইন্টারনেট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। র‍্যাশন ডিলাররা বলছেন, শিলিগুড়িতে সার্ভার নিয়ে ভীষণ সমস্যা। সার্ভার ঠিক থাকলে একটি পরিবারের র‍্যাশন দিতে দু'মিনিট সময় লাগে। কিন্তু সার্ভার বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকায় ১০-১৫ মিনিট ধরে চেষ্টার পরেও একটি পরিবার র‍্যাশন পাচ্ছে না।

এদিন মাটিগাড়ার পাথরঘাটা, আঠারোখাই এবং পতিরামের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দুর্ভোগের ছবিটা স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। বেবি দাস, রুস্তম দাস, দীপিকা মণ্ডল সহ অন্যরা সকাল থেকে চড়া রোদের মধ্যে র‍্যাশনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা জানালেন, সকাল ৯টায় এসে লাইন দিয়েছি। ১২টা পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও র‍্যাশন পাননি। তাঁদের আরও অভিযোগ, ডিলার বলছেন যে, রসিদ বের হচ্ছে না। মোবাইলে ওটিপি আসছে না। প্রতি মাসে র‍্যাশন নিতে এসে এভাবে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

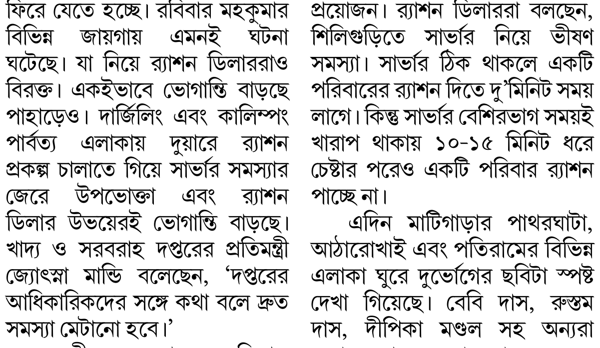

র‍্যাশন নিতে গিয়ে অপেক্ষায় মানুষ। রবিবার।

ডিভাইডারে গাড়ি

চোপড়া, ১৫ জুন : চোপড়ার সুফলগছ এলাকায় রবিবার সকালে জাতীয় সড়কে শিলিগুড়িগামী প্লাইউডবোঝাই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উঠে যায়। এই ঘটনায় লরির চালক ও খালাসি আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান।

প্রতিবাদ মিছিল

বাগডোগরা, ১৫ জুন : মহেশতলায় অশান্তির প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ, হীরেন বর্মন প্রমুখ।

শিশু সুরক্ষায় আরপিএফ

মালিগাঁও, ১৫ জুন : শিশুশ্রম নির্মূল ও সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ১২ জুন পালিত হয় বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) শিশুদের উদ্ধার ও সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

'ননহে ফরিস্তে' উদ্যোগের অধীনে ২০২১ সাল থেকে এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত আরপিএফ ৬১,৩৪৫ জন শিশুকে উদ্ধার করেছে। যাদের মধ্যে রয়েছে অনাথ, পাচার হওয়া কিংবা ভিক্ষুক ও বিপদগ্রস্ত শিশুরা। গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, ট্রেন প্রহরা এবং ব্যাপক নজরদারির মাধ্যমে আরপিএফ শিশু পাচার, অপহরণ, মাদকাসক্তি এবং তাদের চিকিৎসার বিষয়গুলি সামাল দিয়েছে। ২০২১ সাল থেকে তারা ৬৪৯ জন পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করেছে। এবিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন'।

আরপিএফ ৭৫০টিরও বেশি অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট এবং ১৩৫টি চাইল্ড হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক আরও ২১২টি ডেস্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। এছাড়া নবায়নকৃত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), যা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট এবং মিশন বৎসল্য অনুযায়ী শিশু সুরক্ষায় একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি নিশ্চিত করে। আরপিএফ 'আমাদের মিশন : ট্রেনে শিশু পাচার প্রতিরোধ' এই স্লোগানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

রাস্তায় ধস

কিশনগঞ্জ, ১৫ জুন : কোচাধামন ব্লকের সরায় গ্রামের বিদ্যুৎ সরবরাহ সাব-স্টেশনের ডাইভারশনের কাছে নবনির্মিত এক্সপ্রেস হাইওয়ে শনিবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে ধসে পড়ে। এই ঘটনার পর কোচাধামনের সঙ্গে জেলা সদর কিশনগঞ্জের যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানিয়েছেন। তবে বিকল্প পথে যানবাহন চলাচল শুরু করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

বচসার মাঝে ১৩ রাউন্ড গুলি

সহকর্মীকে খুন করে ধৃত জওয়ান

অর্ণব চক্রবর্তী

সামশেরগঞ্জ, ১৫ জুন : রাগের মাথায় সহকর্মীকে গুলি করে খুন করলেন এক বিএসএফ জওয়ান। ১৩ রাউন্ড গুলি চালিয়েছেন ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা ওই জওয়ান। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় সামশেরগঞ্জের পাহাড়পুরে। পরপর গুলির আওয়াজে চমকে ওঠেন আশপাশের বাসিন্দারা। জানা যায়, দুই জওয়ান বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সেসময়ে বছর পঁচিশের শিবমকুমার মিশ্র রেগে গিয়ে ছাপান্ন বছরের রতনকুমার সিং শেখাওয়াতকে গুলি করে খুন করেন। অভিযুক্ত জওয়ান শিবমকুমার মিশ্রকে রবিবার সকালে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পাহাড়ঘাটি এলাকায় দুই জওয়ান ডিউটি করছিলেন। হেড কনস্টেবল রতনকুমার সিংয়ের বাড়ি রাজস্থানে। অভিযোগ, কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও বিষয় নিয়ে রতনের সঙ্গে বচসা বাধে শিবমকুমারের। তখনই রতনকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে শিবমের বিরুদ্ধে। রাতেই অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, শিবম বেশ কিছুদিন ধরে অত্যধিক চাপে ছিলেন। বাড়িতে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তারই মাঝে ওই জওয়ানকে নিয়ে নাকি হাসির ছলে ঠাট্টা করছিলেন রতন। তখনই কোনও কারণে রেগে যান শিবম। রাগের মাথায় গুলি চালাতে শুরু করেন। ১৩ রাউন্ড গুলি চালান শিবম। তারপর নিজেই এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এবিষয় নিয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও বিএসএফ।

গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওই জওয়ানকে অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পরিস্থিতির অবনতি হলে তাঁকে জঙ্গিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। জঙ্গিপুর হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত জওয়ান নিজেই ধরা দিয়েছেন। তাঁর ইনসাস রাইফেল আটক করেছে পুলিশ। ১৩ রাউন্ড গুলি চলে। ৭ রাউন্ড ম্যাগাজিনে ছিল এবং অতিরিক্ত ৪০ রাউন্ড মতো মজুত ছিল। সকালেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। জঙ্গিপুরে পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ওই জওয়ানের কিছু সমস্যা ছিল।'

অভিযুক্ত জওয়ানকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সমবায়ের সভা

ফুলবাড়ি, ১৫ জুন : ফুলবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে গ্রামীণ কৃষি কল্যাণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড। সেই সমবায় সমিতি পুনরায় চালু করার জন্য রবিবার ফুলবাড়ি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমবায় সমিতির ম্যানেজার যতীন্দ্রনাথ বর্মন, তৃণমূল কংগ্রেসের ফুলবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি কৃষ্ণপদ বর্মন, সিপিএম নেতা শশধর বর্মন, কোচবিহার জেলা সমবায় কর্মচারী সমিতির সভাপতি সুশান্তকুমার বর্মন প্রমুখ। যতীন্দ্রনাথ জানান, এই সমবায় সমিতিটি ১৯৯৩-এ চালু হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে ২০১৩-এ বন্ধ হয়ে যায়। সেই সমবায় সমিতি পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৫ জুন : কিশনগঞ্জ জেলায় নেপাল সীমান্তের কাছে দহিভাত গ্রামে রেললাইনে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দেহটি কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির। লোকটিকে বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মেয়েকে মেরে থানায় মা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৫ জুন : নয় বছরের মূক ও বধির মেয়ে মায়ের কাছে ক্রমেই বোঝা হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। সেই রাগে ওই মহিলা বালিশ চাপা দিয়ে মেয়েটিকে মেরে ফেলে গঙ্গারামপুর থানায় আত্মসমর্পণ করলেন। রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর অঞ্চলের পাটুল গ্রামের ঘটনা। মৃত শিশুর বাবা বললেন, 'মেয়েকে বাড়িতে রেখে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কাজে গিয়েছিলাম। স্ত্রী খাবার তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই খাবার খেয়ে কাজে যাই। পরে ভগ্নীপতির ফোন পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি মেয়ে মারা গিয়েছে। এভাবে মেয়েকে যে হারাতে হতে পারে তা কোনওদিন ভাবতেও পারিনি।' পুলিশ ওই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যে বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে তার গৃহকর্তা পেশায় রাজমিস্ত্রি। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়। ছেলে আড়াই বছর বয়সি। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ গৃহকর্তা বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সেই সময় মেয়েকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেন বলে অভিযোগ। পরে তিনি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি যে মেয়েকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন তা আগেভাগে কেউ জানতে পারেননি। ওই মহিলা আত্মসমর্পণ করার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপরই এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেয়ে মূক ও বধির হওয়াতে ওই মহিলা সব সময় বিরক্ত থাকতেন বলে বাসিন্দাদের একাংশের দাবি। সেই রাগেই তিনি মেয়েকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন বলে তাঁদের অভিযোগ। বাসিন্দাদের আরেক অংশের অভিযোগ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণেও ওই মহিলা এমনটা করে থাকতে পারেন। এবিষয়ে ওই মহিলার স্বামীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি।

মর্মান্তিক

- মেয়ে মূক ও বধির হওয়ায় মা সহ্য করতে পারতেন না বলে অভিযোগ
- রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর অঞ্চলের পাটুল গ্রামের ঘটনা

ওই নাবালিকার এক পিসি বললেন, 'মেয়ের মা বালিশ চাপা দিয়ে ওকে মেরেছে। মূক ও বধির হওয়ায় মা ওকে পছন্দ করত না। তাছাড়া, ওর মা একবার পালিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল। আমরা ওর মায়ের কঠোর শাস্তি চাই।' নাবালিকার আরেক পিসি বললেন, 'মেয়েটি এদিন সকালে নিয়ম করে ব্রাশ করে মুড়ি খায়। তবে তারপর ভালো লাগছিল না বলে ইশারায় আমাকে জানায়। মেয়েকে দেখে রাখতে ওর মা আমাকে বলে গিয়েছিল। বেলা ১টার দিকে ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি মেয়েটির গা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন বাড়ি ছিলাম না সেই সময় কোনও ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।' তাঁরা এদিনের ঘটনায় স্তম্ভিত বলে মফিলউদ্দিন মিয়াঁর মতো গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ টোটোচালক

কালিয়াচক, ১৫ জুন : ফের উত্তপ্ত মোজমপুর। দুই গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একজন টোটোচালক। আমির শেখ নামের বছর তেইশের ওই তরুণের বুকে গুলি লাগে। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের চরিঅনন্তপুরের পিরপাড়া এলাকায়। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়।

রবিবার রাতে মোজমপুরের ব্রাউন সুগারের কারবারি দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা বাধে। দুই গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। বালিঘাডাঙ্গা-গোলাপগঞ্জ রাজ্য সড়কের ওপর মোজমপুর স্টেট ব্যাংকের সামনে গুলির লড়াই চলছিল। ওই সময় রাজ্য সড়ক দিয়ে গোলাপগঞ্জের দিক থেকে কালিয়াচকে যাচ্ছিলেন আমির। টোটোর সামনের কাচ ভেদ করে গুলি লাগে তাঁর বুকে। রাত পর্যন্ত এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

খোদ মেয়রের ওয়ার্ডেই ফ্ল্যাট

প্রথম পাতার পর

দূরত্বে বছর চারেক আগেই দু'কামরার ফ্ল্যাট কিনেছে শান। রবিবার সকালে সংশ্লিষ্ট আবাসনে গিয়ে দেখা যায় প্রথম তলায় থাকা শানের ফ্ল্যাটটি তালাবন্ধ। পাশের ফ্ল্যাটের আবাসিকরা বাংলাদেশি ছাত্রের কুকীর্তি শুনে হতবাক হয়ে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বয়স্ক আবাসিকের কথা, 'ছেলেটি আমাদের বলেছিল ওর বাড়ি নদিয়ার দিকে। আমরা জানতাম ও ফোটোগ্রাফার। তবে কখন আসত, কখন যেত বুঝতাম না। যা শুনছি তা মারাত্মক।' আবাসনের নীচতলার এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'প্রথম যেদিন ওর (শানের) নামে সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেদিন থেকেই আর ফ্ল্যাটে আসেনি। কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেরই ফ্ল্যাটে যাতায়াতও ছিল। কীভাবে এতসব করল প্রশাসনের তা তদন্ত করে দেখা দরকার।'

বাবুপাড়ার সানরাইজ ক্লাব লাগোয়া ওই আবাসনটি কয়েক বছর আগেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু একজন বাংলাদেশি কীভাবে ফ্ল্যাট কিনল? আবাসনের ডেভেলপার সুজাতা দে'র কথা, 'আমাদের কাছে ভারতীয় নথিপত্রই দিয়েছিল।

এই আবাসনের একটি ফ্ল্যাটেই থাকত বাংলাদেশি ছাত্র শান।

ভোটার, আধার কার্ড সবই ভারতীয়। আমাদের পক্ষে তো সেসব দেখে বোঝার উপায় ছিল না কিছুই।' সুজাতা জানিয়েছেন, বছর চারেক আগেই শান ফ্ল্যাটটি কিনেছিল। সেসময় চুক্তিপত্রে কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। বছর দেড়েক আগে ফের তাঁর সঙ্গে শানের নতুন চুক্তিপত্র হয়েছে। তবে টাকা লেনদেন হলেও এখনও ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন হয়নি। শান যে বাংলাদেশি তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি? সুজাতার কথা, 'প্রথমে শুনলাম ছেলেটি মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশে যেত। পরে শুনেছিলাম ওর বাড়ি বাংলাদেশে। তখন বিষয়টি নিয়ে অতটা ভাবিনি।' বাংলাদেশে বাড়ি জানা সত্ত্বেও কেন পুলিশকে জানাননি সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি সুজাতার কাছ থেকে।

ছাত্র ভিসা নিয়ে ভারতে এসে একজন বাংলাদেশি অবৈধ নথি তৈরি করে বছরের পর বছর ধরে শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করলেও প্রশাসন বা পুলিশের কর্তারা তার বিন্দুমাত্র আভাস কেন পেলেন না তা নিয়ে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব। তদন্ত করে যাতে যথাযথ পদক্ষেপ হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ার্ড কমিটিকেও দ্রুত খোঁজ নিতে বলব। আমরা চেষ্টা করলেও শহরে কারা আসছেন, কারা থাকছেন তার সব তথ্য পুরনিগমে জমা পড়ছে না। পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে শহরের নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা আরও কিছু পদক্ষেপ করব।' পুলিশের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের ঠাকুরগাঁও জেলায় শানের বাড়ি। শিলিগুড়ি থেকে বাংলাদেশের ওই এলাকার দূরত্ব খুব বেশি নয়। প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশের অনুমান, অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের জন্যই পরিকল্পনামাফিক ছাত্র ভিসা নিয়ে এদেশে ঢুকেছিল শান। যাতে ছাত্র ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায় তারজন্যই মাস কমিউনিকেশনের পর উইমেন স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়েছিল সে।

বেআইনিভাবে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হওয়ার পাশাপাশি ভারতে ব্যবসাও শুরু করেছিল ওই বাংলাদেশি তরুণ। ফোটোগ্রাফির ব্যবসা ছিল তার। ক্যামেরা ভাড়া দেওয়া, চুক্তিতে অনুষ্ঠানের ছবি তোলার কাজও করত সে। আইন অনুসারে সেটাও অবৈধ। ফোটোগ্রাফার হিসাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানেও শানকে দেখা গিয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে শিলিগুড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারতীয় নথি তৈরি করে শিলিগুড়িতে ঘাঁটি গাড়ার পেছনে বাংলাদেশি তরুণের অন্য কোনও গোপন উদ্দেশ্য ছিল কি না তা নিয়েই এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে গোয়েন্দা মহলে।

পুলিশের জালে

প্রথম পাতার পর

লুট করা বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে ঢুকে দুটো গ্যাস কাটার মেশিন দিয়ে বক্স কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে কাজটি শেষ করে তারা। এরপর পুলিশের তাড়া খেয়ে গজলডোবার কাছে গেটবাজারে একটি সাদা রংয়ের চার চাকা গাড়ি ফেলে রেখে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। বনাঞ্চলজুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ও বন দপ্তরের বিশেষ দল। ব্যবহার করা হয় ড্রোনও।

শনিবার রাতে শিকারপুর চা বাগানের মারাপুর লাইনের অনীশ ওরাওঁয়ের দোকানে কয়েকজন তরুণ ক্যারম খেলছিলেন। সে সময় অভিযুক্তরা দোকানে এসে জল চায়। তাদের সঙ্গে ব্যাগ ছিল। পরনে ছিল জংলি ছাপ পোশাক। এত রাতে অচেনা লোক দেখে সন্দেহ জাগে সেখানে উপস্থিত স্থানীয়দের মনে। তাঁরাই খবর দেন মান্তাদারি অঞ্চলের উপপ্রধান রামু ওরাওঁকে। রামু সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেন থানায়। তল্লাশি অভিযানে থাকা পাঁচজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজনকে ধরে ফেলার পাশাপাশি উদ্ধার করেন একটি ব্যাগ। বাকিরা সেখান থেকে চম্পট দেয়। রাতেই অবশ্য আরও এক অভিযুক্ত ধরা পড়ে। রবিবার বিকেলে আরও একজন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত আসলুপের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ ওঠায় পাঁচ বছর আগে তাকে দিল্লি পুলিশ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। বৌলবাড়ি এটিএম কাউন্টার লুটে অভিযুক্ত দলের বিরুদ্ধে বছরকয়েক আগে ইসলামপুরের একটি এটিএম কাউন্টার লুটেরও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় এটিএম লুটের ঘটনায় জড়িত তারা।

অভিযুক্তরা শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ ধূপগুড়ির দিক থেকে ময়নাগুড়িতে ঢোকে। মূল ঘটনাটি ঘটে রাত সাড়ে বারোটা থেকে ১টার মধ্যে। মাঝের ৬ ঘণ্টা তারা কোনও হোটেল বা রিসর্টে আশ্রয় নিয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বিভিন্ন রাস্তায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, বিভিন্ন রিসর্টের নথি।

স্বপ্নপূরণে 'অক্সিজেন' ভারত!

আমাদের গর্বিত করলে আইডেন : ঋষভ

লন্ডন, ১৫ জুন : ৭ বছরে ৪৩ টেস্টের কেরিয়ারে একবার নয়, দুইবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। পাখির চোখ এবার মিশন ইংল্যান্ডে। ভারতীয় দলের সঙ্গে যে লক্ষ্যে শেষ তুলির টান দেওয়ার ব্যস্ততা। তবে চোখ ছিল লর্ডসে অনুষ্ঠিত টেস্ট ফাইনালেও।

বাড়তি খুশি আইপিএল সতীর্থ আইডেন মার্করাম সাফল্য পাওয়ায়। সামাজিক মাধ্যমে তাই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ঋষভ পন্থ লিখেছেন, 'দুর্দান্ত খেলেছ আইডেন। তোমার জন্য খুব খুশি। চাপের মধ্যে অসাধারণ ব্যাটিং। আমাদেরও গর্বিত করলে। অভিনন্দন দক্ষিণ আফ্রিকা। ডব্লিউটিসি জেতার জন্য।'

মার্করামের মুখে আবার ভারতের কথা! ২৭ বছর দক্ষিণ আফ্রিকার আইসিসি ট্রফি জয়ের পিছনে নাকি অক্সিজেন জুগিয়েছে রোহিত শর্মার ভারতীয় দল! সৌজন্যে গতবছর টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে ফাইনালে হার। মার্করাম বলেছেন, 'গতকাল রাতে টি২০ বিশ্বকাপের কথা শুধু মনে ভিড় করছিল। সেদিন আউট হওয়ার পর নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়েছিল। মরিয়া ছিলাম, আর যেন এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। যে তাগিদ লর্ডসের টেস্ট ফাইনালে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ঠিক করেছিলাম, যতক্ষণ পারব ক্রিজে পড়ে থাকব। নিজের কাজ সম্পন্ন করেই ফিরব।'

ড্রেসিংরুমে ফাইনাল জয়ের স্মারক নিয়ে টেম্বা বাভুমা ও আইডেন মার্করাম।

মার্করামের মতে, টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে হার তাঁকে বড় শিক্ষা দিয়েছিল। জেতা ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার পর প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়। অবশেষে তার উত্তর দিতে পারলেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। খুশি, এরপর হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিদ্রুপ করে আর কেউ 'চোকার্স' বলবে না। টেস্ট মুকুটের সঙ্গে সবথেকে বড় প্রাপ্তি বোধহয় সেটাই।

> অনেকে বিদ্রুপ করেছিল, আমরা সহজ টিমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছি। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যার জবাব দিলাম। যোগ্য হিসেবে জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।
>
> **-কাগিসো রাবাদা**

অস্ট্রেলিয়া স্বপ্নে জল ঢেলে লক্ষ্যপূরণের পর মাতলেন লর্ডসে হাজির সমর্থক, বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার-সেলিব্রেশনে। ভিক্ট্রি ল্যাপের সময় সমর্থকদের ভিড়ে থাকা স্কুলের বন্ধুকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে বিয়ারে চুমুক। জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে জানান, ব্যস্ততার কারণে এতদিন এই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। স্বপ্নপূরণের দিনে সেই ইচ্ছেপূরণ। আশাবাদী, এরকম মুহূর্ত আরও আসবে।

ব্যাটিংয়ে মার্করাম যদি নায়ক হন, বোলিংয়ে কাগিসো রাবাদা। চোকার্স বদনাম ঘোচানোর সঙ্গে অনেক সমালোচনার জবাব দিতে পারার খুশি নিয়ে বলেছেন, 'অনেকে বিদ্রুপ করেছিল, আমরা সহজ টিমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছি। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যার জবাব দিলাম। যোগ্য হিসেবে জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কেশব মহারাজের গলায় দলীয় সংহতি, দেশের কথা। জানান, দলগত প্রচেষ্টা, প্রয়াস সাফল্যের মরিয়া তাগিদের পুরস্কার টেস্ট মুকুট। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো গর্বিত দেশের প্রতিনিধি হতে পারাও বিরাট সম্মান। কৃতজ্ঞ পূর্বসূরিদের কাছেও। মহারাজের যুক্তি, তাঁরা হয়তো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন, কিন্তু ভিতটা তৈরি হয়েছিল অনেক আগে। সাফল্যের কৃতিত্বটা তাই একইভাবে প্রাক্তনদেরও।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারের ধাক্কা সামলানোর চেষ্টায় উসমান খোয়াজা, অ্যালেক্স ক্যারিরা।

হেরে আইপিএল ভূত দেখছেন জনসন

সিডনি, ১৫ জুন : কথায় আছে যত দোষ নন্দ ঘোষ।

বিশ্ব ক্রিকেটে আইপিএল হল সেই 'নন্দ ঘোষ'। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার হারেও কাঠগড়ায় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ! এমনই অদ্ভুতুড়ে দাবি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার মিচেল জনসনের।

জনসনের লক্ষ্য পেস ত্রয়ী। অভিযোগ, জাতীয় দলের চেয়ে আইপিএলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন কামিন্সরা। বিশেষত, আঙুল তুলছেন চোট সারিয়ে ফের আরসিবির হয়ে প্লে-অফে খেলা জোশ হ্যাজেলউডের দিকে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথমসারির দৈনিকে ফাইনাল হারের ময়নাতদন্তে জনসন লিখেছেন, 'সম্প্রতি হ্যাজেলউডের ফিটনেস নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অথচ, অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে প্রস্তুতির বদলে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হিসেবে আইপিএলকে বেছে নিয়েছিল ও। স্বাভাবিকভাবে যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, হ্যাজেলউড ও নাথান লায়োন-'বিগ ফোর'-এর অবসরের বিষয়টিও উসকে দিলেন। জনসনের যুক্তি, চারজনই তিরিশোর্ধ্ব। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিকল্প ভাবা উচিত নির্বাচকদের। বলেন, 'চারজনই অত্যন্ত সফল বোলার। তবে কেউ যেন মনে না করে, সে দলে অটোমেটিক চয়েস। সামনে অ্যাসেজ। ওরা কতটা তাগিদ নিয়ে নামবে, তা নিশ্চিত হওয়া দরকার।'

ভবিষ্যতের বিকল্প ভাবনায় স্যাম কনস্টাস, জোশ ইনগ্লিস, স্কট বোল্যান্ডদের আরও গুরুত্ব প্রাপ্য বলে মনে করেন। জনসনের যুক্তি, যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন সফল হয়েছেন বুড়ো ঘোড়া বোল্যান্ড। সাফল্যের খিদেটা ইনগ্লিসদের পারফরমেন্সে ধরা পড়েছে। দল নির্বাচনের সময় নির্বাচকদের যা মাথায় রাখা দরকার।

জনসনের সুরে সুর মিলিয়ে মার্ক টেলর অবাক ফাইনালে ওপেনিং জুটি ভেঙে কনস্টাসকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে। মূলত ক্যামেরন গ্রিন ও বিউ ওয়েবস্টার, দুই অলরাউন্ডারকে খেলাতেই কনস্টাসের ওপর কোপ। যদিও তিন নম্বরে নেমে গ্রিন ফ্লপ। কাগিসো রাবাদাকে সামলাতে না পেরে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ (৪ ও ০)।

ড্যামিয়েন ফ্লেমিংয়ের মতে, গ্রিনের টপ অর্ডারে খেলানোর সিদ্ধান্তই ভুল। তিন নম্বরে খেলার মতো ব্যাটিং টেকনিক নেই গ্রিনের। বলেছেন, 'শেষমুহূর্তে ব্যাটিং অর্ডার বদলে বিষয়গুলি জটিল করে ফেলেছিলাম আমরা। গ্রিন কোনওভাবেই তিন নম্বরের উপযুক্ত নয়। ওর সেই টেকনিকও নেই। রাবাদার বোলিংয়ের সামনে তা প্রকট। ছয় নম্বরে ঠিকঠাক। বরং ওয়েবস্টারকে তিনে খেলালে সুফল মিলত।'

> শেষমুহূর্তে ব্যাটিং অর্ডার বদলে বিষয়গুলি জটিল করে ফেলেছিলাম আমরা। গ্রিন কোনওভাবেই তিন নম্বরের উপযুক্ত নয়। ওর সেই টেকনিকও নেই। রাবাদার বোলিংয়ের সামনে তা প্রকট। ছয় নম্বরে ঠিকঠাক। বরং ওয়েবস্টারকে তিনে খেলালে সুফল মিলত।
>
> **-ড্যামিয়েন ফ্লেমিং**

জনসন যখন দল নিয়ে তোপ দাগছেন, তখন স্বপ্নের নায়কদের নিয়ে মজে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটমহল। টেম্বা বাভুমা, আইডেন মার্করামদের ইতিহাসে নিজেদের অধরা স্বপ্নপূরণের স্বাদ নিচ্ছেন গ্রেম স্মিথ, এবি ডিভিলিয়ার্সরা।

স্মিথ-কেপিরা মজে বাভুমাদের ইতিহাসে

প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক স্মিথের মতে, ফাইনাল দ্বৈরথের প্রতিটি সেশনে ছিল উত্তেজনার রসদ, ওঠা-পড়া, ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। শুরুটা খারাপ করেও, দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে বাভুমারা বিশেষত, ২৮২ রান তাড়া করে মার্করাম-বাভুমার ম্যাচ উইনিং যুগলবন্দিতে উচ্ছ্বসিত স্মিথ।

গ্রেম স্মিথ বলেছেন, 'দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরমেন্স। চতুর্থ দিনেও পিচ প্রাণবন্ত ছিল। সেখানে অজি পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে রেকর্ড রান তাড়া করে জয় প্রশংসনীয়। সবসময় আমরা পার্টনারশিপের কথা বলি। মার্করাম-বাভুমা সেটাই করে দেখাল।'

মার্করামের ১৩৬ রানকে সেরা আখ্যা দিলেন কেভিন পিটারসেন। দক্ষিণ আফ্রিকাজাত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'টেস্ট ফরম্যাটে প্রোটিয়া ব্যাটারদের খেলা সম্ভবত সেরা ইনিংস। আক্রমণ আর রক্ষণের দুরন্ত মিশ্রণ। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলাল মার্করাম। এককথায় অসাধারণ। শুরুতে রায়ান রিকেলটনের আউটের পর চাপটা শুষে নিল। বুঝিয়ে দিল মানসিকভাবেও ও কতটা শক্তিশালী।'

দিল্লি ডেয়ারডেভিলস নিয়ে বিস্ফোরক এবি

লড়ে হারবে ভারত, ভবিষ্যদ্বাণী স্টেইনের

লন্ডন, ১৫ জুন : হোম সিরিজ। হোম অ্যাডভান্টেজ। প্রতিপক্ষ অনভিজ্ঞ ভারতীয় দল। আসন্ন তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন টেস্ট সিরিজে যার সুবিধা পাবে ইংল্যান্ড। সিরিজও জিতবে। তবে সাফল্য সহজে আসবে না। ভালোমতোই কাঠখর পোহাতে হবে বেন স্টোকস, জো রুটদের।

এমনই ভবিষ্যদ্বাণী ডেল স্টেইনের। দাবি, হারলেও শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় দল তুল্যমূল্য লড়াই করবে। একপেশে নয়, উত্তেজক সিরিজ হবে। প্রতিটি ম্যাচেই ফয়সালা। তবে শুভমানরা একাধিক টেস্ট জিতলেও শেষপর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ডই।

দক্ষিণ আফ্রিকার আইসিসি ট্রফি জয়ে উচ্ছ্বসিত এবি ডিভিলিয়ার্স।

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি স্টেইন বলেছেন, 'প্রতিটি ম্যাচেই উত্তেজক টক্কর শেষে ফয়সালা হবে। আমার ধারণা শেষপর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড। একপেশে দাপট দেখা যাবে না। যেই জিতুক ঘাম ঝরাতে হবে। আমার বিশ্বাস, ব্যাট-বলের উপভোগ্য দ্বৈরথ অপেক্ষা করছে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে।'

করোনাকালে ২০২২ সালে শেষ ইংল্যান্ড সফরে ২-২ ফলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দুই পর্বে সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পরও শেষ টেস্ট হেরে শেষপর্যন্ত সিরিজ জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করে রবি শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া।

এদিকে, দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে নিজের আইপিএল অভিষেকের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে যোগ দেওয়ার আগে ডেয়ারডেভিলসের হয়ে খেলেন ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। সেই সময়ের দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথাই তুলে ধরেছেন কিংবদন্তি প্রোটিয়া ব্যাটার।

ডিভিলিয়ার্সের দাবি, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস শিবিরে বেশ কিছু বিষাক্ত ব্যক্তি ছিলেন। দলের পরিবেশকে যাঁরা নষ্ট করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই তারকা। কারও নাম বলতে অবশ্য রাজি হননি। সবমিলিয়ে আইপিএল কেরিয়ারের শুরুতে অম্লমধুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে ২০১০ সালে ডেয়ারডেভিলসের অধিনায়ক ছিলেন গৌতম গম্ভীর। ছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ, দীনেশ কার্তিক, ডেভিড ওয়ার্নার, তিলকরত্নে দিলশানদের মতো তারকাও।

২০১১ সালে আরসিবিতে যোগ দেন এবি। এক দশকের ওপর বিরাট কোহলিকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া। ক্রমশও বন্ধুত্ব। যা কিছুটা চিড় ধরিয়েছিল গতবছর বিরাটের দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর খবর আগেভাগে এবি প্রকাশ্যে আনার পর। প্রায় মাস ছয়েক কথা বন্ধ ছিল দুই বন্ধুর। এবির মতে, তাঁর কাছে কঠিন ছিল সময়টা। তবে খবরটা তাঁর প্রকাশ্যে আনা উচিত হয়নি ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

এবির কথায়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ শেষপর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর হওয়ায়। অভিমান সরিয়ে বিরাট ফের কথা বলতে শুরু করার পর মাথার ওপর থেকে বোঝা নেমে গিয়েছিল। আরসিবি-র আইপিএল জয়ের রাতে এবি-কে জড়িয়ে ধরে বিরাটের উৎসবের ছবি ভাইরালও হয়।

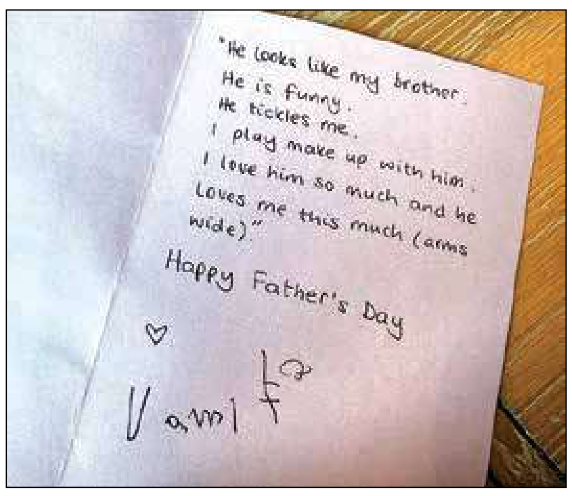

পিতৃদিবসে বিরাট কোহলিকে লেখা তাঁর মেয়ে ভামিকার চিঠি।

ভাইয়ের মতো তুমি, বিরাটকে ভামিকা

লন্ডন, ১৫ জুন : পিতৃদিবসে বিরাট কোহলিকে নিজের হাতে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তাঁর মেয়ে ভামিকা। সেই চিঠির ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অনুষ্কা শর্মা। ভালোবাসায় ভরা সেই চিঠি পড়ে অভিভূত বিপাশা বসু, সামান্থা রুথ প্রভুর মতো সেলিব্রিটিরা। চার বছরের ভামিকা চিঠিতে লিখেছে, 'সে দেখতে আমার ভাইয়ের মতো। সে খুব মজার, কাতুকুতু দেয় আমাকে। তার সঙ্গে খেলতে ভালো লাগে। প্রচণ্ড ভালোবাসি তাকে, আমাকে এত্তো ভালোবাসে। হ্যাপি ফাদার্স ডে।' সঙ্গে হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে ভামিকা সই করেছে। পিতৃদিবসে বিরাটকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনুষ্কাও।

ইতালির দায়িত্ব নিচ্ছেন গাত্তুসো, জানালেন বুফোঁ

রোম, ১৫ জুন : লুসিয়ানো স্প্যালেত্তির পর কে? জল্পনা ছিল ইতালিজুড়ে।

ইতালির নয়া কোচের দায়িত্ব পেতে চলেছেন প্রাক্তন তারকা জেন্নারো গাত্তুসো। এই সংবাদ জানিয়েছেন আরেক প্রাক্তন ইতালিয়ান তারকা জিয়ানলুইগি বুফোঁ। এই মুহূর্তে তিনি ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। গাত্তুসোর কোচ হওয়ার প্রসঙ্গে বুফোঁ বলেছেন, 'এই বিষয়ে

কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত। খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আমার মতে, সেরা লোককে কোচ হিসেবে পছন্দ করা হয়েছে।'

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে নরওয়ের কাছে ৩-০ গোলে হারার পর স্প্যালেত্তিকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। পরবর্তী কোচ হিসেবে তাদের প্রথম পছন্দ ছিল ক্লদিও রেনিয়ারি। কিন্তু তিনি রোমার পরামর্শদাতার দায়িত্ব ছেড়ে জাতীয় দলের কোচ হতে রাজি হননি। অবশেষে গাত্তুসোকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, গাত্তুসোর সঙ্গে কোচিং স্টাফ নিয়োগ নিয়ে কথা বলবে ইতালিয়ান ফুটবল সংস্থা। ২০০৬ বিশ্বকাপ জয়ী গাত্তুসোর কোচিং কেরিয়ার উজ্জ্বল নয়। এসি মিলান, ভ্যালেন্সিয়া, নাপোলি ও মার্সেইঁকে কোচিং করিয়েছেন। ২০২০ সালে নাপোলিকে জেতানো কোপা ইতালিয়া তাঁর কোচিংয়ে একমাত্র ট্রফি।

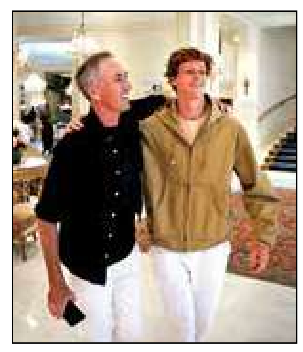

কোচ ড্যারেন কাহিলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জানিক সিনার।

অলিম্পিক পদক, সেরার সেরা লক্ষ্য আদ্রিয়ানের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুন : 'আপাতত লক্ষ্য অবশ্যই লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। তবে আমার জীবনের আসল লক্ষ্য হিউম্যান এক্সেলেন্স।'

বক্তার বয়স মাত্র ১৮। তাই কথাগুলো চমকে দেয় খানিকটা। হিউম্যান এক্সেলেন্স অর্থটা খুব সহজ নয় বোধহয়। শুধুই মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠা যাকে বলে ঠিক তা নয়। বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সেরাদের সেরা হয়ে ওঠা বা এককথায় ওই বিশেষ ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ উঠলেই যাঁর কথা মনে পড়বে। যেমন উসেইন বোল্ট কী মাইকেল ফেলপস কী রজার ফেডেরার। তাই কলকাতার ছেলে আদ্রিয়ান কর্মকার যখন এই কথা বলেন তখন তাঁকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। জন্ম থেকেই শুটিংয়ের পরিবেশে বড় হয়েছেন বলেই সম্ভবত তাঁর জীবনটা শুটিংয়েই গাঁথা। বাবা জয়দীপ আন্তর্জাতিক শুটার ও কোচ, এই কথা এখন এই রাজ্য তো বটেই সারা দেশই জানে মোটামুটিভাবে। ফলে প্রথম ধাপ পার করাটা হয়তো আদ্রিয়ানের কাছে খানিক সহজই ছিল। কিন্তু সেখানে টিকে থাকা এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে সেরা হিসাবে প্রমাণ, শেষপর্যন্ত নিজেকেই করতে হয়। তাই বাবা-মায়ের থেকে দূরে নয়াদিল্লির কার্ণী সিং শুটিং রেঞ্জ আর সেখানকার হস্টেলই এখন রোজকার আস্তানা আদ্রিয়ানের। আপনার বয়স তো অল্পই, এত দূরে থাকতে কষ্ট হয় না? প্রশ্নের উত্তরটা যেন সাজানোই ছিল। বলে দিলেন, 'একেবারেই না। বরং উলটো। আমার মনে হয় নিজেকে তৈরি করতে, গুছিয়ে নিতে আমার নিজস্ব একটা জগতের প্রয়োজন ছিল। হ্যাঁ, বাবা-মায়ের থেকে হয়তো একটু দূরে থাকতে হয়। কিন্তু একটা সময়ের পর মানুষের সেটারও প্রয়োজন আছে। এখন আমি বড় হয়ে গিয়েছি। এই সময়ে নিজেকে তৈরি কীভাবে করব, সেটা আমাকেই ভাবতে হবে। তবে আমি ঠিক সময় করে বাড়ি ঘুরে আসি তো।' শেষ বাক্যটা ছাড়া বাকি কথাগুলোও ভাবার মতো। বাঙালি বা ভারতীয়রা তো ঠিক এই জায়গাতেই পিছিয়ে। বাবা-মায়ের থেকে দূরে গিয়ে নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিজে নিজে তৈরি হওয়ার ভাবনাটাই নেই।

গত মাসেই জার্মানির সুল শহরে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়ার বিশ্বকাপে দুইটি পদক জিতে এসেছেন। দিল্লির প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় গিয়ে পারফর্ম করা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেও আদ্রিয়ান যা করেছেন, সেটাও বোধহয় এক গল্প। হাসতে হাসতে আদ্রিয়ান বলেছেন, 'কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়তো দিতে পারব না কিন্তু আমি ওই প্রচণ্ড ঠান্ডায় সকালে উঠে ঠান্ডা জলে স্নান করে নিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, এতে ঠান্ডাটা কম লাগবে। গরম জলে স্নান করলে চিরকালই বেশি ঠান্ডাবোধ করেছি পরে। ওখানে অসম্ভব হাওয়াও দিচ্ছিল। আর আমাদের সাধারণত একটা টেবিল দেওয়া হয় সবকিছু রাখার জন্য। ওখানে একটা ছোট্ট নড়বড়ে জায়গা দেওয়া হয়। যেটায় রাখার থেকে মাটিতে জিনিসপত্র রাখাই সুবিধাজনক হয়েছে। সবমিলিয়ে পুরোটাই চ্যালেঞ্জিং ছিল।' এই রকম কঠিন পরিস্থিতি থেকে ৫০ মিটার রাইফেল প্রোনে রুপো ও ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে ব্রোঞ্জ জেতেন আদ্রিয়ান।

জার্মানির সুলে জুনিয়ার বিশ্বকাপে জোড়া পদক জিতে আদ্রিয়ান কর্মকার।

২০১০ সালে জয়দীপও সিডনিতে ৫০ মিটার রাইফেল প্রোনে পদক পেয়েছিলেন। যা তিনি আগে জানতেনই, বলছিলেন আদ্রিয়ান, 'আমার পদক পাওয়ার পর বাবার সঙ্গে যখন ফোনে কথা বলি তখন জানলাম। অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ ফর মি।' বাবার লন্ডন অলিম্পিকের রাইফেলই ব্যবহার করেন। ওটাতে পদক হাতছাড়া হয়েছিল। মনে হয়নি এটা না ব্যবহার করাই উচিত? আদ্রিয়ানের উত্তর, 'না, আমার বা বাবার এসব কুসংস্কার নেই।'

এখনও বছর তিনেক বাকি। কিন্তু আদ্রিয়ান নিজেকে লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ অলিম্পিকের জন্যই তৈরি করছেন। এই রাইফেলে বাবার অলিম্পিক পদক-হাতছাড়া হওয়ার শাপমুক্তি ওখানেই ঘটুক ছেলের হাত ধরে, এই প্রার্থনা করছে গোটা দেশ।

বাগান ছেড়ে বেঙ্গালুরুতে আশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : আশিক কুরুনিয়ানকে ছেড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

২০২২ সালে বেঙ্গালুরু এফসি থেকে সবুজ-মেরুনে যোগ দেন আশিক। তিন বছরে মোহনবাগানের হয়ে মাত্র ৩৬টি ম্যাচ খেলেছেন কেরালাইট উইঙ্গার। বাকি সময়টা কেটেছে চোট-আঘাতেই। ফলত আরও দুই বছরের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আশিককে লোনে বেঙ্গালুরু এফসি-তে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, আইএসএল-এরই আরও দুই-একটি ক্লাব তাঁকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে অতীতে খেলার সুবাদে বেঙ্গালুরুর পরিবেশ আশিকের চেনা। যে কারণে নিজে থেকেই পুরোনো ক্লাবে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

আশিককে ছাড়লেও আরেক কেরালাইট ফুটবলার আব্দুল রাবিহকে পেতে ঝাঁপিয়েছে মোহনবাগান। হায়দরাবাদ এফসি-র এই ফুটবলারের কাছে ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাব থাকলেও পাল্লা ভারী সবুজ-মেরুনের। পাশাপাশি মোহনবাগান ছেড়ে গত মরশুমেই চেন্নাইয়ান এফসি-তে যোগ দিয়েছিলেন কিয়ান নাসিরি। শোনা যাচ্ছে বছর ঘুরতেই ফের বাগানে ফিরছেন জামশিদ-পুত্র। সবুজ-মেরুনের সঙ্গে তাঁর চুক্তিও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

ঋষভ-বুমরাহে মজে হেডেনের কন্যা গ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : রাত পোহালেই জন্মদিন। ২৩ পার করে ২৪-এ পা দেবেন। কিন্তু কলকাতায় বসে জন্মদিন পালন করা কি সম্ভব হবে?

সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচের মাঝে প্রশ্ন করতেই হেসে ফেললেন গ্রেস হেডেন। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ওপেনার ম্যাথু হেডেনের কন্যা গ্রেস। স্কুলে অল্পবিস্তর চর্চা করলেও বাবার মতো ব্যাট হাতে মাঠে নামেননি কখনও। কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা দারুণ পছন্দ তাঁর। আর সেই পছন্দের টানেই চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন গ্রেস। সোমবার জন্মদিনের পরিকল্পনা কী? প্রশ্ন করতেই হেসে ফেললেন। লাজুক সেই হাসি নিয়ে বলে দিলেন, 'ধারাভাষ্যের কাজে কলকাতায় এসেছি। সেই কাজটা তো করতেই হবে। বাকি দেখা যাক কতটা কী সময় বার করতে পারি। তবে একটা কথা, আগামীকাল শাড়ি পরার পরিকল্পনা রয়েছে।'

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামটার সঙ্গে পরিচিত গ্রেস। এহেন গ্রেস বলছিলেন, 'আমি ক্রিকেটীয় পরিবেশে বড় হয়েছি। বাবা বিখ্যাত ক্রিকেটার হলে যা হয়। বাবার সাফল্যের পাশে সফল হওয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টাও দেখেছি। বলতে পারেন সেই কারণেই ক্রিকেট নিজে না খেললেও খেলাটার প্রতি অদ্ভুত টান অনুভব করি আমি।'

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গিয়েছে তাঁর দেশ অস্ট্রেলিয়া। মন খারাপ হয়েছে গ্রেসের। একইসঙ্গে তিনি বিলেতে ভারত বনাম ইংল্যান্ড আসন্ন সিরিজের দিকেও তাকিয়ে। কেন? জবাবে চমকে দিয়ে গ্রেস বলে দিলেন, ঋষভ পন্থ ও জসপ্রীত বুমরাহর নাম। এই দুই ভারতীয় ক্রিকেটারকে তাঁর দারুণ লাগে। গ্রেসের কথায়, 'বুমরাহ অত্যন্ত বিপজ্জনক বোলার। ওকে সামলানো কঠিন। আর ঋষভ তো মৃত্যুঞ্জয়ী। এই দুইজন ভারতীয় ক্রিকেটারকে দারুণ লাগে আমার। ওদের জন্যই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতকে সমর্থন করব।'

ফরাসি ওপেন হেরে ঘুমাতে পারেননি সিনার

মিউনিখ, ১৫ জুন : ফরাসি ওপেনের মহাকাব্যিক ফাইনালে পরাজয়। এরপর বেশ কয়েক রাতে ঘুমাতে পারেননি জানিক সিনার।

এই হার দ্রুত ভুলে যেতে চান তিনি। বলেছেন, 'ফরাসি ওপেন ফাইনালের পর কয়েক রাত আমি ঘুমাতে পারিনি। তবে নেতিবাচক বিষয়গু ভুলে যেতে হবে। হ্যালে ওপেনে নিজের সেরাটা দিতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ফরাসি ওপেনে হারের পর আরও একটি প্রতিযোগিতায় নামাটা আমার কাছে ইতিবাচক। প্রতিটি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ফরাসি ওপেনে বিপর্যয়ের পর উইম্বলডনে ঘুরে দাঁড়াতে হ্যালে ওপেনকেই হাতিয়ার করছেন তিনি। গত শুক্রবার হ্যালে ওপেন খেলার জন্য জার্মানি পৌঁছে গিয়েছেন ইতালিয়ান তারকা। সেদিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সিনার।

নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে সিনার বলেছেন, 'প্রথম অনুশীলন সেশনটা ঠিক ছিল। কিন্তু প্যারিসের পর আমি আর কোথাও খেলিনি। তাই কোর্টে নিজের ছন্দটা পাইনি। আমার কাছে প্রতিটি ম্যাচই নতুন। গত বছর আমি এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। এবছর কী ফল হয় সেটাই দেখার।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের দিশা, তোমার ১৭তম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। -বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা, মানি ও রাই। - প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

☺ দেবাংশী (জুন) : সুন্দর হোক আগামী দিনের পথ চলা। পূর্ণ হোক তোমার জীবনের সব স্বপ্ন। ভালো থেকো,সুস্থ থেকো। আশীর্বাদান্তে:- দাদু, আম্মা, বাপি, দিদা, পাপা, মা ও পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ। লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

টেস্ট অধিনায়ক হব, ভাবিনি : শুভমান

লন্ডন, ১৫ জুন : ২০২০ সালে মেলবোর্নে বক্সিং টেস্টে অভিষেক। মাঝের সময়ে দেশের হয়ে ৩২টি টেস্ট খেলা হয়ে গিয়েছে তাঁর। পাঁচটি শতরানও করে ফেলেছেন।

কিন্তু কখনও ভাবতে পারেননি টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক হবেন তিনি। বিলেতের স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মনের অন্দরের এমন গোপন কথা তুলে ধরেছেন শুভমান গিল। টিম ইন্ডিয়ার নয়া টেস্ট অধিনায়ক। যাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আসমুদ্রহিমাচল। শুভমানের কথায়, 'ক্রিকেটার হওয়ার, ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তো নয়ই। আমার বাবাও কখনও ভাবতে পারেননি আমি ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হব।'

রোহিত শর্মার টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই শুভমানকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে ২৫ বছরের শুভমানই এখন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। ২০ জুন লিডসের হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে তিনিই টস করতে নামবেন বেন স্টোকসের সঙ্গে। তার আগে শুভমান আজ বলেছেন, 'রোহিতভাইয়ের অবসরের পর থেকেই অনেক কিছু শুনেছি। সরকারিভাবে আমায় যেদিন অধিনায়ক করা হল, তার আগেই জানতাম বিষয়টা। আর সরকারি ঘোষণার পর আবেগে ভেসে গিয়ে আমার বাবা যখন আমায় ফোন করেন, মুহূর্তটা ভুলব না।' পাঞ্জাব কা পুত্তরের এখন দায়িত্ব অনেক। দেশের ৩৭ নম্বর টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে হেডিংলেতে নামবেন শুভমান। তাঁকে ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে এভারেস্ট সমান প্রত্যাশাও।

এমন প্রত্যাশার চাপ থেকে বহুদূরে শুভমান। তাঁর কথায়, 'আমার উপর কোনও চাপ নেই। বরং অধিনায়ক হিসেবে আমার নিজেকে নিয়ে রয়েছে প্রত্যাশা। যা নিজেই তৈরি করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাই।' অধিনায়ক শুভমানের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা

পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। বিরাট কোহলি, রোহিতদের টেস্ট থেকে অবসরের পর গিলের হাতে ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব। সঙ্গে চাপ ও প্রত্যাশাও। এমন স্বাভাবিক

ঋষভ পন্থের জিমনাস্টিকস দেখে অবাক অধিনায়ক শুভমান গিল, করুণ নায়ার।

কী? নিজেই সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি। শুভমানের কথায়, 'ট্রফি জয়ের পাশে ভারতীয় সাজঘরে অন্যরকম একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই আমি। এমন একটা পরিবেশ, যেখানে সকলে আনন্দে থাকবে। কারোর জায়গা হারানোর ভয় থাকবে না। একজন ক্রিকেটার হিসেবে ভালোই জানি সারা বছর কত ম্যাচ খেলতে হয় আমাদের। তাই প্রথম একাদশে সুযোগের প্রতিযোগিতা থাকলেও দলের অন্দরে সবসময় যেন আত্মবিশ্বাস বজায় থাকে, সেদিকে নজর থাকবে আমার।'

বিষয়কে অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামার আগেই বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন শুভমান। বলেছেন, 'গোতিভাই (গৌতম গম্ভীর) ও অজিতভাইয়ের (অজিত আগরকার) সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। ওরা বলেছে, আমাকে নিয়ে ওদের কোনও প্রত্যাশা নেই। আমি যা পারি না, সেটা আমায় করতে বলেনি ওরা। তাই আমার উপর বাড়তি চাপ ও প্রত্যাশা, কোনওটাই নেই। বরং আমি এখন নেতৃত্বের দায়িত্ব উপভোগ করার পাশে ব্যাট হাতে দলের জন্য সাফল্য আনতে মরিয়া।'

নতুন ক্যাপ্টেন গিলকে পরামর্শ সৌরভের

'অফের বাইরের বল ছাড়তে হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : অপেক্ষা আর পাঁচদিনের। তারপরই লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অবসরের পর আসন্ন টেস্ট সিরিজ নিয়ে প্রবল আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলে। আর সেই আগ্রহের কেন্দ্রে নয়া ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। আইপিএলের দুর্দান্ত ছন্দ নিয়েই বিলেতে গিয়েছেন শুভমান। অনুশীলন ম্যাচে রানও করেছেন। কিন্তু তারপরও শুভমানকে নিয়ে চলছে চর্চা।

ইংল্যান্ড সিরিজে সম্ভবত চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন ভারত অধিনায়ক। কোহলির জায়গায় ব্যাটিংয়ের কাজটা যে সহজ নয়, সবারই জানা। কিন্তু কী করলে সফল হতে পারেন শুভমান? আজ শুভমানকে আগামীর পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজ শুভমানকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিলেতের পরিবেশে অফস্টাম্প লাইনের বল ছাড়তে হবে। আর সেই বল ছাড়ার ব্যাপারে একটু বেশিই সতর্ক থাকতে হবে নয়া ভারত অধিনায়ককে। শুভমানের জন্য মহারাজের পরামর্শ, 'ইংল্যান্ডে বল সারাদিনই নড়াচড়া করে। সিম মুভমেন্টের পাশে বলের সুইংও থাকে। এমন পরিবেশে ব্যাটিং করাটা সহজ নয়। প্রয়োজন শক্তিশালী রক্ষণের। সঙ্গে অফস্টাম্প লাইনের বল ছাড়ার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে শুভমানকে।'

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে রান পাননি বর্তমান ভারত অধিনায়ক। বড় রানের প্রত্যাশিত চাপের পাশে দলের অধিনায়ক হিসেবেও এবার বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে গিলের। নতুন ভারত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে সৌরভ আজ বলেছেন, 'শুভমানের জন্য শুভেচ্ছা রইল। আমি নিশ্চিত ও সফল হবে ইংল্যান্ডে। হয়তো ১০ রানে ভারতের দুই উইকেট পড়ে গেল। তেমন হলে শুভমানকে নতুন বল খেলতে হবে। বিলেতে যা সহজ নয়। তাই অফস্টাম্প লাইনে বল ছাড়ার পাশে শুভমানকে মানসিকভাবেও অনেক শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামতে হবে।'

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে ব্যাটিংয়ে চলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমান গিল।

কিন্তু তার জন্য অনেক সতর্ক হয়ে খেলতে হবে ওকে। মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন বলও খেলতে হতে পারে ওকে।' কেন এমন বলছেন সৌরভ? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সৌরভের কথায়, 'আমি নিশ্চিত নই, শুনেছি শুভমান চার নম্বরে ব্যাটিং করবে। এই জায়গায় ব্যাটিং করতে হলে সবসময় মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে হবে।

শুভমানকে পরামর্শ দেওয়ার পাশে বিলেতের মাটিতে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে দারুণ আগ্রহ রয়েছে সৌরভের। দিনকয়েক আগেই লন্ডন থেকে ফিরেছেন মহারাজ। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের মাঝে তাঁর বিলেত যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই কলকাতা থেকেই রোহিত-কোহলি-রবিচন্দ্রন অশ্বীন পরবর্তী পর্বে শুভমানের তরুণ ভারত কেমন খেলে, সেদিকে নজর থাকবে মহারাজের।

সিরিজ হোপদের

ব্রিয়াডি, ১৫ জুন : আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬২ রানে জয় পেল। প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে ২৫৬ রান করে। এভিন লুইস ৯১ ও অধিনায়ক শাই হোপ ৫১ রান করেন। জবাবে আয়ারল্যান্ড ৭ উইকেটে ১৯৪ রানে আটকে যায়। সিরিজের প্রথম দুইটি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গিয়েছিল। তাই এদিন জিতেই সিরিজ দখল করে নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

উন্মুক্তের দাপট

ওয়াশিংটন, ১৫ জুন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে রবিবার ৩২ বলে ৫৩ রান করলেন উন্মুক্ত চাঁদ। তবে তাঁর দল লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্স ৩২ রানে হেরে গিয়েছে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের বিরুদ্ধে। প্রথমে সান ফ্রান্সিসকো ৮ উইকেটে ২১৯ রান তোলে। জবাবে লস অ্যাঞ্জেলেস ১৮৭ রানে অল আউট হয়।

রুপো জয়ের পর অপর্ণা হাওলাদার।

রুপো অপর্ণা, মণিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত রাজ্য অ্যাথলেটিক্স থেকে শিলিগুড়িকে রুপো এনে দিয়েছে মণিকা বৈদ্য ও অপর্ণা হাওলাদার। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ৩৩.৫৮ মিটার ছুড়ে মণিকা দ্বিতীয় হয়। অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ৩ হাজার মিটার রেস ওয়াকিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকে অপর্ণা। সময় নিয়েছে ১৭ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ঈশা রায় ৩২.৫৭ মিটার ছুড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ তিন পদকজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুতেই পয়েন্ট নষ্ট করে হতাশ লিওনেল মেসি।

শুরুতেই আটকে গেল মেসির মায়ামি

ফ্লোরিডা, ১৫ জুন : নিষ্ফলা ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। আল আহলি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ গোলশূন্য। এর কৃতিত্ব দুই দলের গোলরক্ষকের প্রাপ্য। লড়াই হলেও মিশরের আল আহলিরই দাপট ছিল ম্যাচের সিংহভাগ সময়। ইন্টার মায়ামির গোলের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি। কমপক্ষে ৭টি নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। ৪৩ মিনিটে ক্রেজেগুয়ের স্পটকিক ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখে দেন অস্কার। ম্যাচে সেরার পুরস্কারও ঝুলিতে পুরেছেন ৩৮ বছরের এই আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক খেলেও বিশেষ লাভ হয়নি ইন্টার মায়ামির। আসলে মিশরের ক্লাবটির গোলরক্ষক মহম্মদ এল সেনাওইও কম যাননি। গোটা ম্যাচ জুড়ে লিওনেল মেসিদের অন্তত ৫টি আক্রমণ প্রতিহত হয় তাঁর হাতে। একেবারে শুরুর দিকে লুইস সুয়ারেজের একটি শট রুখে দেন এলসেনাওই। ৯৬ মিনিটে মেসির দূরপাল্লার শট তাঁরই হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে ধাক্কা খায়। লিওর আরও একটি শট অল্পের জন্য পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ড্র করায় মেসিদের প্রি-কোয়ার্টারের অঙ্ক কঠিন হল।

গোলের বন্যা বায়ার্নের

তবে গোলের বন্যায় অকল্যান্ড সিটি এফসি-কে ভাসিয়ে দিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। তাদের ১০-০ গোলে জয়ে জামাল মুসিয়ালা হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল পেয়েছেন কিংসলে কোমান, মাইকেল ওলিসে ও টমাস মুলার। বাকি গোলটি সাচা বোয়ের।

এদিকে, ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে তেহরানে আটকে পড়েছেন মায়ামির স্ট্রাইকার মেহেদি তারেমি। ইরানে বিমান পরিষেবা বন্ধ। যে কারণে ক্লাব বিশ্বকাপে তাঁর খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শার্দূল-সরফুর শতরান

ঘূর্ণির অপেক্ষায় কুলদীপ ● সাময়িক দায়িত্বে ভিভিএস

লন্ডন, ১৫ জুন : অনুশীলন ম্যাচ শেষ। আর শেষ হয়ে যাওয়া সেই অনুশীলন ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রাপ্তির ভাঁড়ার পূর্ণ।

আগামী শুক্রবার লিডসের হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। তার আগে আজ লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহাম ক্রিকেট মাঠে শেষ হয়ে গেল সিনিয়ার ভারত বনাম ভারত 'এ' দলের প্রস্তুতি ম্যাচ। আগামীকাল শুভমান গিলদের লিডস পৌঁছে যাওয়ার কথা। তার আগে আজ ইন্ট্রা স্কোয়াড অনুশীলন ম্যাচে সরফরাজ খান ও শার্দূল ঠাকুর শতরান হাঁকিয়ে স্বস্তি দিয়েছেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। সেঞ্চুরি করে সরফরাজ আউট হয়ে গেলেও শার্দূল ১২২ রানে অপরাজিত থেকে যান। ফলে হেডিংলের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ঢোকার দাবি জোরদার করেছেন শার্দূল। সরফরাজ শতরান করলেও প্রথম টেস্টে তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম।

শার্দূলের অপরাজিত শতরানের দিন বল হাতে নজর কেড়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করে বিলেতে পৌঁছানোর পর বল হাতে বুমরাহর ছন্দ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়েছে। মায়ের অসুস্থতার কারণে কোচ গৌতম গম্ভীর এখন দিল্লিতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিলেত সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের দায়িত্বে থাকা ভিভিএস লক্ষ্মণকে সাময়িকভাবে সিনিয়ার দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকালের পর আজও ভিভিএস বেকেনহামের মাঠে সিনিয়ার ভারত ও ভারত 'এ' দলের ম্যাচের সময় হাজির ছিলেন। তিনি গম্ভীরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশেই ভিভিএস আপাতত সাময়িক দায়িত্বে টিম ইন্ডিয়ার। গম্ভীর ইংল্যান্ডে ফিরলে লক্ষ্মণ ফের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্বে ফিরবেন।

নয়া অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা গতকালই শেষ অনুশীলন ম্যাচে রান পেয়েছিলেন।

আজ সরফরাজ, শার্দূলরাও রান করার পর প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে জোরদার লড়াই শুরু হয়েছে। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুলের ইনিংস ওপেন করা সময়ের অপেক্ষা। তিন নম্বরে বি সাই সুদর্শনের টেস্ট অভিষেক হওয়াও সময়ের অপেক্ষা। সুদর্শন অবশ্য অনুশীলন ম্যাচে রান পাননি। চার নম্বরে শুভমান। পাঁচে করুণ নায়ার ও ছয় নম্বরে ঋষভ পন্থ নিশ্চিত। সাতে রবীন্দ্র জাদেজা। আটে নীতীশ কুমার রেড্ডির বদলে শার্দূল প্রথম টেস্ট খেলতে পারেন বলে খবর। বাকি তিন জোরে বোলার হিসেবে বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণাও কার্যত নিশ্চিত। বেকেনহামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ম্যাচের শেষে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন কুলদীপ যাদব। প্রথম টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কিন্তু তারপরও চমকপ্রদভাবে কুলদীপ আজ জানিয়েছেন, বিলেত সফরে স্পিন সহায়ক পিচের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। লন্ডনে এখন বেশ গরম। তাই বিলেতের পিচে স্পিনারদের সাহায্য থাকবে বলেই মনে করছেন তিনি। কুলদীপের কথায়, 'অনুশীলন ম্যাচের পিচ স্পিনারদের জন্য দারুণ ছিল। প্রথম দিনের খেলার শুরুতে পিচে আর্দ্রতা থাকলেও সময়ের সঙ্গে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ হয়ে গিয়েছিল। স্পিনাররাও সাহায্য পেয়েছে। আসন্ন সিরিজেও হয়তো এমনটা হবে।'

২০০৭ সালের পর ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। শুভমানের নয়া ভারত কি এবার ছবিটা বদলে দেবে? জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে আজ কুলদীপ বলেছেন, 'ভারত অধিনায়ক হিসেবে শুভমান তৈরি। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার মতো সিনিয়ারদের সঙ্গে অনেকদিন ধরে কাজ করেছে ও। ফলে আমি নিশ্চিত ভারত অধিনায়ক হিসেবে শুভমান খারাপ করবে না।' রবিচন্দ্রন অশ্বীন নেই। টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ার স্পিনার এখন রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম টেস্টে জাড্ডু নিশ্চিতভাবেই খেলছেন। এহেন জাড্ডুর সঙ্গে এখন বাড়তি সময় কাটাচ্ছেন কুলদীপ। তাঁর কথায়, 'জাড্ডুভাইয়ের সঙ্গে একটু বেশিই সময় কাটাচ্ছি এখন। আমাদের বোঝাপড়া নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। ওর থেকে অনেক কিছু শিখছি। আসন্ন সিরিজে সুযোগ পেলে সেই শিক্ষা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'

জিতল অগ্রগামী সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার গ্রুপ 'এ'-তে অগ্রগামী সংঘ ১-০ গোলে জিতেছে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩৯ মিনিটে রাজ রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে রাজ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। সোমবার গ্রুপ 'এ'-তে রবীন্দ্র সংঘ খেলবে বান্ধব সংঘের সঙ্গে।

ম্যাচের সেরা রাজ রায়।

এসইউএসএ সভাপতি নিলয়

নতুন সভাপতি নিলয় চক্রবর্তীকে বরণ করছেন এসইউএসএ সচিব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স ও স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এসইউএসএ) সভাপতি করা হয়েছে নিলয় চক্রবর্তীকে। এসইউএসএ সচিব সংগ্রাম সিংহ রায় এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, রবিবার থেকে নিলয় সংস্থার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। একইসঙ্গে এসইউএসএ থেকে আম্পায়ার ও স্কোরার হওয়ার পরীক্ষা আগামী রবিবার জাগরণী সংঘের উলটোদিকে সংস্থার দপ্তরে বেলা ১০টা থেকে নেওয়া হবে বলে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন।

উইনার্স সেন্টারের ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবল রবিবার শুরু হল। সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকরা ৫-০ গোলে বাপি স্মৃতি এফসি-কে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে জোড়া গোল করে রাজদীপ রায় ও ম্যাচের সেরা আশিস গোয়ালা। অন্যটি শুভম প্রসাদের।

অন্যদিকে কালীকৃষ্ণ রায়, শ্যামল ঘোষ ও শান্তি গুহ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকরা ২-০ গোলে চটেরহাট মর্নিং কোচিং ক্যাম্পের (সিএমসিসি) বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে সিওম গুরুং ও প্রদীপ বর্মন। ম্যাচের সেরা সিএমসিসি-র সঞ্জয় টুডু।

উত্তরবঙ্গ কাবাডিতে সেরা মালদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি সংস্থার সহযোগিতায় মহকুমা কাবাডি সংস্থা আয়োজিত মনমোহন পাল ও অসিত পণ্ডিত ট্রফি উত্তরবঙ্গ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল মালদা। রবিবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ৩৯-২৩ পয়েন্টে জিতেছে জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে মালদা ৫৩-২২ পয়েন্টে হারিয়েছে উত্তর দিনাজপুরকে। শিলিগুড়ি 'বি' দলের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি ৪২-২১ পয়েন্টে জয় তুলে নেয়। প্রতিযোগিতায় সেরা রেইডারের পুরস্কার পেয়েছেন মালদার একরামুল হক। সেরা ক্যাচার জলপাইগুড়ির লিটন বর্মন নির্বাচিত হয়েছেন।

পরে মহকুমা কাবাডি সংস্থার সচিব নান্টু পাল বলেছেন, 'শিলিগুড়ি এই প্রতিযোগিতায় দুইটি আলাদা নামিয়েছিল। কিন্তু কোনওটাই ফাইনালে উঠতে পারেনি। প্রয়োজন ছিল একসঙ্গে দল তৈরির। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সেই চেষ্টাই করব।' নান্টু পাল ছাড়াও পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ কাবাডির সচিব কিশোর পাত্র, ইন্টারন্যাশনাল টেকনিকাল অফিসার দিলীপ পালিত, করণ সিং জৈন, অসিত পণ্ডিত প্রমুখ।

শিলিগুড়ির হিন্দি হাইস্কুলে ট্রফি নিয়ে উল্লাস মালদা কাবাডি দলের।

সেমিতে শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। রবিবার তারা ৩ উইকেটে হারিয়েছে ইউনাইটেড ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টসে জিতে ইউনাইটেড ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৩ রান করে। পিন্টুকুমার সাহানি ৩৪ ও সমীর খান অপরাজিত ২৪ রান করে। মণীশপ্রসাদ রাউত ১৬ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে রোহিত দাস (৫/২), অভিজিৎ মজুমদারও (১৪/২)। জবাবে শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টার ১৪.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। অভিজিৎ ২৯ রানে অপরাজিত থাকে। মণীশপ্রসাদ রাউতের অবদান ২০ রান। দেবা ২৩ রানে ৪ উইকেট পেয়েছে। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ।